তাবলীগ ও ফজিলত

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

তাবলীগ ও ফজিলত

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

তাবলীগ ও ফজিলত

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক
মোহাম্মদ নূর উল্লাহ
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ
১৪৬, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৪৬৯১৫।

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

TABLEEG O FADHILAT (Preeching and its Virtues) : Written by A. Z. M. Shamsul Alam, Published by : Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-Operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 100.00, US$ 4.00
ISBN—984-493-047-2

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

উৎসর্গ

একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভিন্ন কারো পক্ষে কোনো কাজই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। একটি পুস্তকের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, লেখা, ডিকটেশন, প্রুফ দেখা থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশনা পর্যন্ত কয়েক শত লোকের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকেরই অবদান আনুপাতিক হারে গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনায় বর্তমানে যে দু'জন মহৎ মানুষের সহযোগিতা ও সাহায্য আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তারা হলেন আমার নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মী-

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান

এবং

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম

তাদেরকে ১৪১৮ হিজরী (১৯৯৯ খ্রীঃ) মাহে রামযানে ইবাদাত হিসেবে কৃত মেহনতের ফসল "তাবলীগ ও ফজিলত" পুস্তকটি উৎসর্গ করা হলো। পরম করুণাময় রহমানুর রাহীম আমাদের সকলের মেহনত কবুল করুন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

৩ শাওয়াল, ১৪১৮

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

www.pathagar.com

লেখকের কথা

তাবলীগ জামায়াতের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্দালভী রহমাতুল্লাহী আলাইহি রচিত ফাজাইল-এ-আমল সিরিজ এবং তাবলীগ জামায়াতের দ্বিতীয় আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী রহমাতুল্লাহী আলাইহি রচিত হায়াতুস সাহাবা সিরিজ এর অতিরিক্ত কোনো পুস্তক ছাড়াই।

আম, আনারস, আপেল, কলা, বেদানা ইত্যাদি না খেয়ে শুধু বই পড়ে বা বর্ণনা শুনে কোনো ফলের স্বাদ উপভোগ করা যায় না। যেমন পাওয়া যাবে না বর্ণনা শুনে রসগোল্লা, কালোজাম, রস মালাই-এর স্বাদ।

লেবু, জাম্বুরা, আম, কলার শুধু বাকল খেয়ে ফলগুলোর স্বাদ বা গন্ধ কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। বই পড়ে তাবলীগ সম্বন্ধে সেরূপ কিছুটা জানা যাবে। তাবলীগের উপর লেখা বই পড়ে তাবলীগ বুঝা যাবে না। তাবলীগ বুঝতে হলে বিছানাপত্র নিয়ে তাবলীগে বের হতে হবে।

বহু বিদেশী মেহমান সারা বছর ধরে তাবলীগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফর করেন, বিশেষ করে ইজতিমা উপলক্ষে। ইজতিমায় আগত বিদেশী মেহমানদের এক বিরাট অংশ ইজতিমা শেষে সারা দেশে এমনকি পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাবলীগের জামায়াতের সঙ্গে চলাকালে বাংলায় যে বয়ান হয়, তার সঠিক তরজমা করে তাদেরকে বুঝানো কষ্টকর হয়। এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমি The message of Tableeg and Da'wah বইটি ইংরেজীতে লিখি।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত হযরত যাকারিয়া (রঃ) এবং হযরত ইউসুফ (রঃ) রচিত পূর্বোল্লিখিত দু'টি সিরিজ তাবলীগ জামায়াতের কাজের জন্য এমন পর্যাপ্ত যে, অন্য কোন রচনার প্রয়োজন হয় না। আমার লেখা তাবলীগ সংক্রান্ত পুস্তকে আমি কুরআন হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে যুক্তির আলোকে আধুনিক মনের জিজ্ঞাসার জবাব যতটুকু সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করেছি।

The Message of Tableeg and Da'wah বইটি ১৯৯৩ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে (১৩৫৮+৩২ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্যে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসতে থাকে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য তা ছিল না বলে এ দিকে আমার ততটুকু আগ্রহ ছিল না।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শহীদ আখন্দ সাহেব The message of Tableeg and Da'wa পুস্তকটির অর্ধেক অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। দ্বীনের বড়ো খেদমত করেছেন।

www.pathagar.com

শহীদ আখন্দ অনূদিত "আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর সত্ত্বা", "ঈমান ও তাঁর মৌলিক উপাদান" নামে প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা বাড পাবলিকেশন্স-এর এ.বি.এম. সালেহ উদ্‌দীন সাহেব প্রকাশ করেছেন। তিনি আমার নিজের অনুবাদকৃত "তাবলীগ ও ফজিলত" শীর্ষক এ অংশটিও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

"জীবন মরণ" শীর্ষক একটি অংশ প্রত্যাশা প্রকাশনী প্রকাশ করছে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌। বাকি অংশগুলো প্রকাশে কেউ আগ্রহী হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিনীত অনুরোধ করছি।

সর্বজনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ভূঁঞা, মুস্তাফা কামাল পাশা, মুহাম্মাদ আলমগীর এবং অন্যান্য অনেকেই "তাবলীগ ও ফজিলত" শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাদের সকলের মেহনত কবুল করুন।

তাবলীগের জামাতের সঙ্গে বের না হয়ে ঘরে বসে বসে যারা তাবলীগের আলোচনা ও সমালোচনা করেন, তাদের এ বইটি কিছু কাজে লাগতে পারে। তাবলীগ সম্বন্ধে ভিতরের শয়তান নাফস এবং বাইরের শয়তান ইবলিস আমাদের মনে যে ওয়াস-ওয়াসা দিয়ে থাকে, সে ওয়াস-ওয়াসা দূর করার জন্যে তাবলীগ গ্রন্থ বনজ ঔষধের মতো কিছুটা অবদান রাখতে পারে।

যারা নিয়মিত তাবলীগ করেন, তারা তাবলীগ সম্পর্কীয় বইগুলোতে কোনো ভুল তথ্য বা ধারণা আছে কিনা তা দেখার জন্যে এগুলো পাঠ করতে পারেন।

তাবলীগ জামায়াতের সঙ্গে বের হলে তাবলীগের আসল স্বরূপ কিছুটা দেখা যায় এবং সত্যিকারের তাবলীগের সঙ্গে পরিচয় হয়। কোনো বাড়িতে প্রবেশ না করে এবং বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা না করে দারোয়ান থেকে বাড়ি ও বাড়িওয়ালা সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায়, তাই লাভ হয় তাবলীগ সংক্রান্ত বই পাঠ করে।

যারা এখনো তাবলীগে বাহির হননি, কিন্তু তাবলীগ সম্বন্ধে জানার জন্যে তাবলীগ সংক্রান্ত পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠ করেন তাদেরকে ৪০ দিনের চিল্লা না হোক, দশ বিশ দিন, অন্তত তিন দিনের জন্যে একাধারে তাবলীগে যাওয়ার সবিনয় দরখাস্ত পেশ করছি।

বিনীত খাকসার

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
চেয়ারম্যান
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিঃ
রহমান ম্যানশন, ১৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৩২৪৮০

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

তাবলীগ জামায়াতের বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে আমাদের মুসলিম জনগণের বিশেষ করে আলেম সমাজের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্ক ও বিভ্রান্তি নিরসনে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এ. জেড. এম. শামসুল আলম তাঁর "তাবলীগ ও ফজিলত" গ্রন্থে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাবলীগ বিরোধীদের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় দিয়েছেন। বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত এনে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খন্ডন করেছেন।

সমকালীন পরিবেশ হতে গৃহীত বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য, উপমা ও উদাহরণে সমৃদ্ধ বইটির প্রথম সংস্করণ গত বছর বাড পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছেন। বইটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই সুধী মহলে ব্যাপক সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে লেখকের অনুরোধে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ও অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের অকাট্য যুক্তি নির্ভর "তাবলীগ ও ফজিলত" শীর্ষক গ্রন্থটি পাঠক ও তাবলীগ অনুরাগীদের কাছে আরো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলে আমাদের আয়োজন ও শ্রম সার্থক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ নূর উল্লাহ্
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

তাবলীগ ও ফজিলত

পৃষ্ঠা নম্বর

১। তাবলীগ কি? ------------------------------> ০৯
২। তাবলীগ ও ইবাদত ------------------------------> ১৭
৩। তাবলীগী আমলের বারাকাত ------------------------------> ২৪
৪। তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ------------------------------> ৩০
৫। আত্মশুদ্ধির জন্যে তাবলীগ ------------------------------> ৩৭
৬। তাবলীগের উপকারিতা ------------------------------> ৪৪
৭। হেদায়েত ------------------------------> ৪৯
৮। হেদায়েতের মূল উৎস ------------------------------> ৫৫
৯। হেদায়েত কে পায়? ------------------------------> ৫৮
১০। মুবাল্লিগের (তাবলীগকারীর) দৃষ্টিভঙ্গি ------------------------------> ৬২
১১। তাবলীগকারী মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট ------------------------------> ৬৭
১২। মুবাল্লিগের পুরস্কার ------------------------------> ৭৩
১৩। মুবাল্লিগের মর্যাদা ------------------------------> ৮০
১৪। আল্লাহ্‌র আমল ------------------------------> ৮৭
১৫। দাওয়াহ বিহীন ইবাদত ------------------------------> ৯৩
১৬। দাওয়াহ'র নবুয়তি দায়িত্ব ------------------------------> ৯৭
১৭। উলামা-উল-কিরাম ও তাবলীগ ------------------------------> ১০৪
১৮। অলী-আউলিয়া এবং মুবাল্লিগ ------------------------------> ১১৩
১৯। পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের তাবলীগ ------------------------------> ১১৯
২০। প্রাজ্ঞদের তাবলীগ ------------------------------> ১২৬
২১। নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিতদের তাবলীগ ------------------------------> ১৩০
২২। তাবলীগের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ------------------------------> ১৩৯
২৩। নাজাতের ক্ষুদ্র উসিলা ------------------------------> ১৪৭
২৪। পেশা ও প্রশিক্ষণ ------------------------------> ১৫০
২৫। সৌভাগ্যবান সংখ্যালঘু ------------------------------> ১৫৪

www.pathagar.com

১

তাবলীগ কী?

অনেকেই সরল মনে প্রশ্ন করেন তাবলীগ কী? কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায় আমাকে তাবলীগ সম্বন্ধে বলুন। প্রশ্নকারিগণ মনে করেন যে, তাবলীগ এমন একটি সহজ সরল বিষয় যা অল্প কথায় এবং অল্প সময়ে বুঝিয়ে দেয়া যায়। "তাবলীগ" ও "দাওয়াহ" যদি এত সহজই হতো, সারা বিশ্বের এত শত শত, হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাবলীগে বিনিয়োগ করতেন না। এমন লোকের অভাব নেই যারা তাদের সারাটি জিন্দিগি তাবলীগের জন্য কুরবানী করেছেন। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি কি বুঝতে পেরেছেন তাবলীগ কী? তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 'না' সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়বেন।

কোনো স্থপতির কাছে গিয়ে কেউ কি বলে, 'বলুন, আমাকে স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে কিছু বলুন।' আইনজ্ঞের কাছে গিয়ে কেউ এক ঘন্টা, দু'ঘন্টায় আইনবিদ্যা শিখে নিতে চায় না। কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে কেউ বলবে না, "আমাকে রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু বলুন। আমি একজন ডাক্তার হতে চাই।" রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানার জন্য দু'এক ঘন্টা বা দু'এক মাস অথবা দু'এক বছর পর্যাপ্ত নয়।

তাবলীগ সম্পর্কে কাউকে জানতে ও বুঝতে হলে তাকে তাবলীগে যেতে হবে। তাবলীগ শিক্ষার জন্য নিবেদিতপ্রাণে পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম, সময় কুরবানী এবং মেহনত ছাড়া তাবলীগ শিক্ষা করা ও অনুধাবন করা সহজ নয়। তাবলীগ আল্লাহ্র রাস্তায় এক বিশেষ ধরনের নিবেদিতপ্রাণের জীবনব্যাপী মেহনত।

তাবলীগ ও দাওয়াহ-এর শাব্দিক অর্থ

আরবী তাবলীগ শব্দের শাব্দিক অর্থ কী? 'তাবলীগ' এবং 'দাওয়াহ' শব্দ দু'টি অনেকটা একার্থবোধক। তাবলীগ শব্দের অর্থ হলো কোনো বাণী বহন করে অন্য ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়া। "দাওয়াহ" শব্দের অর্থের মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত কিছু। "দাওয়াহ" শব্দের অর্থ হলো আহবান করা। যার কাছে

www.pathagar.com

তাবলীগ করা হয়েছে বা দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করাকে "দাওয়াহ" বলা হয়।

যিনি তাবলীগ করেন বা দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেন, তাকে বলা হয় "মুবাল্লিগ"। পৌঁছানো বাণী অনুসারে সে বাণী গ্রহণ করা এবং তদানুযায়ী আমল (কাজ) করার জন্য যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন, তাকে বলা হয় "দা'ঈ"। "দা'ঈ"র কাজ হল যার কাছে বাণী পৌঁছেছে সে বাণী অনুসারে কাজ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। যাকে বাণী গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয় এবং তদানুযায়ী কাজ করার জন্য ডাকা হয় তাকে বলা হয় "মাদু'উ" বা আমন্ত্রিত ব্যক্তি।

কাউকে কোনো বাণী গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেয়া বা আমন্ত্রণ করার পূর্বে প্রয়োজন তার নিকট তাবলীগ করা বা বাণীটি সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া। বাণী পৌঁছানো হলো কিন্তু তা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করা হলো না এতে তাবলীগ অর্থহীন হয়ে যায়। তাবলীগ করার সাথে সাথে দাওয়াহ এর কাজও করতে হবে। দ্বীনের কথা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং দ্বীন অনুসারে কাজ করার জন্য আহ্বান করতে হবে, এর দাওয়াত দিতে হবে। আরবী দাওয়াহ শব্দের বাংলা রূপ হলো দাওয়াত। দাওয়াহ্-এর কাজ আমরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। দ্বীনের দিকে দাওয়াতের পরিবর্তে দাওয়াত বলতে খানাপিনার দিকে দাওয়াত বুঝে থাকি। এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বীনী শব্দের অর্থের বিকৃতি।

যারা তাবলীগ করেন, তাবলীগের সঙ্গে সঙ্গে তারা দাওয়াহ'র কাজও করেন। এ দু'টি কাজ করার জন্য দু'টি আলাদা গ্রুপ নেই। তাবলীগের কাজ সমাধান করার পর একই ব্যক্তি দাওয়াহ্-এর কাজ করেন। দাওয়াহ হলো তাবলীগের শেষ অংশের কাজ। তাই "তাবলীগ এবং দাওয়াহ" না বলে দু'টি বুঝাবার জন্য তাবলীগ শব্দটি সাধারণত অনেকেই ব্যবহার করেন।

পরিভাষাগত অর্থ

আরবী শব্দ সালাত-এর অর্থ হলো উপাসনা এবং সিয়াম শব্দের অর্থ হলো জ্বালানো, উপবাস। যে কোনো ধরনের উপাসনা এবং উপবাসকে কি সালাত এবং সিয়াম বলা যাবে? তা নয়। অনুরূপভাবে, যে কোনরূপে দ্বীনের কোনো বাণী পৌঁছিয়ে দিলেই তাকে তাবলীগ বলা যাবে না। এটা একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান। আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী যেনতেন প্রকারে পৌঁছিয়ে দিলে বা প্রচার করলেই তা তাবলীগ এবং দাওয়াহ হয় না।

www.pathagar.com

আরবী-বাংলা অথবা আরবী-ইংরেজী শব্দকোষে তাবলীগ শব্দের যে অর্থ লেখা আছে, তাবলীগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিগণ তাবলীগকে শুধুমাত্র সে অর্থেই গ্রহণ করেন না। আরবী "বাল্লাগা" শব্দের অর্থ হলো 'তিনি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন'। যিনি দ্বীনের কোনো বাণী শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেন, তিনি শব্দকোষের শাব্দিক অর্থেই তাবলীগ করলেন। শাব্দিক অর্থে অমুসলমানরাও দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে তাবলীগ করতে পারেন। দাওয়াহ ছাড়া আভিধানিক অর্থে তাবলীগ অর্থহীন।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর পার্থক্য

একজন বিবাহের ঘটক কন্যার পিতার নিকট সম্ভাব্য পাত্রদের সম্পর্কে অনেক খবর নিয়ে এসেছেন। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরী, পদমর্যাদা, বাৎসরিক রোজগার, অন্যভাবে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা, একাধিক সম্পত্তি, বংশমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি তথ্য তার নির্ভুল। এ সমস্ত তথ্য তিনি পাত্রীদের পিতাকে সরবরাহ করেন। কন্যার পিতা ঘটককে ধন্যবাদ জানালেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। দান-দক্ষিণাও দিলেন। পাত্র পক্ষ হতে কন্যার জন্যে যথাশীঘ্র প্রস্তাব আনতে বললেন।

ঘটক মহোদয় অনেক কাজই করতে পারেন। শুধুমাত্র একটি কাজ ছাড়া। ঘটক হিসেবে তার একটিমাত্র দুর্বলতা আছে। তিনি কোনো বর বা তার পিতা বা অভিভাবক থেকে কনের জন্য প্রস্তাব আনতে পারেন না। ঘটকের নিকট বহু উপযুক্ত পাত্রের খবর আছে। তার সমস্ত ডাইরী সম্ভাব্য পাত্রদের তথ্যে ঠাসা। কিন্তু তার যোগ্যতা কনের পিতাকে খবর পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্ত। তাবলীগ করা পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। যিনি শুধুমাত্র তাবলীগ করেন, কিন্তু দাওয়াহ'র কাজটি পরিহার করেন, তার উপমা হলো উপরোক্ত ঘটক।

দু'টুকরা কাগজ একত্রে সংযুক্ত করতে হলে আল-পিন বা সুঁই-সুতা, অথবা আঁঠা দরকার। দু'টি কাঠের টুকরা একসঙ্গে জোড়া লাগাতে হলে পেরেক প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ্র বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে মিলাতে হলে সহায়ক বস্তু হলো তাবলীগ এবং দাওয়াহ্। এর মাধ্যমে স্রষ্টা এবং তাঁর বান্দার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তাবলীগকে যদি আমরা দেহের সাথে তুলনা করি, দাহওয়াহ হবে রুহ্।

ম্যালেরিয়া রোগীর নিকট কুইনাইনের তাবলীগ

তাবলীগ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলন। তাবলীগকারিগণ দ্বীনের

www.pathagar.com

বাণী বহন করা বা পৌছিয়ে দেয়ার উপরি অনেক কাজ করে থাকেন। একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি আরো একটু পরিষ্কার করে দেয়া যায়। একজন ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। আমি তাকে বলি যে, কুইনাইন ট্যাবলেট সেবন করলে তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবেন। শাব্দিক অর্থে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে একটি বাণী বা তথ্য আমি একজন ম্যালেরিয়া রোগীর নিকট পৌছিয়ে দিলাম। শব্দকোষের অর্থে আমি 'বাল্লাগা' করলাম, তাবলীগ করলাম।

ইসলামী অর্থে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত তাবলীগ করতে হলে আরো কিছু করতে হবে। এর সাথে দাওয়াহ সংযুক্ত করতে হবে। একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কুইনাইন ট্যাবলেট সম্পর্কে বলা, ট্যাবলেটটি এনে রোগীর বিছানার পার্শ্বে টেবিলে স্থাপন করা পর্যাপ্ত নয়। কুইনাইন ট্যাবলেট সেবন করলে যে তার চিকিৎসা হবে– এ বিশ্বাসটি তার মনে সৃষ্টি করতে হবে।

কুইনাইন ট্যাবলেট যে ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ এ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় রোগীর মধ্যে সৃষ্টি করা হলেই ইসলামী অর্থে কুইনাইনের তাবলীগ হলো না। আরো কিছু সংযুক্ত করতে হবে। আমাকে এক গ্লাস পানি আনতে হবে। কুইনাইনটি রোগীর হাতে স্থাপন করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে যে পর্যন্ত না তিনি মুখে নিয়ে এটা পানিসহ গিলে খেয়ে নেন।

একবারমাত্র একটি ট্যাবলেট খেলেই কাজ হবে না। ম্যালেরিয়া রোগ নিরাময় হবে না। নিয়মিতভাবে কয়েকদিন কুইনাইন ট্যাবলেট সেবন করাতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যে কোম্পানীর কুইনাইন ট্যাবলেট এবং যে ডোজে খাওয়ানো হচ্ছে তাতে কোনো ফল হচ্ছে কি-না। রোগীকে নিরোগ এবং সুস্থ করা পর্যন্ত কাজ এবং কর্মসূচী তুলনীয় হতে পারে ইসলামী পরিভাষায় তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর সঙ্গে।

মধু পানের তাবলীগ

যদি কোনো রোগের ঔষধ হিসেবে মধু চিকিৎসাপত্রে দেয়া হয়ে থাকে, তবে এ মধু পানের তাবলীগ কী কাজ করলে হবে? প্রথমত এ কাজের মোবাল্লিগকে মধুর গুণাবলী এবং ঔষধ হিসেবে এর উপকারিতা সম্পর্কে রোগীকে বুঝাতে এবং প্রত্যয়ী করতে হবে। যখন তিনি চিকিৎসার এই তরিকাটি বিশ্বাস করলেন, তখন এক বোতল মধু রোগীর পয়সায় বা নিজের পয়সায় এনে রোগীর টেবিলে রাখতে হবে। শুধু টেবিলে মধুর বোতলটি রাখলেই হলো না, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তাকে প্রয়োজন মোতাবেক মধু পান করাতে হবে।

www.pathagar.com

সালাতের তাবলীগ

কোনো ব্যক্তিকে নামাজের ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হুকুম এবং রাসূলের (সঃ) বর্ণিত ফজিলত বা উপকারিতা জানিয়ে দেয়ার মধ্যে মুবাল্লিগের কাজ সম্পন্ন হলো না। মুবাল্লিগকে বিষয়টি অনুসরণ করতে হবে। নানাভাবে নামাজের জন্যে অনুরুদ্ধ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে প্রত্যয়ী করে নামাজে দাঁড় করাতে হবে। নামাজের জন্য মসজিদে নিতে হবে। নামাজ পড়তে অভ্যস্ত করাতে হবে।

মুবাল্লিগ যখন কোনো ব্যক্তিকে নামাজ পড়তে বলেন, নামাজ সম্পর্কে আল-কুরানের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহের (সঃ) হাদীস বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে শুনান, তিনি শব্দকোষের অর্থে সালাত-এর তাবলীগ করলেন। কিন্তু ইসলামী অর্থে মুবাল্লিগের করণীয় আরো কিছু রয়ে গেছে। নামাজ সম্বন্ধে আরো বেশি হাদীস সংগ্রহ করে অর্থসহ জানাতে হবে। নিয়মিত নামাজ পড়ার সুবিধা এবং ফজিলত বয়ান করতে হবে।

মাদ'উ বা নামাজ পড়তে আহূত ব্যক্তির সঙ্গে মসজিদে কয়েকবেলা জামাতে নামাজ পড়তে হবে। নিয়মিত কোনো নামাজী মুসল্লির সঙ্গে নও-মুসল্লির পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং এই ব্যক্তির নিয়মিত নামাজে স্থির থাকার জন্য তার সহযোগিতা কামনা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মসজিদে নতুন নামাজী কীভাবে সময় কাটান, নামাজ এবং দ্বীন সম্পর্কে কী আলোচনা করেন, অন্য বিষয় সম্পর্কে কথাবার্তা বলে মসজিদে আসার আসল মাকসুদ বা উদ্দেশ্যের উপরে দৃঢ় থাকেন কি-না, অথবা অন্য দিকে সরে যান সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যদি কোনো বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন তবে অত্যন্ত ইজ্জত এবং সম্মানের সঙ্গে তাকে নিয়মিত নামাজের দিকে আকর্ষণ করতে হবে।

মুবাল্লিগ চেষ্টা করবেন যাতে তিনি নতুন মুসল্লিকে তাবলীগের একটি জামায়াতের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারেন। তা যত ঘন্টা, দিন বা মাসের জন্যই হোক। নামাজে অভ্যস্ত হওয়ার পর তাকে তার কাজ ও পরিবেশ থেকে আলাদা করে নামাজ এবং দ্বীন-সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে। দ্বীন এবং নামাজের সম্পর্কে বই-কেতাব পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। নামাজের কথা যে মাহফিলে আলোচিত হয়, সে ধরনের মাহফিলে নিতে হবে।

একজন নতুন মুসল্লিকে নিয়মিতভাবে নামাজে অভ্যস্ত করা এবং নামাজ যেন আর কোনো দিন ছেড়ে না দেন- এরূপ একটি অবস্থানে আনয়নের পর তাবলীগকারী বা মুবাল্লিগের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শেষ হয়। এ কাজগুলোতে তাবলীগের সঙ্গে দাওয়াহ বা আবেদনের কাজও সংযুক্ত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তাবলীগকারীর কার্যাবলী

তাবলীগের জামায়াতে যোগদান করে যে কাজগুলো করা হয়, তাই বস্তুত তাবলীগ। তাবলীগ হলো সে আমল যা অর্থবহ হবে যদি ফলপ্রসূভাবে সম্পাদিত হয়। তাবলীগ দ্বারা যদি কোনো উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, তাহলে তা অর্থহীন।

তাবলীগ ঈমান মজবুত করে। মুসলিম চেতনাবোধ সৃষ্টি করে। ইসলামী জিন্দিগী যাপন সহজ করে দেয়। দ্বীনী উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত করে। তাবলীগ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহযোগিতার আবহ সৃষ্টি করে। দ্বীনের কাজে অর্থ কুরবানীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। পারস্পরিক সম্পর্ক, সমর্থন সৃষ্টি করে। একটি সমাজ বা দেশের তাবলীগকারীদেরকে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত করে।

তাবলীগের মাধ্যমে আরো বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদের পরিবেশে কাজ করার সুযোগ এবং মানসিকতা সৃষ্টি হয় তাবলীগের মাধ্যমে। মসজিদের পরিবেশ পবিত্র। এতে মিথ্যা, গিবত, পরচর্চা, ছিদ্রান্বেষণ, অসামাজিক কাজ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত গুনাহ অনুষ্ঠিত হয় না বললেই চলে। মসজিদের পরিবেশ দুনিয়ার অন্যান্য যেকোন পরিবেশ হতে পবিত্রতর, উন্নততর এবং কল্যাণময়। তাবলীগ মুবাল্লিগদের মধ্যে মসজিদের পরিবেশে কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

মানুষ ছাড়া মসজিদে এবাদতকারী অন্য প্রজাতি হলো ফিরিস্তা এবং জ্বীন। ফিরিস্তারা নিষ্পাপ। ঈমানদার জ্বীনগণও মসজিদে এবাদত করে। মসজিদ হলো আল্লাহর একটি অতিথি ভবনের ন্যায়। যখন কোনো ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে, তার মর্যাদা হলো আল্লাহর অতিথিসম।

তাবলীগকালে সর্বক্ষণিকভাবে মসজিদে অবস্থান করলে সংসার ও দুনিয়া থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে। কয়েক দিনের জন্যে হলেও তাবলীগ একজন মানুষকে দুনিয়াদারী কাজ, উৎসাহ ও আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নিজের সময়, সম্পদ, মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় তাবলীগ।

তাবলীগে অংশগ্রহণকালে মসজিদে আগত অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অংশগ্রহণকারীদের সকলকেই একের পর এক করে বয়ান বা বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তিসমষ্টির সমুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দ্বীন সম্বন্ধে কথা

www.pathagar.com

বলার মানসিক শক্তি ও সুযোগ হয়।

নবী-রাসূলগণই মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাদের কথা, কাজ এবং অবদান আল্লাহ্র সবচেয়ে পছন্দনীয়। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক প্রয়োজন মিটাবার পর নবীদের প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ ও দাওয়াহ।

তাবলীগ বিষয়বস্তু

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজের সময় অংশগ্রহণকারিগণ কী বিষয়ে বা কী ধরনের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন? এ দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি, প্রগতি সম্পর্কে তাবলীগে অংশগ্রহণকারিগণ মসজিদে খুব কমই আলোচনা করেন।

অতি অল্প কথায় তাবলীগের আলোচ্য বিষয়বস্তু উল্লেখ করা যায়। তাবলীগের আলোচ্যসূচী হলো আকাশের উপরওয়ালার নির্দেশ প্রতিপালন এবং সন্তোষ বিধানের জন্যে জমিনের নিচের জিন্দিগীর বিষয়ে আলোচনা। আকাশের উপরে আছেন আল্লাহ। মৃত্যুর পরের জিন্দিগীতে আছে কবর, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম। এসব বিষয়ের আলোচনাই তাবলীগের আলোচ্যসূচীতে স্থান পায়।

হতাশা মুক্তি

তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের জীবন কি বিফল? তারা কি হতাশপ্রাণ? না। তা কখনোই নয়। তাবলীগকারীদের উদ্দেশ্য এবং মাকসুদ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত প্রাপ্তি। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও রেজামন্দি হাসিলের কাজে নিয়োজিত, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাশ এবং হতাশ করেন না। তাদের এ দুনিয়ার জিন্দিগী বিফল নয়।

তাবলীগ ও বাজার

বাজারে শত শত লোক একত্রিত হয়। বাজারের জনসমাবেশ-জমায়াত নয়। কারণ তাদের মাকসুদ বা উদ্দেশ্য এক নয়। প্রত্যেকেই তাদের বিক্রয়যোগ্য জিনিস থাকলে তা বিক্রয় এবং অন্য বস্তু ক্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়। তাবলীগ জামায়াতে যারা একত্রিত হন তাদের নিয়ত বা লক্ষ্যও এক, তাদের মাকসুদ বা উদ্দেশ্যও এক, তাদের চিন্তা-চেতনা, অনুসন্ধান-গবেষণা, ফিকির ও প্রচেষ্টা এক।

www.pathagar.com

নবীদের কাজ

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ্ আল-কুরআনে জিজ্ঞাসা করেছেন- মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কী হতে পারে? তাবলীগ এবং দাওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ্র দ্বীন সম্বন্ধে যা জানে তা অন্যকে অবহিত করতে অভ্যস্ত হয়। মৃত্যুর পর অন্তহীন অবিনশ্বর জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তাঁর জীবনের প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ অর্থাৎ আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। তিনি তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজেই সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। হিজরতের পর তিনি একবারমাত্র হজ্ব করেছিলেন।

নবুয়ত পাওয়ার পর রাসূলের (সঃ) প্রথম কাজ কী ছিল? নামাজ, রোজা ফরজ হওয়ার আগে যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুরু করেন, তা ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ ছিল আল্লাহর রাসূলের (সঃ) প্রাথমিক, বুনিয়াদী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সহজ সরল দ্বীনী আন্দোলন

এ দুনিয়ায় তাবলীগ মানুষকে জান্নাতবাসী হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাবলীগ হলে জান্নাতে যাওয়ার প্রশিক্ষণ। এ পৃথিবীতে অবশ্য এমন লোকও থাকতে পারে যারা জান্নাতে বিশ্বাস করেন না। পাপ, পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের এ পৃথিবীটাই হলো তাদের জান্নাত।

উপমহাদেশে বিগত ১০০ বছর যাবত যে কর্মসূচী নিয়ে তাবলীগ জামাত কাজ করে যাচ্ছে, তা একটি সহজ সরল দ্বীনী আন্দোলন। এর মধ্যে জটিলতা নেই। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অনুধাবন করা কষ্টকর নয়। এ আন্দোলনের আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। বর্তমান বিশ্বে এটাই সবচেয়ে বড় দ্বীনী আন্দোলন। প্রত্যেক দিনই এতে লক্ষ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করে থাকেন।

অতি সংক্ষেপে বলা যায় তাবলীগ হলো দ্বীন সম্পর্কে এবং দ্বীনী জিন্দিগী যাপন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন। সাথে সাথে এর মধ্যে রয়েছে পরস্পরকে দ্বীনী দায়িত্ব প্রতিপালনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের প্রক্রিয়া। এটা একটি সৎ গুণাবলী উন্মেষের প্রশিক্ষণ শিবির। ইসলামী জীবন ও সমষ্টিগত জীবন যাপনের এক অতি সহজ কর্মসূচী।

www.pathagar.com

২

তাবলীগ ও ইবাদত

তাবলীগের সঙ্গে ইবাদতের পার্থক্য কোথায়? ইবাদত একটি অতি বিস্তৃত এবং ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। আরবী "আবদ" এবং পার্শি "বান্দাহ" শব্দের অর্থ হলো দাস। সকল মুসলিম আল্লাহ্‌তায়ালার আবদ, বান্দাহ বা দাস। ইবাদত এবং বন্দেগী হলো আল্লাহ্‌র আবদ বা বান্দার কাজ। তাবলীগ, দাওয়াহ্‌ সালাত (নামাজ), সউম (রোজা), যাকাত, হজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি সকল কাজই হলো ইবাদত। আরবী "গুলাম" শব্দটির অর্থ দাস নয়। কুরআনে গুলাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নবজাত বা শিশু সন্তান হিসেবে। এর বহুবচন হলো গিলমান। পার্শি ভাষায় গোলাম শব্দটি দাস অর্থে ব্যবহার হয়। নবজাত এবং ভালো-মন্দের জ্ঞান হওযার পূর্ব যেসব শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় মারা যায়- তারা হবে বেহেস্তী গুলাম (শিশু)। বহু বচনে গিলমান। এরা জান্নাতীদেরকে বেহেস্তী পানীয় সরবরাহ্‌ করবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র আবদ এবং রাসূল। আল্লাহ্‌তায়ালার আবদ হিসেবে তাঁর সকল কাজ ছিল ইবাদত। রাসূল হিসেবে তাঁর কাজ ছিল ইবাদত এবং রিসালাত। নবুওতের মাধ্যমে তিনি রিসালতের দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইবাদতের মাকসুদ

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রাসূলের তরীকানুসারে কোনো ব্যক্তি যেকোন কাজ করুন না কেন, তা-ই হয়ে যায় ইবাদত। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, আন্তর্জাতিক লেনদেন, অর্থনৈতিক যেকোন ক্রিয়াকলাপ হতে পারে ইবাদত, যদি তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে এবং রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ মোতাবেক সম্পাদিত হয়। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত শুভেচ্ছা বিনিময়, অতিথিপরায়ণতা, বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার, মামলা মোকদ্দমা, বিচার, চিত্ত বিনোদনমূলক আনন্দোৎসবও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হতে পারে। শর্ত দু'টি। কাজটি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং সুন্নতি তরিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

মানুষ জীবনে বহু কাজ করে। অধিকাংশ কাজই করে নিজের মন বা নফসের আনন্দের জন্য। অনেক কাজ আমরা করি আমাদের পরিবার-পরিজন,

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনকে খুশী করার জন্য এবং সমাজে প্রিয়ভাজন হওয়ার লক্ষ্যে। তাবলীগ (প্রচার) এবং দাওয়াহ্ (আহ্বান)-এর মাধ্যমে দ্বীনের মর্মোপলব্ধি এবং আমল সঠিক হওয়া সহজতর। একবার অভ্যাস এবং আখলাক খারাপ হয়ে গেলে সঠিক আমলের জ্ঞান, চেতনা ও অনভূতি থাকলেও সঠিক আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কোন কাজ করার সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করছি– এ চেতনা অবশ্যই থাকবে হবে। কুরআন এবং সুন্নাহ্র মাপকাঠিতে নির্ধারণ করতে হবে এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন হবে কিনা। কাজটি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে করলেই হবে না, এর প্রক্রিয়া হতে হবে রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ ভিন্ন আল্লাহ্র বাণী এবং দ্বীনের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌছবে না। আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়া ইবাদত। তাবলীগ এবং দাওয়াহ এক বিশেষ ধরনের এবং সর্বোত্তম ইবাদাত।

ইবাদতে জারীয়াহ্ (চলমান ইবাদত)

তাবলীগ (পৌছান) এবং দাওয়াহ্ (ডাকা/আহ্বান করা) শুধুমাত্র ইবাদতের প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি স্তরই নয়, এর প্রভাব ব্যাপক, গভীর এবং জীবনব্যাপী। বরং তার চেয়েও দীর্ঘতর। জীবিত থাকাকালে বহু ধরনের ইবাদাত করা যায়। সমগ্র জীবনই ইবাদতে পরিণত করা যায়। বহু ইবাদত করার সুযোগ মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর কারো পক্ষে নামাজ পড়া, রোজা রাখা সম্ভব নয়। তার মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে না। তাসবিহ, তাহ্লীল বা যিকির তার দ্বারা আর সম্ভব হয় না। নামাজের চেয়ে উত্তর ইবাদত খুব কমই হতে পারে। এমন উত্তম কাজও মৃত্যুর পর চাইলেও কারো পক্ষে করা সম্ভব হয় না। কবরে থেকে কেউ নামাজ পড়তে পারবে না।

চিরন্তন পুণ্যের উৎস

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ এমন প্রকারের আমল যার প্রক্রিয়া এবং প্রভাব মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না। তা চলতে থাকে কিয়ামত এবং হাশর পর্যন্ত। ধরুন, কারো তাবলীগ এবং দাওয়াহ্র ফলে দশজন কাফির ইসলাম গ্রহণ করলো। এরা সারা জীবন যত ইবাদত করবে- তার সওয়াব তাবলীগকারী পাবেন, যার চেষ্টার মাধ্যমে এরা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। একজন দা'ঈ (আহ্বানকারী) শুধুমাত্র যিনি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরূপ এক ব্যক্তির ইবাদতের পূণ্যই পাবেন না, বরং এই নব-মুসলিমের বংশধরগণ কিয়ামত পর্যন্ত যত ইবাদত করবেন, তার পুণ্যও তিনি পাবেন। যার তাবলীগ এবং

www.pathagar.com

দাওয়াহ'র ফলে কোনো ব্যক্তি ঈমান এনেছেন এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার বংশধরদের নেকির সওয়াব অবশ্যই তাবলীগকারী দা'ঈ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার বংশধরদের নেকির সওয়াব অবশ্যই তাবলীগকারী দা'ঈ (দাওয়াহ্-কারী) পাবেন। ভেবে দেখুন একজন অমুসলিমকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার নেকী কত বেশি হতে পারে।

রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার

বিস্তার বা কাভারেজের দৃষ্টিভঙ্গিতে রেডিও এবং টেলিভিশন উত্তম প্রচার মাধ্যম। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনাকালে কুরআন এবং হাদীসের বাণী অবশ্যই উদ্বৃত হয়ে থাকে। এ বাণী লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট পৌঁছে যায়। প্রচার, অবগতি, জ্ঞানচর্চা, আবেদন ইত্যাদির দৃষ্টিতে ক্ষুদ মাহফিলে তাবলীগ অপেক্ষা ওয়াজ মাহফিল ও রেডিও টেলিভিশনের আলোচনা অধিকতর অর্থবহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রচার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন একজন করে মানুষের কাছে উপমহাদেশের তাবলীগী পদ্ধতিতে তাবলীগ করার মধ্যে ফলপ্রসূতার দিক থেকে কতটুকু পার্থক্য আছে? ছোট ছোট জামা'য়াতে ৪০ দিনের জন্য দেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করা অপেক্ষা বিরাট ওয়াজ মাহফিল করা কি তাবলীগের জন্য উত্তম প্রক্রিয়া নয়? কী পদ্ধতিতে তাবলীগ অধিকতর অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ হতে পারে?

শিক্ষার আদব

সমষ্টিগত, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় এবং দ্বীন সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে যে নৈতিকতা, আদব ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে তা রেডিও বা টেলিভিশনে বক্তব্য দেয়ার সময় বিরাজ করে না। ওয়াজ শোনা কালেও পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়, নিটোল চাহনি, রসালো মন্তব্য আদান প্রদান হতে পারে। তাবলীগের বয়ানে এ সম্ভাবনা কম।

মসজিদে তাবলীগের বয়ান অনেকটা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ক্লাসে বক্তৃতা শোনার মতো। সকল অংশগ্রহণকারী আমীরের তত্ত্বাবধানে থাকেন। তা'লিমের সময় অংশগ্রহণকারিগণ মতপ্রকাশ করতে পারেন। প্রশ্ন করতে পারেন। যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে পারেন। পারস্পরিক আলোচনা এবং মতবিনিময়ের ফলে জ্ঞান ও বিশ্বাস একিন বা প্রত্যয়ে পরিণত হয়। ফলে দেখা যায় তাবলীগে অংশগ্রহণ করার ফলে মনমানসিকতার যে পরিবর্তন হয়, ওয়াজ বক্তৃতা শ্রবণ

www.pathagar.com

বা রেডিও-টেলিভিশনের আলোচনায় সে ধরনের পরিবর্তন হয় না। রেডিও-টেলিভিশনের বক্তৃতা শুনে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন খবর পাওয়া যায় না।

তাবলীগ এবং ওয়াজ

বিরাট ওয়াজ মাহফিল আল্লাহর বাণী প্রচারের অতি উত্তম মাধ্যম। ইসলাম সম্পর্কীয় শিক্ষা ও ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়। ওয়াজ মাহফিলে অবশ্যই হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাবলীগের বয়ানে বেশি লোক আসেন না। বার্ষিক বা সালানা ইজতিমার ব্যাপারটি ভিন্ন। গায়ক এবং সঙ্গীত শিল্পিগণ অধিকসংখ্যক লোক আকর্ষণ করতে পারে। পপ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এখন ছাদের নিচে বা বিরাট হলঘরে করা কষ্টকর। উন্মুক্ত স্টেডিয়ামে সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে হয়।

যিনি ওয়াজ করেন তাকে বলা হয় ওয়ায়েজ। বহুবচনে ওয়ায়েজীন। একজন ভাল ওয়ায়েজ (ওয়াজকারী) বিরাট জনসমুদ্রে ঘণ্টার পর ঘন্টা শ্রোতাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন। ধর্মীয় বক্তা হিসেবে ওয়ায়েজিনের একটা অবদান আছে। ওয়ায়েজিন (ওয়াজকারিগণ) শ্রোতাদের মন নরম করতে পারেন, তাদেরকে কাঁদাতে পারেন। সফল ওয়ায়েজ শ্রোতাদের আবেগ-অনুভূতির কর্তৃত্ব পেয়ে যান। তাঁর মোহনীয় বক্তব্যের আবেদনে শ্রোতাদের হৃদয় শুধু কোমলই হয় না, তাঁদের ইচ্ছায় শ্রোতারা এক মুহূর্তে কাঁদেন, পরবর্তী মুহূর্তে হাসেন।

যারা মানুষের হৃদয়-মন এবং আবেগ-অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সেরূপ গুণী বক্তা বা ওয়ায়েজিনের সংখ্যা খুব বেশি হয় না। কিন্তু মুবাল্লিগ (প্রচারকারী) এবং দা'ঈর (আহ্বানকারী) সংখ্যা হতে পারে অসংখ্য। প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তিকে হতে হয় একজন দা'ঈ বা মুবাল্লিগ।

ওয়াজ মাহফিল এবং তাবলীগের মধ্যে রয়েছে বিরাট এবং গভীর পার্থক্য। জামায়াতের সঙ্গে তাবলীগের মাহফিল ওয়াজ মাহফিলে রূপান্তরিত হতে পারে। তাবলীগের বিরাট এস্তেমা বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও তাবলীগ এবং ওয়াজের মাহফিলের মধ্যে রয়েছে বড় পার্থক্য। দু'টি পদ্ধতির গুণগত এবং তাৎপর্যমূলক পার্থক্য ব্যাপক।

ওয়াজের অনুষ্ঠান ব্যয়বহুল। সব সময় আয়োজন করা সম্ভব হয় না। তাবলীগ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

পুনরাবৃত্তি এবং দীর্ঘ সময়

প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে একজন শ্রোতা দু'তিন ঘন্টা বসে থাকেন। জামায়াতের সঙ্গে তাবলীগে অংশগ্রহণ দু'তিন ঘন্টা বা দু'তিন দিনের

www.pathagar.com

জন্য নয় বরং দীর্ঘতর সময়ব্যাপী হয়। কয়েক দিনের জন্য অংশগ্রহণকারিগণ তাবলীগের জামাতে শরীক হয়ে থাকেন। কুরআনের একই আয়াত দিনের পর দিন বার বার শুনানো হয়। শুধু এক ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠে একই ধরনের আয়াত এবং হাদীসের বাণী পুনরাবৃত্ত হয়।

একটি কুড়াল তৈরি করতে হলে কর্মকারকে লৌহখন্ড পুড়িয়ে লাল করতে হয়, নরম করে নিতে হয়। যে পর্যন্ত লৌহখন্ডটি কুড়ালের আকার ধারণ না করবে, সে পর্যন্ত প্রক্রিয়া চালু রাখতে হয়। কুড়াল তৈরি করতে লোহাকে যতটুকু গলাতে হয়, ব্লেড তৈরী করার জন্য উন্নতমানের লোহাকে আরো বেশি গরম এবং তরল করে ফেলতে হয়।

তাপ প্রয়োগ করা হলো, লোহা গলানো হলো। কিন্তু ব্লেডের শেইপে না আসার পূর্বেই যদি কাজটি ছেড়ে দেয়া হয়, গলিত লৌহ ব্লেডের আকার ধারণ করবে না, যে স্তরে কাজটি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল সে স্তরেই থেকে যাবে। যদি ১০ কিলো তরল লোহা একটি পাত্রে রেখে দেয়া হয়, তা ব্লেডে পরিণত না হয়ে ১০ কিলো ওজনের একটি লৌহ পিন্ড হয়ে থাকবে। তরল লোহা যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকারই ধারণ করবে।

ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে সুযোগ্য বক্তা শ্রোতাদের দিল সম্পূর্ণ নরম করে ফেলেন। কিন্তু ওয়াজের সময় শেষ হয়ে যাবার পরে এ নরম দিলকে আমল আখলাকের সুনির্দিষ্ট ছকে নিয়ে আসতে পারেন না। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রোতাদের নরম দিল ওয়াজ শোনার আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফিরে আসে।

খ্রীস্টান গির্জায় ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মঠে কিশোর ও তরুণ ছেলেদেরকে নিয়ে আসা হয়। একাধারে তাদেরকে বছরের পর বছর রাখা হয়। সংসারত্যাগী জীবনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই ঘর-সংসারত্যাগী চিরকুমার থাকার শপথ নেন।

রেডিও-টেলিভিশনের আলোচনা অথবা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে কাউকে সারাটা জীবনের জন্য খ্রীস্টান পাদ্রী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সংসারত্যাগী সূফী দরবেশী জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এটা অবশ্য সুন্নাতী তরীকাও নয়।

শ্রবণ, অনুশীলন ও অনুসরণ

বড় বড় ওয়াজ বা ধর্মীয় বক্তার উন্নতমানের বক্তৃতা অপেক্ষা তাবলীগীদের ছোট ছোট সাধারণ কথার প্রভাব শ্রোতাদের মনে গভীর হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

যারা তাবলীগের বয়ান শুনান, তারা শুধু প্রচারের জন্য নয়, নিজেরা

www.pathagar.com

অনুসরণ এবং শ্রোতাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন। যেহেতু বক্তারা জামা'য়াতেই আছেন, তাই তারা যা বলেন, তা নিজেরা অনুসরণ করেন কি-না তা দেখার সুযোগও শ্রোতাদের হয়।

বড় ওয়াজ মাহফিলে রাত ১১টা পর্যন্ত নামাজ না পড়লে কী ধরনের শাস্তি হবে শ্রোতাগণ তা শুনলেন, বহুক্ষণ কাঁদলেন। ওয়াজ মাহফিল শেষ হওয়া পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে এশার নামাজ বিলম্বিত হয়। ওয়াজের মুনাজাতের পরই শ্রোতারা বাড়ীর পথ ধরেন। এশার জামা'য়াতের অপেক্ষা অনেকেই করেন না। পল্লী অঞ্চলের শ্রোতাদের অনেকে দু'ঘন্টা পথ পদব্রজে অতিক্রম করে রাত ১টায় বাড়ীতে পৌছলেন। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এত কান্নাকাটির পরও হয়তো তার এশার নামাজ কাজা হলো। রাত দু'টায় ঘুমিয়েছেন বলে ফজরের নামাজও কাজা হতে পারে।

তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের নামাজ সাধারণত কাজা হয় না। আমীর সাহেব শুধু নামাজের বয়ান শুনিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, সকলে যেন নামাজে অংশগ্রহণ করেন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন। যারা তিন চিল্লা বা ৪ মাস তাবলীগে কাটান, তাদের মনের মধ্যে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আসে। কারণ, তাবলীগে বয়ান শুনতে শুনতে দিল শুধু নরমই হয় না, এর অনুভূতিগত আকারও কিছুটা পরিবর্তন হয়। তরুণদেরকে ধর্মীয় কারণে দাড়ি রাখতে দেখা যায়।

তাবলীগ শুধুমাত্র ওয়াজ-বয়ান শোনা যায়। এর মধ্যে করণীয় কাজও বহু থেকে যায়। নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত, যিকির ছাড়াও জৈবিক ও সমষ্টিগত বহু কাজ তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদেরকে করতে হয়। থাকা, খাওয়া সংক্রান্ত বহু কাজে একজন আরেকজনকে নুসরত বা সাহায্য করে থাকেন। তাবলীগের মধ্যে অন্যদের থেকে অনেক খেদমত পাওয়া যায় এবং অন্যদেরকেও সেবা করতে হয়।

তাসির, প্রভাব, পরিবর্তন

আধ-ঘন্টা তাবলীগের বয়ান শোনার পর তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারী মসজিদ ছেড়ে ঘরে ফিরে আসেন না। মসজিদের পরিবেশেই থাকেন। নামাজ পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন। যে সমস্ত হাদীস শুনেছেন সেগুলো সম্পর্কে অন্যদের সাথে আলোচনা করেন। শুধু একদিন নয়, পরের দিনও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কুরআন-হাদীসের বক্তব্য শোনেন। বক্তার ব্যাখ্যা মতামত শুনে চিন্তা করেন। সংসারের সমস্যা থেকে দূরে থাকেন বলে দ্বীনী চিন্তায় অধিকতর মগ্ন থাকেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন ছোট ছোট আলোচনা, নামাজ, রোজা, মসজিদের পরিবেশে থাকা-খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদির ফলে নরম মন বিশেষ ধর্মীয় আকার ধারণ করে।

www.pathagar.com

মসজিদের পবিত্র পরিবেশে আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলের (সঃ) হাদীসের কথা বার বার, দিনের পর দিন শোনার পর শ্রোতাদের মনের উপর এর তাছির এবং প্রভাব গভীরতর হয়। যে অনুভূতি নিয়ে একজন লোক তাবলীগে প্রথম আসেন, চার মাস বা ৪০ দিন থাকার পর তার মনের সে অনুভূতি পরিবর্তিত হয়। পাশ্চাত্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে ধর্মীয় জীবন যাপনে যে মানসিক বাধা সৃষ্টি হয়, তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

তাবলীগ এবং ইতিকাফ

তাবলীগ এবং ইতিকাফ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? ইতিকাফ ঘরেও হতে পারে। ইতিকাফ এবং তাবলীগকালে অংশগ্রহণকারিগণ সাধারণত মসজিদে অবস্থান করেন।

তাবলীগ এবং ইতিকাফের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, কিন্তু দুটো ধর্মীয় অনুশীলন এক নয়। ইতিকাফ হলো ব্যক্তিগত এবং বিচ্ছিন্ন আমল। তাবলীগ হলো সমষ্টিগত দ্বীনী কর্মসূচী। ইতিকাফের মধ্যে রয়েছে সালাত, সিয়াম, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, আত্মশুদ্ধির চিন্তা, অনুশোচনা। শেষের দু'টি অবশ্য কমই হয়।

ইতিকাফের ন্যায় তাবলীগ শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধিমূলক (তাজকিয়া) অথবা অনুতাপ (তওবা) সূচক কর্মসূচী নয়। কোনো দিক দিয়ে কিছুটা বেশি। কোনো কোনো দিকে কিছুটা কম। তাবলীগকালে মুবাল্লিগ দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করেন এবং জ্ঞান বিতরণ করেন। মুবাল্লিগ যখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলেন, তিনি মূলত যা জানেন এবং বিশ্লেষণ করেন, তা অন্যকে অবহিত করেন। জানা জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে তার জ্ঞান কমে যায় না, বরং বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

তাবলীগ শুধুমাত্র শিক্ষামূলক কর্মসূচী নয়, বরং জানার সাথে সাথে অন্যকে অবহিত করার বাস্তবমুখী প্রক্রিয়া। তাবলীগকারীদেরকে দ্বীন সম্বন্ধে জানতে হয়, অন্যদেরকে জানাতে হয়। যে এলাকায় তাবলীগ জামাত গমন করে, ঐ এলাকার লোকদেরকে মসজিদে আসতে, নামাজ, বয়ান এবং অন্যান্য তাবলীগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়। তাবলীগ নিজেকে সুশৃঙ্খল করার একটি পদ্ধতি। তাবলীগ জামাতে থাকাকালীন জামায়াতের নিয়মনীতি মেনে না চললে কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না। কিন্তু তবুও সকলেই আমীরের নির্দেশ এমনভাবে মেনে চলেন যে, চাকুরি জীবনের কোথাও অধস্তনকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এমন ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করতে দেখা যায় না।

www.pathagar.com

৩

তাবলীগী আমলের বারাকাত

আধ্যাত্মিক সহায়তা

মানব শিশু জন্মকালে থাকে সবচেয়ে বেশি অসহায়। এক বছর পর্যন্ত সে মায়ের স্তন নিজে খুঁজে মুখে নিতে পারে না। মনুষ্য শিশুর তুলনায় নবজাত বাছুর অনেক বেশি শক্ত ও সামর্থ্য। জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাছুর নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারে। মাতৃদেহে কোথায় তার খাদ্য লুকিয়ে আছে খুঁজে বের করতে পারে। এ ব্যাপারে মনুষ্য সন্তান অপেক্ষা ছাগ-শিশুও অনেক বেশি দক্ষ এবং স্বনির্ভর।

মানব-শিশু এমন বুদ্ধিহীন যে, নিজের পায়খানা নিজে হাতায়। এমনকি পায়খানা মুখে নিয়ে খেয়ে ফেলে পর্যন্ত। কিন্তু বাছুর কখনও তার নিজের পায়খানা মুখে নেবে না। ছাগ শিশু এবং মুরগীর বাচ্চাও তা করবে না। একটি শিশু জলন্ত অঙ্গার, ধারালো ব্লেড় ধরে মুখে দিতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু কোনো পাখী-ছানাও এ জাতীয় ভুল করবে না।

মানব-শিশু শারীরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শিশু অবস্থায় যেরূপ অসহায় থাকে, পূর্ণ মানব আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সারা জীবনই এরূপ অসহায় থাকে। যে কোন মুহূর্তে তার আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটতে পারে। একটি শিশু অন্যের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। অনুরূপভাবে পাপ কাজে অভ্যস্ত মানুষ সারা জীবনই থাকে অসহায়। অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা এবং পাহারা ছাড়া তার পক্ষে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সিরাতুল মোস্তাকিমে চলা সম্ভব নয়।

তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণকারিগণ একে অপরের আধ্যাত্মিক সহযোগী এবং সহায়তাকারী। পারস্পরিক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে তাদের আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। রুহানী তাকৎ হাসিল হয়।

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি এমনকি যুবকদেরও ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দাড়ি রাখতে দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর আগে এ দৃশ্য ছিল বিরল। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পেশাগত বিশেষজ্ঞ, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সিনিয়র

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদেরকেও তাবলীগে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখা যায়।

কোনো কোনো বছর দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশটি আসনের মধ্যে ছয়টি দখল করে নিয়েছে ঢাকা কলেজের পরীক্ষার্থী ছাত্ররা। বাকি চারটি বিতরিত হয় ঢাকা বিভাগের অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ঢাকা কলেজের পরীক্ষার্থীদের দেখা যায় বোর্ডের প্রথম বিশটি আসনের মধ্যে কোনো বছর বারোটি আসন দখল করতে। কোন বছর ত্রিশটি আসনের মধ্যে সতেরোটি তারা দখল করে নেয়।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল করা তেমন কোনো বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা নয়। বিস্ময়ের ব্যাপর ঘটে ভিন্ন ক্ষেত্রে। তা হলো ছাত্রদের পারস্পরিক পজিশন অধিকারের বেলায়। কোন্ ছেলেটা পরীক্ষায় কম নম্বর স্থান পেতে পারেন- এর একটি ধারণা শিক্ষকদের থাকে। যে ছাত্রটি সম্পর্কে শিক্ষকগণ মনে করেন যে, সে অবশ্যই বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকবে, তাকে দেখা যায় পনেরো থেকে বিশের মধ্যে স্থান পেতে। অন্যদিকে যাদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা যে, তারা বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে থাকবে, তাদেরকে দেখা যায় মেধা তালিকায় অষ্টম বা নবম স্থান দখল করতে। ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষায় এরূপ বিরাট মার্জিন দেখে অধ্যাপকেরা মাঝে মাঝে হতবাক হয়ে যান।

ঢাকা কলেজ হোস্টেল হলো তাবলীগী ছাত্রদের একটি বড় কেন্দ্র। প্রায়শই দেখা যায় যে, যে ছেলেরা তাবলীগ করে তারাই শিক্ষকদের প্রত্যাশিত ভাল ফলাফল করে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল করা এবং তাবলীগ করার মধ্যে কি বিশেষ কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে? এটা কি তাবলীগী ছাত্রদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত? হলেও হতেও পারে। যারা আল্লাহর পথে আছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও রহমত স্বাভাবিক। আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া এ বিষয়ে অন্যান্য কিছু রহস্য আছে, অধ্যাপকেরা কিছুটা খুঁজে বের করেছেন।

উঠতি বয়সের ছেলেরা ছবির নায়িকা, খেলোয়াড় এবং মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আনন্দ পায়। তারা গাল গল্পে অবসর বিনোদন করে। এ সময়টি ভাল কাজেও কাটানো যায়।

যে সমস্ত ছেলেরা তাবলীগ করে তাদেরকে দেখা যায় বালিকা, নায়িকা ও যৌন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচনা করতে। তারা তাদের অবসর সময়

www.pathagar.com

কাটায় তাবলীগী আলোচনায় এবং পড়াশুনায়। যেহেতু তারা বে-দরকারী, তুচ্ছ ও পড়াশুনায় মনোযোগ নষ্টকারী বিষয়ে আলোচনা করে কম, তাই পড়াশুনায় তাদের মনোযোগ গভীরতর হয়। টেস্ট পরীক্ষা দেয়ার পরেই তারা সাধারণত পরীক্ষার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হয়।

কিশোর ছেলেদের সাধারণত ছবি, সিনেমা, নাটক দেখতে ভাল লাগে। বুড়োদেরও ভালো লাগে। যদি একজন ঘোষণা করে যে, সে একটি নতুন সিনেমা দেখতে যাবে, অন্যদের পক্ষে সিনেমা দেখার লোভ সংবরণ করা কষ্টকর হয়। ঢাকা শহরে সিনেমা দেখতে হলে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা আগে সিনেমা হলে যেতে হয়। আগে না গেলে টিকিট না পেলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অথবা ব্ল্যাক মার্কেটে চড়াদামে টিকেট কিনতে হয়। ভাল ছবির টিকেটগুলো আগেই বিক্রি হয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে চলে যায়।

শুধু সিনেমা দেখার নয়, অন্যভাবেও ছেলেদের সময় নষ্ট হয়। নিউমার্কেট ঢাকা কলেজের অতি সন্নিকটে। নিউ মার্কেটের ভিতরে টহল দেয়া অনেক ছেলের নিয়মিত কর্মসূচী। সুন্দরী কিশোরী মেয়েদের সমাবেশ ঘটলে বৈকালীন ভ্রমণের সময়টি দীর্ঘতর হয়।

সময় নষ্ট করার আরো বহু আকর্ষণ রয়েছে। ছেলেরা টেলিভিশন দেখে। টেলিভিশনে নাটক, সিনেমা, খেলাধুলা দেখে। গান শোনে। তারপর শুরু হয় এ সবের উপর মতবিনিময় ও মূল্যায়ন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এমন বহুবিধ খবর যা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সমালোচনা ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় বেশ মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

অন্যদিকে দেখা যায় যে তাবলীগের ছেলেরা সিনেমা দেখে কালেভদ্রে। সহযোগীরা তাদের নিউমার্কেটে বেড়াতে বাধা দেয়। নিয়ে যায় তাবলীগী গাস্তে বা দাওয়াতে অন্য ছেলেদের কাছে। টিভি রুমে আলোচনায়ও তারা এতো মুখর নয়। তাবলীগী ছেলেরা সপ্তাহে তিনদিন তাবলীগী গাস্তে (সফরে) বিকেল কাটায়। তিন-চার বেলা জামাতে নামাজ পড়ে। তাদের নিদ্রা, শয্যাত্যাগ হয় নিয়মিত। পড়াশুনায় ও আহার-বিহারেও তাদেরকে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল হতে হয়। এ সবের সম্মিলিত প্রতিফলন ঘটে ফাইনাল পরীক্ষায়। মেধার দিকে কিছুটা কমতি থাকলেও নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও মনোযোগের কারণে তারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভাল স্থান অধিকার করে থাকে।

www.pathagar.com

তাবলীগী মানসিকতা

নোয়াখালী জেলার অধিবাসী এবং বাংলাদেশ তাবলীগ জামাতে একজন প্রথম সারির মুরুব্বী হযরত মাওলানা মরহুম মুনির আহমাদ (রঃ) তাবলীগী সফরে বহুদেশে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তার এক সফরেই আড়াই শত লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাবলীগ পছন্দ করেন না এরূপ এক ব্যক্তি খবরটি শুনে জিজ্ঞাসা করেন- আমেরিকার ষোল কোটি মানুষকে ইসলামের আলোতে নিয়ে আসতে কত লক্ষ তাবলীগী সফর দরকার হবে? অংকের হিসাবে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার সফর দরকার হবে। হিসাবটি খুব আশাব্যঞ্জক নয়।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা এক শত বিশ কোটি। এরা সবাই যদি তাবলীগের প্রতি মনোযোগী এবং আন্তরিক হন, তবে প্রতি দশজনের প্রচেষ্টায় বছরে একজন মুসলমান হলেও এক বছরেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সকল বাসিন্দা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাওয়ার কথা। এটাতো হলো কথার পিঠে কথা। খ্রীস্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। বিশ্ব-মুসলিমের মধ্যে এ প্রবণতা সৃষ্টি হলে সমগ্র মানব জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

হিজরতবিহীন নুসরাত

এমন বহু লোক দেখা যায় যারা তাবলীগের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাবলীগ যে একটি ভাল কাজ এতে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। তাবলীগের জামায়াত আসলে তারা সাহায্য, সহযোগিতা এবং নুসরাত করেন। মাগরিবের পর জামায়াতের মধ্যে বসে বয়ান শোনেন। কিন্তু কোনো না কোনো কারণে ঘরবাড়ী ছেড়ে স্বল্পকালীন হিজরত করে বিছানাপত্র নিয়ে তিনদিনের জন্য জামায়াতের সঙ্গে তিন মাইল দূরে যেতে পারেন না। যদিও তারা তাবলীগের বয়ান শুনে বহু সময় ব্যয় করেছেন; কিন্তু তাবলীগ থেকে তেমন উপকার তারা পান না।

এক ব্যক্তির পানির খুব প্রয়োজন। ঘরে পানি নেই। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার কাছে মগ এবং বালতি আছে। কিন্তু তিনি পানি নিতে পারছেন না। কারণ তিনি সব সময়ই বালতিটি উল্টিয়ে ধরেন। অর্থাৎ বালতির তলা তিনি উপর দিকে রাখেন। ফলে বাইরে বৃষ্টি হলেও তার বালতির ভিতর পানি জমা হচ্ছে না।

www.pathagar.com

ঘরের ভিতরে ট্যাপে পানি আছে। কেউ যদি মগ বা বদনাটি উল্টা করে ট্যাপের নিচে আধঘন্টা ধরে রাখেন, মগ বা বদনা পুরা হবে না। কিন্তু সঠিকভাবে মগটি ট্যাপের নিচে রাখলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মগটি পুরা হয়ে যায়। যারা তাবলীগ পছন্দ করে, কিন্তু দ্বীনের তাবলীগে ঢুকতে পারছে না, তাদের অবস্থা বৃষ্টিধারার মধ্যে বালতি উপুড় করে রাখা ব্যক্তি মতো। তাবলীগের বয়ানে তারা স্নাত হবেন। কিন্তু তাবলীগের আবেদন তাদের কলবে পূর্ণ পৌঁছবে না এবং তারা দুনিয়ার কাজ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে তাবলীগে যেতে পারবেন না।

জেনারেটর এবং সাবস্টেশন

ইসলাম হলো নূর বা আলো। প্রত্যেক মুসলিমই এই আলোর ধারক এক একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব-সম। কিন্তু এই বাল্বগুলো হতে এখন আর আলো বিকিরণ হচ্ছে না।

কোনো বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাল্ব হতে কোনো আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এর বহু কারণ থাকতে পারে। হতে পারে বাল্বটি ফিউজ হয়ে গেছে। হাউজ-ওয়ারিং-এর মধ্যে কোনো গোলমাল হতে পারে। সুইচ, হোল্ডারে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক তার, সুইচ, বাল্ব, হোল্ডার ইত্যাদির মধ্যে কোনো ত্রুটি না থাকলেও বৈদ্যুতিক বাল্ব না জ্বলতে পারে। রাস্তার পাশে ট্রান্সফরমারে কোনো গন্ডগোল হতে পারে। ট্রান্সফরমার ঠিক থাকলেও জেনারেটর বা সাবস্টেশনেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী হলেন পাওয়ার জেনারেটরের মতো। তাবলীগ এবং দাওয়াহ হলো সাবস্টেশন এবং মেনটেইনেন্স কার্যক্রম। যদি সাবস্টেশন ভালভাবে সংরক্ষণ না রাখা হয়-ট্রান্সফরমার, সাবস্টেশন এবং জেনারেটরের মধ্যে সংযোগ সংরক্ষিত না হয়, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে না। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। আল্লাহর রাসূল, কুরআন-হাদীস, আমল-আখলাক-এর পারস্পরিক সংযোগ দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেজন্য ইসলামের আলো আমাদের জীবনে জ্বলছে না। তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজ হলো ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সংযোগ রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা এবং দ্বীনী চেতনাকে সমুন্নত রাখা।

www.pathagar.com

তাবলীগ ও অলৌকিকতা

অলৌকিকতা বিরল বৈশিষ্ট্য। যেকোন মানুষের কাজকর্মে অলৌকিকতা প্রকাশ পায় না। আল্লাহ প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়ম বিধি তিনি পরিবর্তন করতে পারেন। প্রাকৃতিক বিধি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, আল্লাহ তাদেরকে নিজের কিছু কিছু অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। যে সমস্ত অলি-আউলিয়া সূফী দরবেশগণ নিজেদের পরিবার-পরিজন ঘরবাড়ী ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় দেশান্তরী হয়েছেন, তাদের জীবনে ঘটে অলৌকিক ঘটনা।

শত শত বছর পূর্বে যারা এদেশে ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন, তাদের অনেকেই ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাধর। যারা গৃহত্যাগ করেছিলেন সারা জীবনের জন্য, তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে অলৌকিক শক্তি। যারা জ্ঞানী, পন্ডিত এবং প্রাজ্ঞ তাদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা তেমন শোনা যায় না। বর্তমান সময়ে যারা দ্বীনের রাস্তায় প্রতি বছর দীর্ঘ সময় কাটিয়ে থাকেন, তাদের মাঝেও কখনও কখনও অসাধারণ ঘটনার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

www.pathagar.com

৪

তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা

এক জমিদারের অনেক জমি আছে। তিনি তাতে চাষাবাদ করেন না। জমি দেখাশুনা করার সময় তার নেই। এরূপ জমি থেকে তিনি কোনো উপকার বা ফায়দা পাবেন না। বেশ কিছু সময়ের পর এ জমির অবস্থা কী হবে? এ জমিতে প্রথমত উর্বর হলে আগাছা জন্মে ভূমি ক্রমশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠবে। বন্য গাছপালায় জমি আচ্ছাদিত হয়ে উঠবে।

এ অনাবাদী জমির উপর অন্যদের চোখ পড়তে পারে। জঙ্গল কাটতে কেউ আসবে। গাছ কেটে নিয়ে যাবে। মালিক বলে দাবি করে জমিটাই অপর কেউ দখল করে নিতে পারে। এরূপ লোকদেরকে বাধা না দিলে এবং অবৈধ-দখলকারীদেরকে উৎখাত না করলে মালিকানা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

বৃটিশ ভূমি আইনের আলোকে বহুদেশে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃটিশ আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈধ-দখলকারীকে উৎখাত করা না হলে মালিকানার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। অবৈধ দখলকারীকে মালিক হিসেবে আইনত গণ্য হয়। এরূপ মালিকানাকে দখলী স্বত্বে মালিক বলা হয়।

জমির উপর সরকার ভূমি কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স ধার্য করে। এ সময় কর/ট্যাক্স না দিলে সরকার জমি নিয়ে নিতে পারে। সরকারের জমির দরকার না হলে এই জমি নিলামে বিক্রি করে সরকারী পাওনা আদায় করে নিতে পারে।

আল্লাহ্‌র বান্দাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আর এটা হলো বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক। যদি কেউ অন্য মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত না দেন, তিনি তার দায়িত্ব পালন করলেন না। দাওয়ার কাজ অবহেলাকারী তার উপর আরোপিত কর্তব্যে অবহেলা করলেন।

এরূপ অবহেলাকে ভূমির মালিক কর্তৃক ভূমি কর বা সরকারী রাজস্ব আদায়ে অবহেলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ অবহেলার জন্য আল্লাহ তার বান্দার জীবন নিয়ে নেবে না। নিয়ে নেবেন তার ঈমান। দুর্বল করে দিবেন তার ইয়াকীন। নষ্ট হবে তার পরকাল। মৃত্যু হতে পারে তার বে-ঈমান এবং

www.pathagar.com

কাফির হিসাবে।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে এ দুনিয়ায় ভাল থাকতে দেখা যায়। দুনিয়া অল্প কয়দিনের। আখিরাত হলো অনন্ত কালের। বেঈমানকে আল্লাহ্‌ এ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। কিন্তু নষ্ট হবে তার পরকাল।

তাবলীগ ঈমানকে ইয়াকীনে উন্নীত করে

যখন আমরা কোনো বিষয় কাউকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করি, বিষয়টির উপর নিজের আস্থা এবং বিশ্বাস আরো মজবুত হয়। যদি আমরা কাউকে কোনো বিষয় বুঝাতে চেষ্টা না করি এরূপ মতের উপর আমাদের নিজেদের বিশ্বাসই দৃঢ় হবে না। মত ও বিশ্বাসকে প্রত্যয়ে বা ইয়াকীনে পরিণত করতে হলে ঐ বিশ্বাসের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে। যখন আমরা তাবলীগে থাকি, আমাদের বিশ্বাস ও আদর্শের উপর চিন্তা করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। ঈমান, আকিদা ও মৌলিক বিশ্বাসমূহের উপর চিন্তা করার অবকাশ হয়। এ সমস্ত বিষয়ের উপর যদি চিন্তা অন্যভাবে প্রভাবিত না হয়, আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যয়, ঈমান এবং ইয়াকীন আরো মজবুত হয়।

দ্বীনের মৌলিক উপাদানসমূহ

তাবলীগ এবং দাওয়াহ ছাড়া দ্বীন থাকে অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল। আমাদের দ্বীন বা ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবুয়ত। নবুয়তের মাধ্যমেই আমরা দ্বীন বা ধর্মের শিক্ষা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাই। নবুয়ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো নবী আসবেন না। নবীরা যে ধরনের কাজ করতেন সে ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে। এ কাজ হলো আল্লাহ্‌র দ্বীনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করা।

নবীদের পরে তাঁদের কাজের দায়িত্ব পড়েছে উলামা-উল-কেরামের উপর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে আমার ধর্মের উলামারা বনি ঈসরাইলের নবীদের সঙ্গে তুলনীয়।" একটি নতুন জীপ বা গাড়িতে দুই শত বা ততোধিক ছোট-বড় অংশ থাকতে পারে। একটি নতুন গাড়ির সবগুলো যন্ত্র ঠিক থাকলেও গাড়িটি চলবে না। গাড়িটি চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল, পেট্রোল বা গ্যাসলিন যদি গাড়িতে না থাকে।

গাড়িতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি বা গ্যাসলিন থাকলেও গাড়িটি বেশী দূর বহুক্ষণ চলবে না। যদি এই গাড়িটির একটি চাকা লিক করে বা ফেটে যায়।

www.pathagar.com

একটি পুরনো গাড়িও চলতে পারে, যদি গাড়ির সবগুলো পার্টস ঠিক থাকে, এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য থাকে এবং গাড়ির মধ্যে থাকে জ্বালানি।

যদি ধর্মের সমস্ত অনুশাসনই মান্য করা হয়, কিন্তু একটি বিষয় অসম্পূর্ণ থাকে বা অবহেলা করা হয়, ধর্ম থাকবে অসম্পূর্ণ। ইবলিস শয়তানের আক্রমণে যেকোন সময়ে ধর্ম এবং এর মৌলিক বিষয়গুলো তছনছ হয়ে যেতে পারে। শয়তান হলো আদম ও আদমের আওলাদের মহাশত্রু। যে কোন ধরনের এবাদত অপেক্ষা শয়তান তাবলীগ এবং দাওয়াহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। যখন আজান হয় শয়তান পালায়। কারণ, আজান হলো একটি উত্তম তাবলীগ। আজান শেষ হয়ে গেলে শয়তান আবার ফিরে আসে।

মুত্তাকীন এবং ধনতান্ত্রিক

ইয়াহুদী এবং নাছারা ধনতান্ত্রিক ক্যাপিটেলিস্টগণও মুত্তাকী মুসলিম অপেক্ষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহত্তম সেবা প্রদান করে থাকেন। কীভাবে? ধনতন্ত্রী পুঁজিবাদী শিল্পপতিরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করেন। অন্যদের কাছে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করেন। দ্রব্যের ক্রেতাদেরকে তারা কম-বেশী সেবা দিয়ে থাকেন। কিছু না কিছু উপকার করে থাকেন।

পুঁজিবাদী শিল্পপতিগণ জিনিসপত্র উৎপাদন করেন। উৎপাদিত দ্রব্যাদি নিজেদের ব্যবহারের জন্য গুদামজাত করে রাখেন না। পয়সা দিয়ে ক্রয় করে অন্যরা এগুলো ব্যবহারের সুযোগ পায়। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে পুঁজিপতিরা আরো ধনী হয়। কিন্তু তারা চাকুরী দিয়ে বেকারদের উপকার করেন। বহু কৃষকের উৎপাদিত কাঁচামাল ক্রয় করেন। কাঁচামাল বিক্রয় করে কৃষকের জীবিকা নির্বাহ হয়। শিল্পপতিরা বহু ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করেন। অন্যান্য সংস্থা হতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। ঐ সমস্ত সংস্থায় বহু লোক চাকুরী পায়।

শিল্পপতিরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় প্রতিনিধি এবং পাইকারী এজেন্ট নিয়োগ করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে একজন শিল্পপতি এত লোকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকার করেন যাদেরকে তারা কখনও দেখেননি এবং যাদের সঙ্গে কখনও পরিচয়ও হয়নি বা হবে না।

কোনো মুমিন মুসলিম যদি নিজের ঈমান, আকিদা এবং তাকওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, অন্য মুসলিমের ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন তিনি কিরূপ মুসলিম হলেন? তিনি নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট। তিনি কি পুঁজিপতি

www.pathagar.com

শিল্পপতি অপেক্ষা অধিকতর সংকীর্ণমনা নন? পুঁজিবাদী শিল্পপতি নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের আয়ও বৃদ্ধি করে। যে নিজের ঈমান বৃদ্ধিতে তুষ্ট থাকে, তাকে কি শিল্পপতি অপেক্ষা অধিকতর স্বার্থপর মনে হয় না?

তাবলীগের দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের ঈমান মজবুত করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের ঈমান বৃদ্ধিতেও সহযোগিতা এবং সহায়তা করতে পারেন।

দা'ঈ (আহ্বানকারী) এবং মাদ'উ (আহ্বানকৃত)

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দা'ঈ বা আহ্বানকারী না হওয়ায় কতগুলো অসুবিধা আছে। যিনি অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেন না, শয়তানের দাওয়াত তার কাছে অতি সহজেই পৌঁছে যায়। তিনি শয়তান কর্তৃক মাদ'উ বা আহ্বানকৃত হয়ে যান।

আপনি যদি নিজের বাড়ীতে মেজবান (আমন্ত্রণকারী) হন তবে মেহমান হতে পারেন না। আপনি যেদিন নিজের বাড়ীতে মেজবান বা অতিথি আপ্যায়নকারী হিসেবে মেহমান দাওয়াত দিয়ে থাকেন, সেদিন আপনার পক্ষে অন্যের বাড়ীতে মেহমান হওয়া কষ্টকর হয়। যদি সেদিন কেউ আপনাকে দাওয়াত দিয়ে আসে, তিনি উল্টো আপনার মেহমান হয়ে যেতে পারেন।

আমি যদি টেক্সি ড্রাইভার হই, অন্য ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না, 'স্যার ভাড়ায় যাবেন'? আমি একটি ভাড়ায়-খাটা যাত্রীবাহী টেক্সি নিয়ে রাস্তার পার্শ্বে বসে আছি বা টেক্সির বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য ড্রাইভারেরা আমাকে দেখে বুঝতে পারবেন যে, আমি নিজেই টেক্সির যাত্রী খোঁজ করছি। তারা আমাকে নিজের টেক্সি রাস্তায় ফেলে রেখে তাদের যাত্রী হতে বলবে না।

আমার বিবাহের দিন কেউ আমাকে বরযাত্রী হতে অনুরোধ করবে না। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতজন সে দিন আমার বিয়ের বরযাত্রী হতে সম্মত হবে। যদি কোন মুমিন দ্বীনের আহ্বানকারী বা দা'ঈ না হন, অন্যেরা তার উপর সওয়ার হবে। দা'ঈ হিসেবে এসে তাকে মাদ'উ বা আহ্বানকৃত বানিয়ে ছাড়বে। যদি কেউ দ্বীনের দা'ঈ বা আহ্বানকারী হিসেবে দাওয়াহ'র কাজে ব্যস্ত থাকেন, তার পক্ষে গাফেল হওয়া কষ্টকর।

যিনি রোজা রেখেছেন তিনি সাধারণত অন্যদেরকে রোজা না রাখার উপদেশ দেন না। যিনি নামাজ পড়েন, তিনি অন্যদেরকে নামাজী বানাতে চেষ্টা করেন।

www.pathagar.com

যেকোন মুমিনের পক্ষে ঈমান ঠিক রাখার একটি সহজতম পদ্ধতি হলো মুবাল্লীগ এবং দা'ঈ হিসেবে অন্যদের কাছে দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া (তাবলীগ) এবং দ্বীনের রাস্তায় আহ্বান করা (দাওয়াহ)। যারা স্থবির হয়ে আছে, তাদেরকে অন্যরা তাদের সাথে চলার জন্য আহ্বান করেন।

প্রসেশান চলার সময় প্রসেশানে অংশগ্রহণকারিগণ রাস্তার পাশে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন, তাদেরকেই প্রসেশানে যোগদান যাবার আহ্বান করে থাকেন। তারা বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য একটি প্রসেশানে অংশগ্রহণকারীদেরকে ঐ প্রসেশান ছেড়ে তাদের অংশগ্রহণ করতে সাধারণত বলেন না। অন্য প্রসেশানে অংশ গ্রহণকারীদের চেয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদেরকে নিজেদের প্রসেশানে নেয়া সহজ হয়।

মুবাল্লীগ (তাবলীগকারী) এবং আবেদ (এবাদতকারী)

তাবলীগ এবং দাওয়াহ কোনো ব্যক্তিকে অধিকতর আবেদে পরিণত করে। তাবলীগ এবং দাওয়াহর কাজও এবাদত। এটা প্রাথমিক এবং উন্নততর এবাদত। নবীদেরকৃত এবাদত। প্রত্যেক মুসলিমকেই হতে হবে একজন মুবাল্লীগ ও দা'ঈ। নিয়মিত এবং ঐকান্তিক দা'ঈ। ঐকান্তিক তাবলীগ এবং নিয়মিত দাওয়াহর কাজে নিয়ত মুসলিম ক্রমশ একজন আবেদ ও মুত্তাকীতে উন্নীত হন।

আল্লাহ্ মানুষকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্র এবাদত। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি এবাদত এবং আমল। সকল আমলের বুনিয়াদ বা ভিত্তি হলো ঈমান ও ইয়াকিন, বিশ্বাস ও প্রত্যয়। ঈমান এবং ইয়াকিন মজবুত না হলে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি থাকবে না। দাওয়াহ এমন একটি এবাদত যা ব্যক্তির ঈমান এবং ইয়াকীন মজবুত করে। তদুপরি তাবলীগ এবং দাওয়াহ ছাড়া দ্বীন প্রসারিত হবে না। তাবলীগ এবং দাওয়াহ এমন ধরনের এবাদত, যার ফলে দ্বীনি চেতনা শুধু সম্প্রসারিত হয় না বরং ঈমান এবং ইয়াকীন-মজবুত হয়। এই এবাদত অন্যান্য আমলকে ঈমানের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে। তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র উদ্দেশ্য হলো দ্বীন এবং এবাদতের আমল কায়েম করা।

মহিলা এবং তাবলীগ

মহিলাদের উচিৎ তাদের স্বামীদেরকে তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে উৎসাহিত করা। তারা হতে পারে প্রত্যয় অথবা অনুপ্রেরণাদানকারী। যারা

www.pathagar.com

মনোযোগ দিয়ে শুনুক, সে কামনা করি। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় ধর্মের বাণী আমরা নিজের কাছে পৌঁছাই। যখন আমি কথা বলি- অন্যেরা শুনুক তা আমি চাই। অন্য শ্রোতার কান আমার মুখের যত কাছে, আমার নিজের কান তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে।

বড় মাহফিলে যখন বয়ান করা হয়, শ্রোতারা থাকে বহু দূরে। একই কথা বহু ব্যক্তিকে আমরা বলি। এক বয়ান (বক্তৃতা) হয়তো দুই তিন বার- তার চেয়ে কয়েক বার বেশি করলাম। আমার নিজের মনের উপর কোনো আছর যদি না হয়, তবে কি করে আশা করতে পারি যে, আমার কথার তাছির অন্যদের উপর হবে? তাবলীগকালে অন্যদের কাছে দ্বীনের কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অন্যকে যা বলি প্রকান্তরে তা আমি নিজেকেই বলছি। শ্রোতাকে যে উপদেশ দিচ্ছি, তা বস্তুত নিজেকেই দিচ্ছি।

পেন্সিল, চক এবং কালি

যার কাছে ইসলামের কথা আমরা পৌঁছাই, তার উপর এর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। তার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে।

কাগজ, কলম, পেন্সিল, চক, ব্ল্যাকবোর্ড, ওভার হেড প্রজেক্টর ইত্যাদি শিক্ষাসামগ্রী হিসেবে খুবই উপকারী। স্লেটে পেন্সিল দিয়ে অথবা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে যা লেখা হয়, তা হাত দিয়ে সহজেই মুছে ফেলা যায়। ডাস্টার বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে একটু ঘষলেই স্লেট, ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার হয়ে যায়। ওভারহেড প্রজেকটর স্লেটে বা গ্রীন বোর্ডে কিছু লেখা হলে মুছে না ফেলা হলে অনেক দিন তা থেকে যায়। ওয়াসেবল রয়েল ব্লু ইঙ্ক দিয়ে কাগজে কিছু লেখা অপেক্ষাকৃত বেশি দিন থাকবে। অন্তত ব্ল্যাকবোর্ডে বা স্লেটে যতদিন থাকবে, তার থেকে বেশি দিন থাকবে।

স্থায়ী কালো কালি দিয়ে কাগজের উপর কিছু লেখা হলে সে লেখা আরো বেশি দিন থাকবে। যাদের কাছে আমরা দ্বীনের বাণী পৌঁছাই, তাদের হৃদয় কাগজ, স্লেট, সাদা বোর্ডের মতো হতে পারে।

স্লেট, ব্ল্যাকবোর্ড, পেপার

যার কাছে দ্বীনের বাণী পৌঁছানো হলো- তার হৃদয় একটি স্লেট বা

www.pathagar.com

ব্ল্যাকবোর্ডের মতো হতে পারে। ধর্মবিরোধী বাণী বা আকর্ষণের সামান্য একট ঘষা বা মুছায় ধর্মের বাণী মুছে যাবে। মাদ'উ বা বাণী গ্রহিতার হৃদয় যদি ভাল কাগজের মতো হয়, তবে দ্বীনের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া আরো বেশীকাল থাকতে পারে।

যখন আমরা পাপ করি আমাদের নরম, কোমল হৃদয় শ্লেটের মতো শক্ত হয়ে যায়। কলম দিয়ে তার উপরে লেখা সম্ভব নয়। আরো শক্ত পেন্সিল প্রয়োজন হতে পারে। তাতেও লেখা বেশি দিন না টিকতে পারে।

নিকটবর্তী লক্ষ্য বা টারগেট

অন্যের হৃদয়ের অবস্থা কী তা আমরা জানি না। নিজের হৃদয়কে অবশ্যই আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং ভাল জানি। নিজেকেই আমাদের নিকটবর্তী টারগেট বা লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা উচিত।

তাবলীগের লক্ষ্য নিজের হৃদয়-মন। এ লক্ষ্যে আঘাত হানতে হবে, যত শক্তভাবে সম্ভব। তাবলীগের চিল্লার পরেও স্বীয় জীবনধারায় যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, ধরে নিতে হবে আমাদের চিল্লার ফলে অন্য কারো উপকার বা পরিবর্তন হবে না।

আত্মরক্ষা

একটি মানুষের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি হলো আত্মরক্ষা। যদি কোনো মানুষ তার নিজের কান, নাক, চোখ, রসনা এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করতে না পারে, তার দ্বারা সমাজের কতটুকু উপকার হতে পারে? অভ্যাস একবার খারাপ হয়ে গেলে তা শোধরানো পাহাড় অপসারণ অপেক্ষাও কঠিন।

দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন- প্রত্যেকের উচিত তাবলীগে অংশগ্রহণ করা, নিজের দোষগুণ পর্যালোচনা করা, আত্মসংযম বৃদ্ধি করা, নিজের সংকল্পের দৃঢ়তা আরো শক্তিশালী করা।

সর্প ও বেজী

সর্প ও বেজী পরস্পর প্রাকৃতিক শত্রু। একটি আর একটিকে দেখলে শুরু হয়ে যায় আমরণ সংগ্রাম। দু'টির মধ্যে সর্পই অধিকতর বিপদজনক। তার মধ্যে রয়েছে প্রাণহরণকারী বিষ। একটি বড় সাপ আস্ত বেজী খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু বেজীও বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে না।

www.pathagar.com

তাবলীগের গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তাদেরকে দেখা যায় অলঙ্কার বিক্রি করেও তাবলীগে অংশগ্রহণ করতে স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে। তাবলীগের কাজটির তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করার পর এ কাজে বিরাট কুরবানী করা তাদের জন্য কঠিন হয় না।

যে সমস্ত স্বামীরা তাবলীগ করেন, তারা যে শুধুমাত্র ধার্মিক হন, তা নন। স্ত্রীদের প্রতি আনুগত্যও তাদের বৃদ্ধি পায়। অন্য মেয়েদের দিকে তাকানো, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করা অথবা পিছনে ঘুরার সময় তাদের হয় না। দ্বীনি কাজে নারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় পুরুষের সাহস এবং কুরবানী অনেক বৃদ্ধি পায়।

মুসলিমগণ দুনিয়ার সেরা জাতি কিভাবে? এটা এ কারণে যে, তারা সৎ কাজে উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে। তারা তাকওয়ার উপর দৃঢ় থাকে।

একটি অহেতুক সমালোচনা

তাবলীগকারীরা ছেলেমেয়ে এবং পরিবার দেখাশুনার ব্যবস্থা না করেই তাবলীগে চলে যায়- এমন সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায়। পরিবারের প্রতি অবহেলা তাবলীগের সমালোচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পরিবারের এবং ছেলেমেয়ে দেখাশুনার ব্যবস্থা না করে তাবলীগে যাওয়া উচিৎ নয়। এরূপ কাজ করতে তাবলীগের মুরুব্বিগণ নিষেধ করে থাকেন। এদের সংখ্যা বেশি নয়। যারা এমন করে থাকেন, তাদের তাবলীগপূর্ব জীবনধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাবলীগে যাওয়ার পূর্বেও তারা এমনি ছিলেন। কিন্তু তাদের আচরণ ও ছেলেমেয়ের প্রতি অবহেলা তৎকালীন জীবনধারায় স্ববিরোধী ছিল না। তাই বিষয়টি ততটুকু দৃষ্টিকটু মনে হয়নি, তাবলীগে যোগদানের পর যতটুকু দৃষ্টিকটু মনে হয়।

আমাদের বর্তমান সমাজ অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিজের স্বার্থ এবং পরিবার ছাড়া আমরা বেশি কিছুই চিন্তা করতে পারি না। তবুও দেখা যায়, বেশ কিছ লোক রাজনৈতিক দল, ক্লাব, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকেন। কেউ চাকুরীর পিছনে বেশি সময় ব্যয় করেন। কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এত বেশী মগ্ন থাকেন যে, ছেলেমেয়ের খোঁজখবর নেয়ারও সময় পান না। পরিবার প্রয়োজন মতো টাকা পায় বলে উচ্চবাচ্য করে না। এ ধরনের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ করে পরিবর্তন হয় যখন তারা তাবলীগে আসেন, তখন তাবলীগ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরিবার এবং ছেলেমেয়েদেরকে

www.pathagar.com

অবহেলা করার পূর্বেকার অভ্যাস পরিবর্তন হয় না।

আমাদের সমাজে ভাল কাজের সমালোচনা বেশি হয়। তাই ভাল কাজ কম হয়। ক্যাথলিক পাদ্রিরা বিয়ে করেন না। পোটেস্ট্যান্ট পাদ্রিরা বিয়ে-শাদী করেন। তাদের ছেলেমেয়ে হয় লেখাপড়ার সুবিধার জন্য ছেলেমেয়েদেরকে নিজের দেশে রাখেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকেন না। এটা নিয়ে খ্রীস্টানরা পোটেস্ট্যান্ট পাদ্রিদের সমালোচনা করেন না। স্কলারশিপ পেয়ে সরকারী কর্মকর্তা, অধ্যাপকেরা তিন চার বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ে দেশে রেখে বিদেশে লেখাপড়া করেন। তিন বছর কোন ব্যক্তি বিদেশে থাকলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ সমালোচনা করেন না। কিন্তু তিন চিল্লা অর্থাৎ ১২০ দিন কেউ তাবলীগে গেলে সমালোচনামুখর হয় না এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়। এর কারণ আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

কোনো তাবলীগকারী যতদিন তাবলীগ উপলক্ষে পরিবারের বাইরে থাকেন, তার আত্মীয়-স্বজন ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক বেশী সময় পরিবারের বাইরে থাকেন। সমালোচনার খাতিরে অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের অভিযোগ করা হয়। পরিবার ছেড়ে বিদেশে তাবলীগে থাকা ঐতিহ্য আমাদের অতি প্রাচীন। যে সমস্ত সূফি দরবেশরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন ছিল। তাদেরকে ছেড়ে তারা অর্ধেক পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যারা তাবলীগ করেন না তারা কি সকলেই পরিবার এবং ছেলেমেয়ের স্বার্থের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখেন? তারা কি সারা জীবন ধূমপান এবং মদ্যপান করে অর্থ অপচয় করেন না? তাবলীগের জন্য যত লোক বিগত ৫০ বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তা এদেশে এক বছরে সিগারেট এবং মদের পিছনে যত ব্যয় হয় তার সমান হবে না।

বস্তুত যারা তাবলীগ করেন না তারাই পরিবার এবং ছেলেমেয়ের অবহেলা বেশী করে থাকেন। তাবলীগকারী মুবাল্লীগদের ছেলেমেয়ে হাইজ্যাকার বা ডাকাত হয়েছে এমন খবর শুনা যায় না। তারা স্মাগলিং বা হেরোইনের ব্যবসা করে এমন নজির পাওয়া কষ্টকর। পরিবার ও ছেলেমেয়েকে অবহেলা করার কোনো পথনির্দেশ তাবলীগের কিতাবে এবং বয়ানে পাওয়া যায় না। কুরআন হাদীসে নিষেধ আছে এমন অনেক কাজ আমরা করি। এ জন্য কুরআন হাদীসের শিক্ষা যারা কম-বেশী অনুসরণ করতে চান, তাদের সমালোচনা করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

আত্মশুদ্ধির জন্য তাবলীগ

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র উদ্দেশ্য কী? তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র লক্ষ্য বা টারগেট কে বা কারা? তাবলীগের প্রধান টারগেট বা লক্ষ্য অন্য কোন ব্যক্তি নয়। তাবলীগের লক্ষ্য হলো- নিজের আত্মা বা কালব্। তাবলীগের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। একটি মানুষের প্রথম দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো নিজের প্রতি।

অবশ্যই, তাবলীগের একটি উদ্দেশ্য হলো- ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় আহ্বান করা এবং দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু যে কোন মানুষকেই মূলত তার নিজের আমলের জন্যই আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কেউ অন্যের আমলনামার জন্য ততটুকু দায়ী হবে না, যতটুকু হবে নিজের জন্য।

তাবলীগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র নেকবান্দা হওয়া এবং নিজের ঈমান মজবুত করা। একজন নেক মানুষ ভাল মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন। যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ভাল হন, তিনি প্রতিবেশী হিসেবে ভাল হবেন, যে পেশাই তিনি অবলম্বন করেন না কেন।

তাবলীগের প্রাথমিক এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলো নিজ দেহের সাড়ে তিন হাত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করা এবং ইসলাম কায়েম করা। পরবর্তী উদ্দেশ্য হলো অন্যদের কাছে দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। আত্মশুদ্ধি এবং আত্মউন্নয়নের জন্য যে কোন ব্যক্তির নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থেই প্রয়োজন- তাবলীগের এই আত্মউন্নয়ন এবং আত্মশুদ্ধি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা।

দাওয়াহ'র প্রথম স্তর

আত্মশুদ্ধি এবং আত্মউন্নয়নের প্রথম স্তরেই নিজের কলবে ইসলামী চেতনা প্রবেশ করাতে এবং কায়েম করতে চেষ্টা করতে হবে। এ স্তরে তাবলীগকারীদের লক্ষ্য হবে ব্যক্তি এবং পরিবারকেন্দ্রিক। যদি তাবলীগকারী

www.pathagar.com

নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যয় হন এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারেন, তবেই অন্যকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে– যাদের জন্য আমাদের শ্রম, মেধা এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় হয় তাদেরকে প্রভাবিত না করতে পারলে অন্যদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানো এবং তাদেরকে প্রভাবিত করা কঠিনতর হবে।

নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পূর্ব শর্ত নিজে সাঁতার জানা

আপনার প্রিয় পুত্র আপনার সম্মুখে একটি পুকুরে বা নদীতে পড়ে গেল। আপনি তখন কী করবেন? অবশ্যই আপনার মন চাইবে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষা করা। আপনি যদি সাঁতার না জানেন, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া কি সঙ্গত হবে? যদি আপনি চানও- অন্যেরা, আপনজনেরা আপনাকে পিছে টেনে ধরবে। কারণ, আপনি পুত্রের জীবন তো রক্ষা করতে পারবেনই না, তদুপরি নিজের জীবন হারিয়ে অন্য সন্তানদের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করবেন।

নদীতে পড়া কোনো শিশুকে রক্ষা করার আগ্রহ থাকলে আপনার প্রাথমিক দায়িত্ব হবে নিজে সাঁতার শিক্ষা করা। আপনি যদি চান যে, আপনার সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ এবং আপনজন তাবলীগে অংশগ্রহণ করুক, তবে আপনাকেই চোখ-মুখ বন্ধ করে হলেও তাবলীগে চলে যেতে হবে। দাওয়াহ'র কাজ শিখতে হবে। এরপর পরিবারের সদস্যদের কাছে তাবলীগের বাণী পৌঁছানো সহজ হবে।

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, গৃহ-সংসার ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলের নীরবতায় সাধনা করা এবং আল্লাহ্‌কে খুঁজে পাওয়ার জন্য নয়। আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানব কাননে আল্লাহ্‌কে খুঁজতে হবে। যে আল্লাহ্‌র বান্দাকে খারাপ মনে করে, তাদেরকে পরিহার করে চলে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা তার পক্ষে বড় কঠিন। মানুষকে ভালবেসে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দ্বীনদার করার মাধ্যমেই নিজে দ্বীনদার হওয়া সহজতর।

স্বীয় কর্ণ রসনার নৈকট্য

আমরা যখন দ্বীনের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছাই, অবশ্যই আমরা অন্যের হৃদয়, দৃষ্টি এবং শ্রুতি আকর্ষণ করতে চাই। যা বলতে চাই, তা অন্যরা

www.pathagar.com

সর্প আয়তনে দীর্ঘ। শারীরিক শক্তিও সর্পের বেশি হতে পারে। গতিও দ্রুত। পাশ পরিবর্তনে বেজীর রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।

বেজী এবং সর্পের যুদ্ধ শুরু হলে সর্প চায় তার বিষাক্ত দাঁতে বেজীর শরীরে আঁচড় লাগাতে। সাথে সাথে লাগিয়ে দিতে মারাত্মক বিষ। এক বিষাক্ত কামড়েই বেজীর দফারফা হতে পারে। বেজীও তার দেহে সর্প নিসৃত বিষ সম্বন্ধে সচেতন। সাপের বিষাক্ত কাপড়ের পরে বেজী অতি দ্রুত দৌড়ে যায় নিকটবর্তী কোনো গাছের তলায়। গাছের গায়ে নিজের শরীর ঘষে ঘষে সাপের বিষ সরিয়ে দিতে চায়। দেরী হলে বিষ শরীরের ভিতরে চলে যায়। বিষ ঘষে ফেলতে পারলে বেজী ফিরে এসে সাপের গায়ের বিভিন্ন স্থানে কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করে তোলে।

সর্পও তার বিষাক্ত দাঁত দিয়ে বেজীকে নতুনভাবে কামড়াতে চেষ্টা করে। বিষ দেহে লাগার সাথে সাথে বেজী আত্মরক্ষার লক্ষ্যে দেহ বৃক্ষে ঘষে বিষ অপসারণ প্রক্রিয়া চালু করে। এভাবে একজন পরাজয় এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সর্প ও বেজীর লড়াই চলতে থাকে।

বেজী শরীর থেকে বিষ গাছে ঘষে সরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু বেজীর কামড়ে সাপের রক্তক্ষরণ চলতেই থাকে। ফলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল বেজী জয় লাভ করে। নিরবচ্ছিন্ন রক্তক্ষরণের ফলে সর্প মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দুনিয়ার জিন্দেগীতে ঈমানদার মানুষ দুই মারাত্মক শত্রুর আক্রমণে জর্জরিত হচ্ছে। একটি ভিতরের শত্রু আর একটি বাইরের শত্রু। ভিতরের শত্রু হলো নিজের নফস। মনের কামনা-বাসনা। বাইরের শত্রু হলো ইবলিস শয়তান। প্রাত্যহিক জীবনে পাপের বিষ আমাদের দেহ ও কলবে প্রবেশ করছে। তাবলীগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যদি এই বিষ দেহ মন থেকে অপসারণ করতে না পারি, তবে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।

দুনিয়ার বিবিধ আকর্ষণে আমরা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে আখিরাত ও পরকালের অনন্ত জীবন হারাবো। মাসে অন্তত তিন দিন সংসার থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপের যে বিষ আমাদের দেহ-মনে প্রবেশ করে যায়, তা অপসারণের সাধনা করা উচিত।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সুন্দরতম সৃষ্টি হিসেবে তৈরি করেছেন। পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়ে আমরা আসফালুস-সাফেলিন বা নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হই। নরকের অতল গহ্বরে থাকার শাস্তি বরণ করে নিই।

www.pathagar.com

দাওয়াহ'র মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র মাধ্যমে কার লাভ-কল্যাণ বেশি হয়? যিনি তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজ করেন তার কি উপকার বেশি? অথবা যার কাছে দাওয়াত বা যাকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়া হয় তার উপকার বেশি হয়? দ্বীনের পথে দা'ঈ বা আহ্বানকারীর উপকার বেশি, না মাদ'উ বা আহ্বানকৃতের উপকার বেশি?

দাওয়াহ বা দ্বীনের আহ্বান।ক কি আমরা ধর্মীয় অথবা আধ্যাত্মিক সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করতে প রি? সমাজ সেবা হিসেবে কি তাবলীগ করা যায়? তাবলীগ এবং দাওয়াহ কি আলোচিত ও মহৎ আত্মসেবা? অথবা সমাজ সেবা হতেও বড় সেবা?

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'কে অতি উচ্চমানের সমাজসেবা হিসেবে গণ্য করা যায়। যিনি দ্বীনের দাওয়াত পেয়েছেন তার উপকার এতে বেশি হতে পারে। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পরিবর্তিত মানুষে রূপান্তরিত হতে পারেন। দাওয়ার ফলে কোন ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং জীবনধারাই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

দাওয়াহ'র প্রধান উদ্দেশ্যই হলো আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম উন্নয়ন। আহ্বানকৃত ব্যক্তির উপকার পরোক্ষ সাফল্য। যদি তাবলীগের ফলে আহ্বানকৃত ব্যক্তির কোনো উপকার না-ই নয়, তবে হতাশ বা অসুখী হওয়ার কারণ নেই।

নবীগণ ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু তাদের অনেকেই দীর্ঘকাল দাওয়াহ'র কাজ করে অতিসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। যে অন্যের নিকট তাবলীগ করবেন, তার উপকার তাবলীগকৃত ব্যক্তির চেয়ে বেশি কি করে হতে পারে?

ক্লাসের শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লেখেন। উন্নততর প্রশিক্ষণে ওভারহেড প্রজেক্টার এবং ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণকালে স্লেট, পেন্সিল এবং চক ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষার প্রার্থীরা কলম, কালি দিয়ে পরীক্ষার খাতায় অনেক কিছু লেখেন।

কোন ব্ল্যাকবোর্ড অথবা ওভারহেড প্রজেক্টার, স্লেট, নোট-বুক, কাগজের খাতা কি পরীক্ষায় পাস করবে? এটা কি ঠিক নয় যে, শুধুমাত্র ছাত্রদেরকেই পরীক্ষায় পাস ফেল করানো হয়। ব্ল্যাকবোর্ড, স্লেট ইত্যাদি হলো সহায়ক দ্রব্যাদি। যারা ক্লাসের পড়া এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তারাই হলেন মুখ্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব। যন্ত্রপাতি হলো সহায়ক দ্রব্য।

যারা তাবলীগ জামায়াতের সাথে বাহির হন এবং দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন, তারা আল্লাহ্র বাণী এবং শব্দ শ্রোতাদের কান এবং হৃদয়ে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। শ্রোতারা মনোযোগী নাও হতে পারেন। তাবলীগের স্বার্থে যা কিছু শুনেছেন সব মুছে ফেলতে পারেন। যিনি তাবলীগ করেছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন, তার ঈমান অবশ্যই শক্তিশালী হবে।

দাওয়াহ'রও একটি নিজস্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যাদের কাছে তাবলীগের কাজে যাওয়া হয়, তাদের থেকে যারা তাবলীগে যান, তাদের কল্যাণ বেশি হয়। মাদ'উ অপেক্ষা দা'ঈর উপর দাওয়াহ'র প্রভাব বেশি।

বহু মুবাল্লীগ এবং দা'ঈ উপমহাদেশে এসেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাদের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ মুসলিমে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু যারা ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিলেন, তারা উন্নত হয়েছেন সূফী, দরবেশ এবং ওয়ালি-আউলিয়ায়ে। যারা দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এ দেশের মানুষের কাছে, তাদের মর্যাদা দাওয়াত গ্রহণকারীর চেয়ে অনেক বেশি।

মুবাল্লীগ এবং দা'ঈগণ তাদের নিজেদের স্বার্থেই অন্যের নিকট গমন করে থাকেন। মুসল্লিরা মসজিদের স্বার্থে বা মসজিদের উপকারের জন্য মসজিদে যান না। তারা মসজিদে যান নিজের স্বার্থে। যারা কুরআন তিলাওয়াত করেন, তারা তা করেন নিজের স্বার্থে, কুরআনের স্বার্থে নয়। স্লেট এবং ব্ল্যাকবোর্ডে ছাত্ররা লেখে স্লেট এবং ব্ল্যাকবোর্ডের উপকারের জন্য নয়, বরং নিজেদের উপকারের জন্য। অনুরূপভাবে তাবলীগকারিগণ তাদের নিজস্ব স্বার্থেই দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান।

পাপ থেকে আত্মরক্ষা

যখন কোনো ব্যক্তি তাবলীগ জামাতের সঙ্গে মসজিদে থাকেন, তিনি কি মসজিদে বসে মিথ্যা, পরনিন্দা, চোগলখুরীতে লিপ্ত হন? তিনি কি অন্যের শারীরিক ক্ষতি করেন? কোনো যৌন অপরাধ করেন? তার সময় ব্যয় হয় নামাজ, রোজা, যিকির, তাসবীহ, তিলায়াত এবং বয়ান শ্রবণ, মুরাকাবা ইত্যাদিতে। যা-ই তিনি করেন তিনি পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য করেন এবং ভাল কাজই করেন। যদি তিনি ভিন্নরূপ কিছু করেন তবে তাবলীগের চেতনা এবং শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ করেন।

www.pathagar.com

৬

তাবলীগের উপকারিতা

তাওয়াক্কুল এবং পেরেশানী মুক্তি

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। যেকোন সমস্যা সমাধানে তিনি সক্ষম। তিনি যা চান, তা করতে পারেন। তার যা ইচ্ছা হয়, তা তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথেই হয়ে যায়। যদি কোনো মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন এবং আল্লাহ্ তার তাওয়াক্কুলে (নির্ভরশীলতায়) সন্তুষ্ট হন, তার বহু সমস্যা সমাধান অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে যায়।

যখন কোনো মানুষ আল্লাহ্র দ্বীনের কাজে ঘর থেকে বের হয়, তার উচিত আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা। তার সংসারের সকল চিন্তা, সমস্যা, উৎকণ্ঠা যদি তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করে ঘরেই রেখে যেতে পারেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার পেরেশানীর অবসান হতে পারে। আল্লাহ্র রাস্তায় বিচরণকারীকে নিজের সমস্যার বোঝা বহন করে চলতে হয় না।

যিনি নিজের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে ঘরে রেখে যান, তিনি সম্পূর্ণ চিন্তামুক্তভাবে মসজিদের মেঝেতে নিদ্রামগ্ন হতে পারেন। সকল উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত হন। তার মনে সৃষ্টি হয় শান্তি ও ভারসাম্য। গভীর প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে তিনি মহান স্রষ্টার নৈকট্য গভীরভাবে অনুভব করেন।

বিশ্রাম ও প্রশান্তি

তাবলীগ এক ধরনের বিশ্রাম ও প্রসন্নচিত্ততা। যখন কোনো লোক বেশ কিছুকাল তাবলীগী সফরের পর তার গৃহে ফিরে আসেন, তাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হয় না। তাকে মনে হয় চিন্তামুক্ত, প্রসন্নচিত্ত ও সুখী। চল্লিশ দিনের তাবলীগী সফর সংসার জীবনের ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা অনেক কমিয়ে দেয়।

তাবলীগ হলো একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এই কর্মসূচী পালনের ফলে মানুষের পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট স্থানান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ এত সর্বশক্তিমান যে, দুনিয়ার সকল জীবের উৎকণ্ঠা তিনি দূর করে দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা পেতে পারে গভীর প্রশান্তি।

অন্তহীন সমস্যা সমাধান

দুনিয়ামুখী মানুষের সমস্যা অন্তহীন। কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য ও ভুল বুঝাবুঝি। ঘরেও থাকে না শান্তি। গৃহিণীর সঙ্গে লেগে থাকে খিটিমিটি। প্রতিবেশীর সঙ্গে হয় ঝগড়া। ভাই-বোনের সঙ্গে সৃষ্টি হয় দূরত্ব। বাবা-মায়ের মুখ হয়ে যায় মলিন। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলেন, আল্লাহ্ তাদের বহু সমস্যার ভার নিজের কাছে নিয়ে নেন।

রোগমুক্তি

উৎকণ্ঠা ও টেনশান বহুমূত্র রোগের অন্যতম কারণ। তাবলীগ আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি করে, দুশ্চিন্তা হ্রাস করে। সাথে সাথে হ্রাস হয় প্রস্রাবে সুগার বা শর্করা। পরিণতিতে বহুমূত্র রোগ আরোগ্যমুখী হয়।

অখণ্ড মনোযোগ ও উৎপাদনী শক্তি

তাবলীগে অংশগ্রহণের ফলে ইসলামের শিক্ষায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি হয়। মর্মোপলব্ধি সহজ হয়। যদি কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় পরিবার থেকে দূরে থাকে, তার সমস্যা-চিন্তা হ্রাস পেতে থাকে। উৎকণ্ঠা ও পেরেশানী দূর হয়। ফলে, আল্লাহ্‌র দিকে একাত্মতা বৃদ্ধি পায়। যারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তাদের উৎকণ্ঠা হ্রাস পায় এবং তাদের কাজের উৎপাদন ও ফল বেশী হয়। স্বীয় কাজের প্রতি মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়। অনেক আধ্যাত্মিক ধর্মীয় কার্যক্রম রয়েছে, যার ফলে পেরেশানী হ্রাস পায়। এগুলো হলো ঃ সালাম (নামাজ), (২) ইতিকাফ, (৩) কবর জিয়ারত, (৪) সিয়াম (রোজা), (৫) হজ্ব, (৬) তাবলীগ।

শুধুমাত্র উজু এবং গোসলের ফলেও টেনশন ও পেরেশানী কিছুটা কমে। টেনশন ও অস্থিরতা হ্রাস পেলে নিদ্রা গাঢ় হয়। মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়, কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

www.pathagar.com

অহংবোধ অবদমন

তাবলীগের ফলে অহংবোধ অবদমিত হয়। নিজের কর্মস্থল ও পরিবেশে থাকলে মানুষ আত্মসচেতন থাকে। পদমর্যাদা ও বিত্তসম্পদ মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি করে।

বাড়ীতে কর্মচারী ও কাজের লোক থাকতে পারে। নিজের বাড়ী অন্যের বাড়ী হতে উন্নতমানের হতে পারে। হুকুম পালন করার জন্য বেশ কিছু লোক ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতে পারে। তাবলীগে থাকাকালে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়।

তাবলীগের প্রক্রিয়া এমন যে, মনের মধ্যে নমনীয়তা ও দীনহীন ভাব সৃষ্টি না হয়ে পারে না। অন্য কেউ আমার কাজ করে দিলে সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। ফলে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়। হোক না সাহায্যকারী আমার থেকে কম বিত্তশালী বা নিম্ন পদমর্যাদার।

তাবলীগী সফরে নিজের মালপত্র মুবাল্লিগ নিজেই বহন করে থাকেন। এর ফলে আত্মমর্যাদাবোধ, গর্ব এবং অহংবোধ কিছুটা কমে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ তাবলীগ সফরের সাথী সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসেন। তাদের সঙ্গে একই বর্তনে বা প্লেটে খেতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। তখন কলকারখানার শ্রমিককেও মালিকের নিকট ততো নিচু এবং খারাপ মনে হয় না।

আল্লাহ্‌ বিনয়ী ও অহংকারমুক্ত মানুষকে ভালবাসেন। তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ। তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরের খেদমত করেন এবং খেদমত গ্রহণ করেন।

আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনের গৃহে গমন

আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের গৃহে গমন করে থাকি। এ গমনাগমন সামাজিক পরিভ্রমণ এবং তাদের আগমনের ঋণ পরিশোধ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেউ আমার বাড়ী এলে তার বাড়ীতে যাওয়া সামাজিক রীতি। দুনিয়াদারী উপকারের আশায়ও আমরা একে অন্যের বাড়ীতে গিয়ে থাকি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আসা-যাওয়া হয় সামাজিক প্রথায় ও মনের টানে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়া অতীব পূণ্য ও নেকির কাজ। তাবলীগের সাথীদের নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়া হয় সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়।

আজকাল জীবনযাত্রা হয়েছে জটিল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়ারও সময় পাওয়া যায় না। বিশেষ কোন কাজ বা প্রয়োজন না হলে যাওয়াও হয় না।

আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, "এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পথ চলা পৃথিবী ও আকাশে এবং তার মধ্যবর্তীতে যা কিছু আছে সবকিছু হতে উত্তম।" আল্লাহ্‌র রাসূলের বাণীতে কি আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে? তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র উদ্দেশ্যে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রভূত পূণ্য। তাবলীগ আমাদেরকে বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়ার এক নেক সুযোগ করে দেয়।

তাবলীগের অর্থনৈতিক উপকারিতা

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তাবলীগে অর্থ ব্যয় করা অর্থের অপচয়। এটা সত্য নয়। তাবলীগের অর্থনৈতিক উপকারিতাও আছে। সাধারণ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা কি অপচয়? তা কখনো নয়।

তাবলীগে অর্থ ব্যয়ের ফলে স্বার্থহীনতা ও সততা বৃদ্ধি পায়, অন্যের উপকার করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। চারিত্রিক গুণাবলী বৃদ্ধি পায়। তাবলীগে অংশগ্রহণ করার পূর্বে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের যতটুকু প্রবণতা থাকতো, তা সম্পূর্ণ লোপ না পেলেও কিছুটা হ্রাস পায়। দুর্নীতিপরায়ণ লোককে তাবলীগ সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত করে না। কিন্তু তার মধ্যে দুর্নীতির মোহ কিছুটা কমায়। যাকাত দেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অন্যের প্রাপ্য ফাঁকি দিতে অধিকতর লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয়।

তাবলীগী সফরে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের জন্য ব্যয়ের অভ্যাস হয়। নিজের পারিবারিক উপকার ভিন্ন অন্য লক্ষ্যে অর্থ ব্যয়ের ফলে অন্যের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যাকাত দানের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। গরীবদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি বৃদ্ধি হয়।

তাবলীগে সফরের সময় সরল জীবনযাপন করতে হয়। যারা তাবলীগে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করেন, তাদের জীবনযাত্রার মান নেমে আসে। একই আয়ের স্তরে থাকলেও তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও আর্থিক অপচয় বা বিলাসিতা দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কম।

খাদ্যে ভেজাল ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

তাবলীগের লোকেরা কখনও কখনও অতি অল্প খেয়ে থাকেন। কখনও কখনও তাদের ভোজনে বিলাসও দেখা যায়। তাবলীগকারিগণ যে কোনো ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করেন না। কিন্তু যারা অতীতে তাবলীগ করেছেন, সেরূপ তাবলীগী সাথীদের দাওয়াত সাধারণত প্রত্যাখ্যান করেন না। তারা অবশ্য অন্যের বাড়ীতে গিয়ে দাওয়াত খান না।

জামাতের আমীরের অনুমতি নিয়ে তাবলীগের স্থানীয় সাথী অন্যদের খাবার মসজিদে পৌছিয়ে দেন। অতিথি প্রবণতা হয় অতি নীরবে। কে খাওয়ালেন তাবলীগের অন্য সাথিগণ তা অনেক ক্ষেত্রেই জানতে পারেন না।

দাওয়াতের খাবার কখনো কখনো বেশি হয়ে যায়। বেশি খেয়ে পেটে অসুখ হয়েছে বা খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়েছে, এমন খবর শোনা যায় না। কোনো রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী খাদ্য খাওয়ার অনুমতি পান না, যদি না তার জন্যে প্রস্তুত খাদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত না হয় এবং ভেজাল বা বিষক্রিয়ামুক্ত বলে সার্টিফিকেট পাওয়া না যায়।

রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধানকে পাহারা দিয়ে নিরাপদে রাখতে হয়। তাবলীগের আমীরের নিরাপত্তা পাহারার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয় না। দেশে দেশে তারা ঘুরে বেড়ান। যেকোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অতি সহজে পুরো জামায়াতে ঘায়েল করে দিতে পারেন।

কবুল হওয়া এবাদত

তাবলীগী সফরের সময় তাবলীগকারিগণ মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে, দ্বারে দ্বারে গমন করে থাকেন। মাতৃভাষায় দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয়। নামাজের সময় মনোযোগ থাকা উচিত অথচ, তাবলীগের দাওয়াতের সময় মনোযোগ থাকে গভীর। দ্বীনের দাওয়াত কবুল করার নিয়মেই মুবাল্লিগ দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যেহেতু নিয়তের মধ্যে কোনো ভেজাল থাকে না, তাই তাবলীগে যে সময় কাটে, তার পূণ্য লাভ স্বাভাবিক। তাবলীগে সময় ক্ষেপণ কবুল হওয়া এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.pathagar.com

৭

হেদায়েত

তাবলীগ এবং দাওয়াহ এর একটি মাকসুদ বা উদ্দেশ্য হলো হেদায়েত বা সঠিক পথপ্রাপ্তি। হুদা, হেদায়েত, হাদী, মাহদি, ইহ্‌দি ইত্যাদি শব্দগুলোর রুট বা মূল শব্দ একই। শাব্দিক অর্থের দিক থেকে হুদা শব্দের অর্থ হলো পথ, নূর, আলো, প্রদীপ। হেদায়েত শব্দের অর্থ নূর, আলো, প্রদীপ, দ্যুতি, করুণা, সঠিক পথ, পথ প্রদর্শন, পথ নির্দেশ। যিনি হুদা (পথ, আলো) দেখান বা হেদায়েত (পথ নির্দেশ) দেন তিনি হাদি। হাদীকে যিনি হুদা (আলো, পথ) দেখান বা হেদায়েত (পথ নির্দেশ) দেন তিনি মাহদি। অতি উচ্চ স্তরের হাদী বা হাদীদের নেতাকে মাহদি বলা হয়। ইহ্‌দি শব্দটি আদেশ বা অনুরোধসূচক ক্রিয়া। এর অর্থ 'পথ দেখাও'। যিনি পথ চেনেন, তিনি পথহারা বা সঠিকপথ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে পথ দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন।

হুদা শব্দটি যদিও আলো অর্থে বহুল ব্যবহৃত– হুদার সঠিক অর্থ হলো প্রদীপ, যা হতে আলো বাহির হয়। মরুভূমিতে রাতের বেলা চলমান কাফেলার প্রথম উটটির উপর রক্ষিত যে প্রদীপটি দেখে অন্য উটগুলো পথ চলে ঐ টিকে হুদা বলা হয়। যেহেতু প্রদীপ হতে আলো বাহির হয়, সে অর্থে প্রদীপকেও 'হাদি' বলা হয়। তবে সাধারণত সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজী বা বাংলায় হেদায়েত এবং হুদা শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ নেই।

করুণা অর্থেও হেদায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হেদায়েত এক বিশেষ ধরনের রহমত বা করুণা। কোনো মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্ত হলে তার সম্পদ, রিযক, ধনদৌলতে বরকত হয়। মুনাজাতে কবুলিয়াত আসে। হেদায়েতের বৃষ্টি নাজেল হলে সমাজে ইমান, ইয়াকিন, তাকওয়া, সালাত, সাওমের প্রাচুর্য দেখা দেয়। হেদায়েতের সুবাতাস যখন প্রবাহিত হয় বসুন্ধরা আনন্দে নেচে ওঠে। প্রকৃতি হাসতে থাকে, সর্বত্র শান্তি-সুষমার স্নিগ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবী বসবাসের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান বলে পরিগণিত হয়।

www.pathagar.com

হেদায়েতের নিয়ামত

যখন একজন মানুষ আল্লাহ্ থেকে হেদায়েতের নেয়ামত লাভ করেন, তিনি আলোকিত হন। হেদায়েতের আলোতে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয়। হেদায়েতের নূর বা আলো এতো শক্তিশালী যে, হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র সত্য ও মিথ্যার মধ্যেই পার্থক্য করতে সক্ষম হন, তা নয়। তিনি মিথ্যা ও ভ্রান্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। অজ্ঞতা ও বাতিলের প্রলোভন প্রতিহত করতে পারেন।

হেদায়েত কী ধরনের আলো বা দ্যুতি? এটা একটি ইলাহি দ্যুতি বা আলো যা আত্মাকে পরিচ্ছন্ন এবং কালবকে পবিত্র করে তোলে। এ আলোতে মন মগজ মস্তিষ্ক আলোকিত এবং পরিশুদ্ধ হয়ে যায়।

আত্মার আলো

ঘরে বা রাস্তায় যদি বৈদ্যুতিক আলো থাকে, এই আলোতে আমরা রাস্তার প্রশস্ততা অবলোকন করি। রাস্তার পাশে খাদের ঢালুতে যদি সাপ চলতে থাকে তাও হয়তো দেখতে পাব। রাস্তায় পেরেক পড়ে থাকলে বৈদ্যুতিক আলোতে তা দেখা নাও যেতে পারে। কিন্তু ঘরের ভিতরে আলো থাকলে সে আলোতে দেয়ালের গায়ে টিকটিকি বা মেঝেতে পেরেক থাকলে তা দেখা যায়। আলো একটু বেশী হলে সুঁই, আলপিন, ক্ষুদ্র বোতাম খুঁজে নেয়া যায়।

বাহিরের আলো থেকে ঘরের আলোতে দেখার সুবিধা ও শক্তি বেশি। অনুরূপভাবে, মানুষের ভিতরের আলো বা আত্মার আলো বাহিরের আলো থেকে অনেক বেশী কার্যকর। আর একজনের মনের মধ্যে কী আছে তা হাজার কেভি লাইটেও দেখা যাবে না। শক্তিশালী এক্স-রেতেও ধরা পড়বে না। কিন্তু একজন কামেল শায়েখ বা সুফীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হতে তা লুকানো যায় না।

হেদায়েত এবং সুন্নাত

আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালনই হলো ইসলাম। কুরআন এবং সুন্নাহ আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে কি বা হয়নি তা কিভাবে বুঝবো? কুরআনের আয়াত বুঝতে পারা, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ আদায়, মাদ্রাসায় শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈমান এবং আমল সূচিত হয়। সুন্নাতি পোশাক-পরিধান, দাড়ি রাখা,

www.pathagar.com

টুপি পরা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনে সুন্নাহর প্রতিফলন দেখা যায়।

মানুষের পোশাক, পরিচ্ছদ, নামাজ, রোজা, দাড়ি, টুপি ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মন-মানসিকতা বুঝা যায়। তবে জাহেরী বা বাহ্যিক চেহারা, সুরাত বা আচার-আচরণ দ্বারা অভ্যন্তরীণ সিরাত বা ঈমান ইয়াকিন বুঝা কষ্টকর। সুরাত বা চেহারা ঠিক থাকলেও অভ্যন্তরীণ সিরাত বা চরিত্র ঠিক না হলে নাজাত বা পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।

হেদায়েত এবং দাওয়াহ্

হেদায়েত কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? হেদায়েত পাওয়ার রাস্তা এবং তরিকা বহু। আল্লাহ্ই জানেন তিনি কাকে হেদায়েত দিবেন এবং কি পদ্ধতিতে দিবেন। কোন ব্যক্তি কিভাবে হেদায়েত পাবে তার তাঁর উপরে নির্ভর করে। কুফরি, মিথ্যা, অবৈধ যৌনাচার এবং অনুরূপ অপরাধ করেও শুধুমাত্র তওবা অনুশোচনার কারণে কোনো ব্যক্তি ক্ষমা ও হেদায়েত পেয়ে যেতে পারেন।

স্নেহময়ী মা, প্রিয়তম ভার্যা, আদরের সন্তানের মৃত্যু বা অনুরূপ হৃদয়াঘাত পাওয়ার পর অনেকের জীবনধারা হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যায়।

রাতারাতি এমন পরিবর্তন অন্যদেরকে বিস্মিত করে। এ পদ্ধতিতে হেদায়েত অতি বিরল। এ পথ কঠিন এবং বিপদসংকুল। হেদায়েত পাওয়ার পক্ষে কেউ স্নেহময়ী মা ও সন্তান হত্যা করতে পারে না। আর এহেন পাপ করলে হেদায়েতও ধরা দেবে না। বরং বহু দূরে চলে যাবে। এ পদ্ধতি কেউ অবলম্বন করতে চাইলে কাফেরের মৃত্যুই হতে পারে তার ভাগ্য। হেদায়েত সবচেয়ে সহজ এবং নিশ্চিত পাওয়ার পদ্ধতি হলো তাবলীগ এবং দাওয়াহ্। তাওবা, অনুশোচনা অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে হেদায়েত পাওয়া সহজ।

হেদায়েত ও মেহনত

মেহনত বা পরিশ্রম ছাড়া হেদায়েত আসে না। হেদায়েত কামনার সম্মিলিত ফলাফল প্রতিফলিত হয় হেদায়েতের মাধ্যমে প্রাপ্তির। হেদায়েত তলব না করলে অথবা হেদায়েত খুঁজে না বেড়ালে হেদায়েত কারো হৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে ধরা দেবে না।

যার কাছে হেদায়েতের দাওয়াত এবং বাণী পৌছানো হলো সেই মাদ'উ হেদায়েত না পেতে পারে। কিন্তু যে দা'ঈ দাওয়াহ'র কাজ করে গেছেন, তিনি

www.pathagar.com

হেদায়েত পেয়ে যেতে পারেন এবং তা পেয়ে যেতে পারেন অধিকতর দ্রুতগতিতে।

হেদায়েত প্রাপ্তির কঠোর সাধনায় নিয়োজিত সফল বা মুফলেহ ব্যক্তি সিফত হলো কুরবানী। সাধারণ মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)কেও নবুয়ত প্রাপ্তি এবং মক্কার লোকদেরকে ইসলামের পথে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল।

হেদায়েত এবং তাওবা

হেদায়েত এবং তাওবার মধ্যে সম্পর্ক কি? হেদায়েত পাওয়ার একটি মজবুত প্রক্রিয়া হলো তাওবা। যে সত্যিকারের খাঁটি এবং খালেছ তাওবা করতে পারে তার হেদায়েত পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাওবায় রয়েছে বহু পদ্ধতি এবং গোপন রহস্য। তাওবা কিভাবে করতে হয়, চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পথনির্দেশ চাইতে হবে।

তাওবার অতি সহজ পদ্ধতি হলো নিজের পাপ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং স্বীয় পাপের জন্য গভীরভাবে অনুশোচনা ও অনুতাপ করা। জীবনে কৃত পাপসমূহের মনে মনে স্মৃতিচারণ করতে পারি। তাওবার ইচ্ছা ছাড়া পাপের স্মৃতিচারন মারাত্মক। অতীতের পাপ স্মরণ করতে করতে একই ধরনের পাপ নতুনভাবে করার ইচ্ছা প্রবল হয়।

অনুশোচনা ও অনুতাপ করার একটি পদ্ধতি হলো, জীবনে কৃত পাপের তালিকা করা এবং চিন্তা করা যে, এ তালিকা জানাজানি হলে কোনো ব্যক্তির জন্য কত বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

মনে করি আমি আমার জীবনে কৃত পাপসমূহের বর্ণনা নিজের ডায়েরিতে করে রেখেছি। এতে আমার বড় পাপ হতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপেরও তথ্য রয়েছে। এই ডায়েরিটি আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করি। দূরে কোথাও যাওয়ার সময় আমি ডায়েরিটি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে হাতছাড়া করি না।

কোনো এক সফরের সময় আমার ব্রিফকেসটি হারিয়ে গেল। আর এর ভিতরেই ছিল আমার সযত্নে রক্ষিত গোপন পাপের বর্ণনা সংবলিত ডায়েরিটি। দুর্ভাগ্য একা একা আসে না। আমার ডায়েরি হারিয়ে গেল শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। এ ডায়েরিটি পড়লো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমনের হাতে।

আমার জীবনশত্রু ডায়েরিতে উল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি অনুসারে মামলা দায়ের করে দিল। তিনি আমার বিরুদ্ধে তথ্যের আলোকে সাক্ষী জোগাড়ে নেমে গেলেন। তদুপরি তার হাতে রয়েছে আমার জীবনের কৃত পাপের নিজের হাতের লেখা স্বীকৃতি।

বিচারালয়ে মামলা ওঠার আগেই আমার জীবনশত্রু চাইলো আমার পাপের কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করে শুধু আমার জীবন নয়, আমার বাবা-মা, স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাকেও সমাজের চোখে হেয় করতে। সে আমার জীবনের কৃত যৌন অপরাধ এবং অন্যান্য পাপের ক্রটি-বিচ্যুতির বিবরণগুলো ছাপিয়ে আমার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলো।

আমার মা-বাবা, পুত্র-কন্যা আমাকে এতকাল ফিরিস্তাসম পূণ্যভাজন ব্যক্তি ধারণা করে এসেছে। তাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মধ্যে আমার স্থানই সবার উপরে। আমার গোপন পাপের তথ্য তাদের নিকট প্রকাশিত হলে আমার অনভূতি কি হবে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? কি অসহায় হবে আমার অনুভূতি! বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই কি শ্রেয় হবে না?

তওবা, অনুশোচনা কতটুকু হওয়া উচিত আমার গোপন ডায়েরির তথ্য মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার নিকট উন্মোচিত হলে? আমার লজ্জা ও অনুশোচনা যতটুকু হবে স্বীয় পাপের জন্য তওবা অনুশোচনা তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম হওয়া উচিত নয়।

যে পাপ গোপনে করেছি তার তথ্য নিজের হৃদয়ে সম্পূর্ণ অর্গল বন্ধ ও গোপনেই রাখতে হয়। যে পাপ প্রকাশিত হয় না এবং যে পাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কেউ থাকে না, আল্লাহ্ তার অশেষ কৃপায় সে পাপ মাফ করে দিতে চান এবং অনেক ক্ষেত্রে তা দেন। পাপ যত বেশি হবে, তওবার গভীরতা এবং ব্যাপকতা হতে হবে ততোধিক।

হেদায়েত এবং সিরাতুল মুস্তাকিম

হেদায়েতের বড় মজবুত এবং রাজপথ হলো সিরাতুল মুস্তাকিম। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তারা হেদায়েতের এই রাজপথ-সিরাতুল মুস্তাকিমেই চলাফেরা করেন।

পথ চলার সময় আমরা চওড়া, মজবুতভাবে তৈরি মহাসড়ক বা রাজপথে চলতে পারি। পাকা রাস্তা ছেড়ে পূর্ব পথ বা রাস্তার ঢালু দিয়েও চলা যায়। রাস্তা ঢালুতে চলার বিপদও রয়েছে। পথ অসমতল এবং উঁচু নিচু হলে যাত্রী বার বার

www.pathagar.com

হোঁচট খেতে পারে। আছাড় খেয়ে আহত হতে পারে।

ছোট শিশুরা পথ চলার সময় বড় রাস্তায় চলার আনন্দ পায় না। তারা রাস্তার ঢালুতে চলে যেতে চায়। এমন কোনো শিশু যদি প্রধান সড়ক হতে বিচ্যুত হয়ে কাঁদামাটির খাদে বা ড্রেনে পড়ে যায়, সেরূপ শিশু কি করে? অন্যের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার একটি সহজ পদ্ধতি জানা আছে। সে কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে মায়ের দৃষ্টি ও সাহায্য কামনা করে।

আমরা যদি সরল পথ হারিয়ে ফেলি এবং মহাপাপও করে বসি, হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, তার রহমত হতে নিরাশ না হতে। শুধু রহমতের কাঙ্গাল হয়ে চুপচাপ বসে থাকলে আমাদের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হবে না। আমাদের দুঃখিত হওয়া এবং অনুতাপ করা উচিৎ। গভীর রাত জেগে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি এবং মুনাজাত করলে আমরা আল্লাহর সাহায্য পেতে পারি।

www.pathagar.com

৮

হেদায়েতের মূল উৎস

প্রত্যেকদিন সালাতের মধ্যে সূরা ফাতেহা পাঠকালে একটি আয়াতে আমরা আল্লাহ্র কাছে একটি মুনাজাত করি। এই মুনাজাতটি হলো হেদায়াত প্রাপ্তির মুনাজাত। সূরা ফাতেহার চতুর্থ আয়াত পাঠে আমরা আল্লাহ্র কাছে চাই : ইহ্-দি-নাস সিরাতাল মুস্তাকিম অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথে হেদায়েত দাও। "ইহ্দিনা" শব্দদ্বয়ের অর্থ "আমাদেরকে হেদায়েত দাও"। যা আল্লাহ্র কাছে প্রতিদিন চাই, তা মানুষের কাছে পাওয়া মুশকিল। হেদায়েত শব্দটির বিশেষ মর্মার্থ রয়েছে। মানবতার জন্য মূল হেদায়েত আসে আল্লাহ্র কাছ থেকে এবং নবীদের মাধ্যমে। আল্লাহ্র নাজেলকৃত কিতাবসমূহ হেদায়েত শিক্ষার গ্রন্থ।

হেদায়েত পাওয়া বড় কঠিন কাজ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন শুধু তাকেই হেদায়েত দেন। যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত দিতে চান, তাকে কেউ গোমড়া করতে পারে না। আল্লাহ্ যাকে গোমড়া রাখবেন ঠিক করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারবে না। তবু হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন বা পথ নির্দেশ প্রতিনিয়ত একজন মানুষ আরেকজনকে দিচ্ছে। জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতদেরকে পথনির্দেশ দিয়ে থাকেন। হেদায়েত কবুল হওয়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের এখতিয়ার (অধিকার)।

মানুষের পক্ষে হেদায়েত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ একে অপরকে হেদায়েত বা পথনির্দেশ পেতে সাহায্য করতে পারেন।

হেদায়েত দানের এবং গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। হেদায়েত সমুদ্র থেকে মুক্তা সংগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। যে ব্যক্তি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রগর্ভে ডুব দিতে পারেন তিনি হেদায়েতের মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে পারেন।

হেদায়েত প্রাপ্তি তাবলীগের ভূমিকা

তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারীদের অন্য কাউকে হেদায়েত দানের কোনো শক্তি এবং ভূমিকা নেই। তাবলীগকারী মুবাল্লিগগণ কাউকে হেদায়েত

www.pathagar.com

দিতেও চেষ্টা করেন না। তারা বিশ্বাস করে না যে, তারা কাউকে তাদের চেষ্টায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় আনতে পারবেন। তাবলীগকারী মুবাল্লিগদের কাজ কি? তাদের কাজ সীমিত থাকে আল্লাহ্‌র বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছিয়ে দেয়ার মধ্যে। কুরআন এবং হাদীসের কথাই তারা আল্লাহ্‌র বান্দাকে শুনিয়ে থাকেন। নতুন কথা বলার তাদের কোনো শক্তি নেই।

হেদায়েত সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। হেদায়েত দানের শক্তি এবং পথ প্রদর্শন শুধুমাত্র তারই হাতে। হেদায়েত দানের জন্য সকল ক্রেডিট এবং প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তার কাছেই হেদায়েত চাইতে হবে।

হেদায়েত শব্দটির পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই আমরা হেদায়েত চাই। আমরা হেদায়েত চাই মানুষের কাছে। বিশেষ বিশেষ বুজুর্গের নাম উল্লেখ করে বলে থাকি যে, তিনি বহু লোককে হেদায়েত দিয়েছেন। তার মাধ্যমে বহুলোক হেদায়েত পেয়েছে। এটা বিরাট ভুল ও ভ্রান্তি।

মহানবী এবং হেদায়েত

মক্কা নগরীতে মহানবীর ভূমিকা এবং কার্যাবলী কি ছিল? তিনি কি একজন কৃষিজীবী অথবা একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন? তিনি কি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদক এবং শিল্পপতি ছিলেন?

মক্কা নগরীতে তাঁর ভূমিকা ছিল হেদায়েতের পথে দাওয়াত। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন কিছু লোক সৃষ্টি করা যারা তার বাণী বহনে নিবেদিতপ্রাণ হবেন। যারা মক্কায় দুঃখের দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের প্রদীপ নিয়ে তৎকালীন জ্ঞাত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মহানবীর (সাঃ) মৃত্যুর পর তিনি ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারাই ছিলেন ইসলামের পুরোভাগে।

অন্য মানুষের বিষয় দূরের কথা, আমাদের মহানবীর কি হেদায়েত দানের ক্ষমতা এবং দাযিত্ব ছিল? তিনি কি হেদায়েত দেয়ার অথরিটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

নবুয়তী জিন্দেগীতে মহানবী কি কাজ করতেন? তাঁর প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ। হেদায়েত দেওয়া তাঁর দায়িত্ব ছিল না। এই অধিকার ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র। মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) মনেপ্রাণে কামনা করতেন যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবু তালিব এবং আবু লাহাব ইসলাম

www.pathagar.com

কবুল করুক এবং হেদায়েত গ্রহণ করুক। তিনি এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ। তারা হেদায়েত পায়নি।

অহুদ যুদ্ধে হযরত হামজা শাহাদাত বরণ করেছিলেন হযরত ওয়াছি (রাঃ)-এর বর্শাঘাতে। এতে রাসূলের হৃদয় ছিল দুঃখভারাক্রান্ত। হেদায়েত যদি রাসূলুল্লাহ্‌র হাতেই থাকতো তবে হয়তো হযরত ওয়াসি (রাঃ) হেদায়েত নাও পেতে পারতেন। একমাত্র আল্লাহ্‌ই তাকে ইসলামের অভ্যন্তরে প্রবেশের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি হেদায়েত পেয়েছেন ও মুসলিম হয়েছিলেন।

হযরত ওয়াসি যখন ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে ফিরিয়ে দেননি এবং প্রত্যাখ্যান করেননি। সাহাবি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রাঃ) রাসূলের পিতৃব্য হযরত হামযার বুক চিরে কলিজা কেটে তো চিবিয়ে খেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওয়াসি এবং হযরত হিন্দাকে অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন রাসূলুল্লাহ্‌র ঠিক বরাবর চোখের সামনে না বসেন। তাদের দেখে অহুদ যুদ্ধের করুণ স্মৃতি তার মানসপটে ভেসে উঠতে পারতো।

হযরত বিলাল (রাঃ) এবং হিদায়েত

হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌কে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং রাসূলের সঙ্গে হাসিঠাট্টার কথাও অন্যদের থেকে বেশি বলতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে কৌতুক করে বলেছিলেন যে, মহানবী (সাঃ)কে হেদায়েতের অথরিটি না দিয়ে এবং তাঁর নিজের কাছে রেখে আল্লাহ্‌তায়ালা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এ কৌতুকের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। যদি হেদায়েত দানের ক্ষমতা রাসূলুল্লাহর হাতেই থাকতো, তবে হয়তো হযরত বেলাল প্রাথমিক কয়েকজন মুসলিমের মধ্যে একজন হওয়ার দুর্লভ সম্মান এবং গৌরবের অধিকারী হতেন না। যদি মহানবীর কাছেই হেদায়েত দানের অধিকার থাকতো, তিনি হয়তো তা দিতেন আবু তালিবকে, যে রাসূলকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং রাসূলও তাকে ভালবাসতেন। আবু তালেবের পর হেদায়েত বিতরিত হতো হাসেমী বংশধরদের মধ্যে, অতঃপর কুরাইশ গোত্রে। অনেক পর হেদায়েতের ছিটেফোঁটা হযরত বিলালের মাথায় বর্ষিত হতো। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত বিলালের এই রসাত্মক কৌতুক অত্যধিক উপভোগ করেছিলেন।

www.pathagar.com

৯

হেদায়েত কে পায়?

হেদায়েত কে পায়

আল্লাহ্ যেকোন ব্যক্তিকে হেদায়েত দেন না। যারা হেদায়েত চায় না, তারা হেদায়েত পায় না। হেদায়েত এমন ব্যক্তিরাই পায়, যারা আকুল প্রাণে হেদায়েত কামনা করে এবং এজন্যে কঠোর পরিশ্রম করে, তারাই হেদায়েত পায়। হৃদয়ের কপাট বন্ধ করে রাখলে হেদায়েত তাতে প্রবেশ করবে না। কলবের দরজা খুলা রেখেই হেদায়েত চাইতে হয়।

ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া হেদায়েতের নেয়ামত পেয়েছিলেন কিন্তু হেদায়েত আমাদের নাগালের বাহিরে থেকে যায়। মুসলিম পরিবারে আমাদের জন্ম। শিশুকাল থেকে সকালবেলা কুরআন তিলাওয়াত করি। পাঁচবেলা মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ি। তবু হেদায়েত পাই না। ঈমান ছাড়া হয়ে বেঈমানের মতো মৃত্যুবরণ করি। এটা কি খুব দুঃখজনক নয়?

হেদায়েত এবং ইসলামী পুস্তক ব্যবসা

বিভিন্ন দেশে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন বহু অমুসলিম। ভারতে কোটি কোটি মুসলিম রয়েছে কিন্তু কুরআন এবং হাদিসের কিতাবের বড় বড় ব্যবসা অমুসলিমদের হাতে। লাখনৌ শহরের নওয়াল কিশোর প্রেস ইসলাম ও মুসলিমদের উপর হাজার হাজার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেছে। এ কোম্পানীর মালিক অমুসলিম হলেও মুসলমানদের বিশেষ বন্ধু।

সম্পূর্ণ আল-কুরআনের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদকারী গিরিশ চন্দ্র সেন ইসলামের উপর বহু সংখ্যক বই লিখেছেন। ইসলামী পুস্তকের অমুসলিম প্রকাশক ও ব্যবসায়িগণ কি হেদায়েতের নূর পেয়েছিলেন? কুরআন হাদীসের অমুসলিম স্কলাররা কুরআন হাদীসভিত্তিক পুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সত্যিকার নূর পাননি। হেদায়েত থেকেও তারা বঞ্চিত রয়েছেন।

www.pathagar.com

মুসলমানরা ইসলাম সম্বন্ধে যতটুকু লেখাপড়া করে, ইহুদি নাছারারা ইসলাম সম্বন্ধে তার কম লেখাপড়া করে না। তারা ইসলামের উপর মুসলমানদের থেকে অনেক বেশি বই-পুস্তক লিখেছে। আরবী ভাষায় ইহুদি, খ্রীস্টানদের দক্ষতা মুসলিমদের থেকে কম নয়। কিন্তু জ্ঞান ও পান্ডিত্য থাকলেই হেদায়েত আসে না।

দ্বীনি কিতাবের উপর কারো পূর্ণ আস্থা না থাকতে পারে। ইসলামকে একটি জীবিকা ও পেশা হিসেবে কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারে। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির লাইব্রেরীতে হাজার হাজার পুস্তক থাকতে পারে। তার জ্ঞানও হতে পারে অতি গভীর। তবে এমনও হতে পারে, কারো মন এবং মস্তিষ্ক ইসলামী জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হবে, কিন্তু তার হৃদয়ে বা কলবে খালেছ ঈমান নাও থাকতে পারে।

হেদায়েত এবং ইউনিফর্ম পোশাক

প্রতিরক্ষাবাহিনী সদস্য, পুলিশ, আনসার, বিডিআর-এর সদস্যদের একই ধরনের সুনির্দিষ্ট পোশাক আছে। এই পোশাককে আমরা ইউনিফর্ম বলে থাকি। সিকিউরিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী, রেস্টুরেন্টের বয়, বেয়ারা, বিমান, এয়ার লাইন্সেও ইউনিফর্ম প্রবর্তিত আছে। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের পোশাকের বিশেষ ধরন রয়েছে। তবে ইউনিফর্ম বা পোশাক দেখে ঈমান এবং হেদায়েত প্রাপ্তি কার কতটুকু হয়েছে বুঝা যায় না।

পাশ্চাত্য-স্যুটপরা ব্যক্তিরা আলেম হলেও আমাদের দেশে তারা মসজিদের ইমাম নির্বাচিত হন না। মিসর, তিউনিশিয়া, তুরস্কে দাড়িবিহীন ইমাম দেখে কেউ আশ্চর্য হয় না। পরিচ্ছন্ন করে দাড়িছাঁটা, টাই পরা লোককে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের মন চাইবে না। ইমামের পোশাকে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

আরব দেশসমূহে, উত্তর আফ্রিকায়, তুরস্কে জনসাধারণ আমাদের থেকে অনেক বেশি পাশ্চাত্যমুখী। তারা দাড়ি ছাঁটা, টাই পরা লোকের পিছনে নামাজ পড়তে উশখুশ করবে না। উপমহাদেশে উলামা-উল-কিরাম দাড়িবিহীন ব্যক্তিদেরকে ফাসিক মনে করেন। ফাসিক কাফিরের নিকটবর্তী। অনেকের ধারণা ফাসিকের পিছনে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। সে নামাজ পুনরায় পড়তে হয়।

পাশ্চাত্য ড্রেস পরা এবং দাড়ি না রাখা উলামাদের নিকট ইয়াহুদি নাছারার সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য। যদিও মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে দাড়ি-টুপি

www.pathagar.com

এবং সুন্নতি লিবাসের প্রতি উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়, তবুও পোশাক পরিচ্ছদের সুন্নাহ পরিত্যাগকারী হেদায়েতপ্রাপ্ত কিনা– এ সম্বন্ধে জনমনে সন্দেহ রয়েছে।

ইলম, পাণ্ডিত্য এবং হেদায়েত

যদিও এটা আশা করা যায় যে, মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং সুন্নাত লেবাসসম্পন ব্যক্তিরা দ্বীনের উপর মজবুত থাকবেন এবং মুজাহিদ হবেন, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় সুন্নতের প্রতি অসতর্ক ব্যক্তিরাই আল্লাহর রাস্তায় অধিকতর কুরবানীর জন্য এগিয়ে আসেন।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য

জনৈক চিকিৎসক অসুস্থ হলে প্রকৃতিগতভাবে ঔষধ সেবন করার অনুপযুক্ত হন অথবা ইঞ্জেকশন নিতে পারেন না। তিনি হয়তো পরিণামে হীন স্বাস্থ্যের অধিকারী বা অসুস্থ হতে পারেন।

অনেক বড় বড় চিকিৎসক আছেন, যারা তাদের লাইনের একজন দিকপাল বা বিশেষজ্ঞ। সমপেশার লোকদের কাছে খুবই সম্মানিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এরূপ বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসকও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং ঔষধের জ্ঞান থাকার কারণেই তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাও হতে পারেন।

ইসলাম সম্বন্ধে একজন অতি বড় আলেমও আমল এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসুস্থ হতে পারেন। যদি তিনি আল্লাহর রাস্তায় নিষ্ঠার সঙ্গে মেহনত বা কুরবানী না করে থাকেন।

মাল্টিমিলিয়ন ডলার ঔষধ কোম্পানীর প্রধান বিক্রয়কেন্দ্রের বিক্রয় সহকারী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়ে রুগ্ন ব্যক্তিও হতে পারেন। ঔষধের দোকানের বিক্রয় সহকারী হলেই যে তিনি স্বাস্থ্যবান হবেন এরূপ কোনো কথা নেই। কোনো ব্যক্তি কোনো একটি বিখ্যাত মসজিদ সংস্থার কর্মকর্তা বা কর্মচারী হতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীর চেতনা ও প্রবণতাহীন হলে শুধুমাত্র ইসলামী সংস্থার কর্মকর্তা বা কর্মচারী হওয়ার কারণেই ঈমানদার হবেন না। অথবা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবেন না।

হেদায়েতের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা

কোনো কোনো ব্যক্তি তাবলীগের কাজে সুদীর্ঘকাল অংশগ্রহণ করেও হেদায়েত পান না। যারা তওবা অনুশোচনা করেন, ঐকান্তিকতার সাথে

www.pathagar.com

হেদায়েত চান এবং হেদায়েত পাওয়ার চেষ্টা করেন তারাই হেদায়েত পান। হেদায়েতের জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না।

একটি বুফে পার্টিতে বহু ধরনের খাদ্য টেবিলে সরবরাহ করা হয়। টেবিল থেকে প্লেটে খাদ্য নিয়ে খাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ না হলে যাদের ক্ষুধা আছে, তারাই খাদ্য প্লেটে নেবেন। যদি কারো বিশেষ বিশেষ খাবারের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে, তিনি সে খাবার প্লেটে তুলে নেবেন। কোনো ব্যক্তির যদি ক্ষুধা না থাকে অথবা বিশেষ কোনো খাদ্যের প্রতি কোনো অভিরুচি বা আকর্ষণ না থাকে, তিনি এ ধরনের পার্টিতে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে উঠবেন, খাওয়ার দিকে মন দেবেন না।

যদি কেউ হেদায়েতের ক্ষুধা নিয়ে তাবলীগ জামাতে যোগ না দেন অথবা ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য তাবলীগে যোগ দিয়ে থাকেন এবং হৃদয়-মন না দিয়ে হেদায়েত কামনা করেন, তিনি তা পাবেন না। হতে পারে তার তাবলীগে অংশগ্রহণের মেয়াদ সুদীর্ঘ।

কোনো ব্যক্তি তাবলীগে বৎসরাধিককাল একাধারে থাকতে পারেন। অপরদিকে কোন ব্যক্তি তিন দিন তাবলীগে থেকেও অনেক কিছুই পেয়ে যেতে পারেন, যদি তার হৃদয়ে হেদায়েতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে।

সারা দিন রোজা রেখে এবং উপবাসের কষ্ট ভোগ করেও কেউ কেউ হেদায়েত পান না। তেমনি দীর্ঘ সময় তাবলীগে কাটাবার পরও হেদায়েত পাননি– এমন বহু লোক থাকতে পারে।

তাওয়াক্কুল এবং হেদায়েত

যারা তাদের সততা, ধর্মপরায়ণতা, তাকওয়া ও ঈমানদারী সম্পর্কে গভীর আত্মবিশ্বাসী, তাদের ভাগ্যে হেদায়েত না-ও জুটতে পারে। অন্যদিকে অতি বড় পাপীও হেদায়েত পেয়ে যায়। যারা তাদের নেকী জিন্দিগী সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী এবং স্বনির্ভর– হয়ত আল্লাহ তাদেরকে তাদের যোগ্যতা ও আমলের বিনিময়ে হেদায়েত নিয়ে নিতে বলতে পারেন। অন্যদিকে এমন বিরাট পাপী যারা আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে, হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তারাও হেদায়েত পেয়ে যেতে পারেন।

যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তারা শক্তিহীন প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক, আল্লাহর করুণা ভিন্ন তাদের মুক্তির কোনই উপায় নেই– তারা আগে হেদায়েত পেয়ে যেতে পারেন। যারা নিজের নেকির উপর নির্ভর করে হেদায়েত চাইবেন, তাদের নাগালের বহুদূরে থেকে যাবে হেদায়েত।

www.pathagar.com

মুবাল্লিগের দৃষ্টিভঙ্গি

যারা ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, পরিবেশ বা অন্যান্য কারণে সৎকর্মের আদেশ করতে এবং দুষ্কর্ম প্রতিহত করার মত সাহসী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মন-মানসিকতা কী হওয়া উচিত? যারা মুবাল্লিগ এবং দা'ঈ হিসেবে সময় দিতে পারেন না অথবা এ দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য নন, তাদের অনুভূতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত? তাঁরা কি শান্ত-সমাহিত থাকবেন এই ভেবে যে, তাবলীগ এবং দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার মত সময় ও যোগ্যতা তাদের নেই? অতএব, তাদের করারও কিছু নেই। স্বীয় অক্ষমতা ও অযোগ্যতার জন্য কি তাদের চিন্তিত ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়? কারো কোনো বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলে যেমন নিরানন্দ ও দুঃখবোধ হয়, সে ধরনের দুঃখবোধ কি তাদের হওয়া উচিত নয়?

একটি আগুনলাগা বাড়ীতে মূক ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি

একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি শুধু পক্ষাঘাতগ্রস্তই নন, তদুপরি মূক এবং বধির। বাড়ীর অন্যান্য লোক কাজকর্মে গৃহের বাইরে চলে গেছেন। ঘরে কেউ নেই। এ অবস্থায় রান্নাঘর থেকে বাড়ীতে লেগেছে আগুন। আগুন ক্রমশ অন্যান্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। মূক ও বধির লোকটি চিৎকার করে কাউকে ডাকতে পারছেন না।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে উঁচু পালংক থেকে নামতেও পারছেন না। তিনি এত দুর্বল যে নড়ার মত শক্তিও তার নেই। আগুনের লেলিহান শিখা তার দিকে এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় তার করণীয় কি? যেহেতু তিনি কিছু করতে পারছেন না, তাই কি তিনি পেরেশান হবেন না? নিশ্চিত মৃত্যুকে তিনি কি শান্ত সমাহিতভাবে আলিঙ্গন করবেন?

তিনি কি ভাববেন যে, যেহেতু তিনি চিৎকার করতে পারেন না অথবা নড়াচড়া করতে পারছেন না, তাই তার পরম শান্তিতে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। ক্রমশ অগ্রসরমান অগ্নি এবং নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখে তার কি কান্না পাবে না?

আমরা অনেকেই আমাদের চারিদিকে অন্যায়-অবিচার সংঘটিত হতে

www.pathagar.com

দেখতে পাই। যারা এসব অন্যায়-অবিচার করেন, তাদেরকে এ সম্বন্ধে বুঝাবার যোগ্যতা আমাদের না থাকতে পারে। অন্যায় অত্যাচার প্রতিহত করার মত শক্তিও আমাদের বাহুতে নেই। এ অবস্থায় আমাদের অনেকেই মনে করে থাকি যে আমাদের কোনো দায়িত্বই নেই। এটা কি সঠিক?

আমাদের অবশ্যই দুঃখিত ও পেরেশান হওয়া উচিত। কী ধরনের দুঃখবোধ আমাদের হওয়া উচিৎ? একটি জ্বলন্ত গৃহে শায়িত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও মূক ব্যক্তির যেরূপ অসহায়তা বোধ, দুঃখ এবং অশান্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, আমাদের কি সেরূপ অনভূতি হওয়া উচিত নয়? সে অনুভূতি যদি আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি না হয়, আমরা সত্যিকার মুমিন নই।

ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের অবশ্যই করণীয় ফরজ কর্তব্য। যে কিছু করতে পারে না, তার অন্তত চিন্তা, স্বীয় অক্ষমতার জন্যে পেরেশানী এবং দুঃখ থাকা উচিত। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ সকল মুসলিমের জন্যে অবশ্যই করণীয় ফরজ কর্তব্য। কেন এবং কিভাবে তা ফরজ অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বীনের জন্যে হৃদয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা সৃষ্টি

এক নওজোয়ানের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছিল। তার শারীরিক অবস্থা দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। নওজোয়ানের পিতা একজন বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একমাত্র পুত্রের হীনস্বাস্থ্য দেখে তিনি অত্যন্ত পেরেশান। সন্তানের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যেতে দেখে যুবকের স্নেহময়ী মা কেঁদেকেটে অস্থির। তিনি নিজের খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যে তিনি কোনো রুচি পান না। স্ত্রী এবং পুত্রের ক্ষীণ স্বাস্থ্য দেখে পিতা আরো অস্থির।

ডাক্তারের পর ডাক্তার আসছে। ভিন্ শহর থেকে নামীদামী চিকিৎসক আনা হচ্ছে। তারা বিভিন্ন পরীক্ষা করছেন। রক্ত পরীক্ষা, পেসাব-পায়খানা পরীক্ষা, এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ডাক্তারেরা একটার পর একটা ঔষধ দিচ্ছেন। পুরোনো চিকিৎসাপত্রে ঔষধের নাম দেখে নতুন এবং দামী ঔষধ দিচ্ছেন। রোগ তারা ধরতে পারছেন না। রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন ত্রুটি তাদের পরীক্ষায় ধরা পড়ছে না। তারা রোগী এবং রোগীর পিতামাতাকে আশ্বাস দিচ্ছেন– ভয়ের কারণ নেই। শুধু বেশি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা ছিল অন্য।

যুবকের কোন ক্ষুধা তৃষ্ণাই ছিল না। তার মা নিজের হাতে দিন রাত খেটে

www.pathagar.com

রকমারী খাবার তৈরি করেন। কিন্তু কোন খাদ্যেই পুত্রের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ এবং রুচি নেই।

যুবকের বিত্তশালী পিতা ছিলেন খান্দান ব্যক্তি। নিজে বাজারে যাওয়া তিনি অবমাননাকর মনে করতেন। মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের করুণ অবস্থা দেখে তিনি নিজেই বাজারে যাওয়া শুরু করেন। টাকার অভাব নেই। বাজারে খাদ্যদ্রব্য যা দেখেন, প্রত্যেক আইটেমরই কিছু না কিছু ক্রয় করেন। তরি-তরকারী, ফল-ফলাদি, আমিষ, শর্করা, স্নেহ এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য যা-ই নজরে আসে, তার কিছু কিছু ক্রয় করেন।

প্রতিদিনি শতাধিক প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো- যদি এক চামচ বা এক কামড় করেও প্রতিধরনের খাদ্য প্রাণাধিক পুত্র আহার করে, কিছুতো তার পেটে যাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পুরা টেবিলে পরিবেশিত খাদ্যের দিকে তার কোনো নজরই যায় না।

এক পর্যায়ে চিন্তাগ্রস্ত পিতামাতা ডাকলেন এক বিশেষ ব্যক্তিকে। তিনি কোনো নামী-দামী চিকিৎসক নন। বরং একজন হেকিম। তদুপরি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক। তিনি বুঝতে চাইলেন যুবক কোনো যুবতীর প্রতি প্রেমাসক্ত কি-না অথবা ব্যর্থ প্রেমিক কি-না। কিন্তু কিছুই বের করতে পারলেন না। পিতামাতাও সেরূপ কোনো লক্ষণ দেখেননি। হেকিম সাহেব জানতে চাইলেন পিতামাতা বা অন্যের কোনো ব্যবহারে যুবক কখনো মর্মাহত হয়েছেন কি-না।

বহু সময় যুবকের সঙ্গে সময় কাটিয়ে শত শত প্রশ্ন করে হেমিক সাহেব জানলেন যে, ছোটবেলা থেকেই যুবক খাদ্যে উদাসীন। বহু চেষ্টা করে তাকে শিশুকালেও খাওয়াতে হতো। তিনি তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে রোগের একটি কারণ নির্ণয় করলেন এবং ঔষধ দিলেন। তা হলো ক্ষুধা-তৃষ্ণা সৃষ্টির ঔষধ। এমন কিছু সিরাপ তিনি দিলেন যাতে পিপাসা পায়। হজমী বড়ি দিলেন যাতে পেটে যা যায় অতিদ্রুত যেন তা হজম হয়ে যায়। এলোপ্যাথিক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ক্ষুধা সৃষ্টির ট্যাবলেটও তিনি নিজে এনে বসে থেকে খাওয়ালেন। তিনি যুবককে কোনো কিছু খাওয়ার উপদেশ দিলেন না, যা অন্য ডাক্তারগণ প্রদান করতেন। তার চিকিৎসাপত্রের লক্ষ্যই হলো যুবকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সৃষ্টি করা। এতে কাজ হলো।

যুবকের দেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সৃষ্টি হওয়ার পর সে নিজেই খাওয়া শুরু করলো। হেমিক সাহেব তার ব্যবস্থাপত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আরো হজমী বড়ি ও ঔষধপত্র খাওয়াতে লাগলেন। অবস্থা এমন হলো যে, যুবক সুস্থ হয়ে উঠতে

www.pathagar.com

লাগলো। নিজেই নতুন নতুন খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে বাজারে যেতে শুরু করলো।

ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টিতে একজন দ্বীনের দা'ঈ বা আহ্বানকারীর ভূমিকা কি? দ্বীনের দা'ঈ বা আহ্বানকারীর ভূমিকা শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণ নয়। দা'ঈ এবং তাবলীগকারীর লক্ষ্য হবে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ ও তা অনুসরণের ক্ষুধা সৃষ্টি করা। যদি কারো মধ্যে দ্বীনের ক্ষুধা সৃষ্টি করা যায়, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দ্বীন সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। দ্বীন অনুসরণে তার কল্যাণ হয়, তা নিশ্চিত হতে পারলে নিজ স্বার্থেই দ্বীনী জিন্দেগী অবলম্বন করবেন এবং দ্বীনদার হবেন।

অর্থ-বিত্তের ক্ষুধা থেকে ঈমান ও আখলাকের ক্ষুধায় উত্তরণ

মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীর উদ্দেশ্য হবে মানুষের মধ্যে ধর্ম ও দ্বীনী জিন্দেগীর ক্ষুধা সৃষ্টি করা। যারা ধর্মীয় বিষয়ে বেহুঁশ তাদের মধ্যে হুঁশ ফিরিয়ে আনা। যারা ধর্মীয় বিষয়ে বে-তলব এবং উদাসীন তাদের মধ্যে তলব সৃষ্টি করা। যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অচেতন এবং অনাগ্রহী তাদের মধ্যে এর গুরুত্ব এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা।

মানুষের মমতা এবং ভালবাসা– গাড়ি, বাড়ি, শাড়ি, অলংকার, বিত্ত-সম্পদ, আরাম-আয়েশের যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির প্রতি গভীর। বিত্ত-সম্পদের পিছনে দিনরাত ভূতের মত খেটে মানুষ নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন। দেহে আলসার, ক্যান্সার ডেকে আনেন। অধিকাংশ মানুষই জীবনে ঈমান এবং আখলাকের গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন না। আখলাখ, আচরণ, সম্পত্তি বা তৈজসপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে চেতনা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই।

মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীর দায়িত্ব কি? মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীর দায়িত হলো যন্ত্রপাতির প্রেমে মত্ত জড়বাদী মানুষের মধ্যে ঈমানের তাৎপর্য ও তদনুযায়ী আখলাকের গুরুত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা। বাহ্যিক যন্ত্রপাতি নয়, হৃদয়ে অনুভূতি, আচরণ এবং সংস্কৃতি যে সত্যিকার সৌন্দর্য ও স্থায়ী– এই চেতনা সৃষ্টি করা।

আল্লাহর রাস্তায় কর্মরত মুবাল্লিগের লক্ষ্য হলো মানুষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন। জড়বস্তু নয়, হৃদয়ের গুণাবলী ও মনুষ্যত্বই মানুষকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

শিরকের মাকড়সার জাল

মাকড়সা পরিত্যক্ত বাড়ীতে জাল বোনে। যে বাড়িতে তাবলীগ এবং

www.pathagar.com

দাওয়াহ'র আমল নেই, সে বাড়ীতে শিরক, কুফর ও মুনাফেকী রূপ-মাকড়সার জাল সৃষ্টি হয়। দাওয়াহ হলো গৃহিণীর ঝাড়ুর ন্যায়। দাওয়াহ'র ঝাড়ু ব্যবহার হলে কুফর, নিফাক ও শিরকের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

মুবাল্লিগ এবং ট্রাফিক পুলিশ

মুবাল্লিগ এবং ট্রাফিক পুলিশের কাজের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বা মিল আছে কী? ট্রাফিক পুলিশের কাজ কি? পথযাত্রী ও চলমান যানবাহনের সুবিধার জন্য রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশ যানবাহন দু'মিনিট থামিয়ে দেয়। অন্যদিকে যানবাহনকে পথ চলার সুযোগ করে দেয়। খানিক বিরতি-- যানবাহন এবং যাত্রীদের স্বার্থেই।

মুবাল্লিগ তিন দিনের জন্য প্রাত্যাহিক জীবনের কার্যাবলী এবং গতি থামিয়ে দিতে চায়। এটা মুবাল্লিগের স্বার্থে। অন্যদের স্বার্থে। সমাজের স্বার্থে। রাস্তায় যদি ট্রাফিক পুলিশ না থাকে, এক্সিডেন্ট হবে। সভ্য দেশে রাষ্ট্রপতি, সরকার প্রধান, যুবরাজ ও রাজাধিরাজের বাহন ট্রাফিক পুলিশ থামিয়ে দেয়। তা সে করে রাজাধিরাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে।

জ্ঞানকে আমলে পরিণতকরণ

মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীর কাজ কি? মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীর কাজ ইসলাম শিক্ষা দেয়া নয়, যারা তাবলীগ করেন, তারা খুব শিক্ষিত নন। তিন থেকে চল্লিশ দিনে একজন মানুষকে কি-বা শিক্ষা দেয়া যায়, তিন দিন তাবলীগকারীদের সঙ্গে থেকে মানুষ যা জানতে পারে, দুই-তিন ঘন্টা পত্রিকা বা সাময়িকী পাঠ করে তার চেয়ে বেশি জানা যায়। তাবলীগকারীর কাজ হলো মানুষ যা জানে, তা আমলে পরিণত করার মানসিকতা ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করা। আর এই লক্ষ্য সাধনে অন্যের কাছেও এ আবেদন পৌছে দেয়া।

মানুষ যা জানে সে অনুসারে আমল না করা পর্যন্ত কি মসজিদে ইতিকাফ এবং তাবলীগে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে? মানুষ অতি অল্প সময়ে অনেক কিছু জানতে পারে। শয়তান জ্ঞান অর্জনে বাধা দেয় না। চিরশত্রু আদম সন্তানকে আমল হতে বিচ্যুত রাখাই তার সাধনা। যেহেতু মানুষ যা জানে সুযোগ এবং পরিবেশ থাকলেও আমল করতে পারে না, তাই একদিন, দু'দিন তাবলীগ নয়, সারাজীবন ধরেই তাবলীগ করতে হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। ক্লান্ত হওয়া চলবে না। আমৃত্যুই চলতে হবে।

www.pathagar.com

তাবলীগকারী মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট্য

আসহাবুস সুফ্‌ফা

আসহাবুস-সুফ্‌ফার প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ। আসহাবুস-সুফ্‌ফার বা মসজিদের বারান্দার অধিবাসিগণ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মদিনার মসজিদে সুফ্‌ফায় বা বারান্দায় থাকতেন। দ্বীনের প্রচারে সর্বক্ষণিক ভূমিকা ছিল তাদের। তাবলীগ এবং দাওয়াহ হলো আসহাবুস-সুফ্‌ফার কাজেরই আধুনিক ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাবলীগকারী মুবাল্লিগেরা বছরের পর বছর মসজিদে থেকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন না। বরং কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করেন।

জ্ঞানের সমুদ্র ও মুবাল্লিগের মেঘ

মুবাল্লিগ তাবলীগকারিগণ বাহরুল উলুম বা জ্ঞানের সমুদ্র নন। তারা আকাশে ভাসমান মেঘের মত। মেঘের মধ্যে সমুদ্রের মত অত বেশি পানি থাকে না। সমুদ্র অচলমান। গিরিশৃঙ্গ নিজ স্থানেই বিদ্যমান। মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। মেঘ বিভিন্ন স্থানে কম-বেশি বৃষ্টি বর্ষণ করে। যারা চায় না তাদেরও ভিজিয়ে দেয়। মেঘের বৃষ্টিতে জমি সরস হয়, উর্বরতা বাড়ে। তরিতরকারী, ফলফলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আগাছা ও জঙ্গলেও জন্মে।

পুকুর, হ্রদ ও সমুদ্রে বহু পানি জমে থাকে। এ পানি জমিতে বহন করে নেয়া না হলে শস্য উৎপাদনে তেমন কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু বৃষ্টির পানি, খাদ্যদ্রব্য, ফলফলাদি উৎপাদনে সহায়ক হয়। পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়।

একজন তাবলীগকারী মেঘের মত বাড়িতে বাড়িতে গমন করেন। অনাহুতভাবে দরজায় ধাক্কা লাগান। এমন লোকের দরজায় যান, যারা তাদেরকে গালাগালি পর্যন্ত করেন, তাড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

গতিশীলতা

তাবলীগকারীর প্রকৃতি হলো গতিশীলতা। তারা আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে মানুষের কাছে যান। কেউ পছন্দ করেন, কেউ ঘৃণা করেন, কেউ ঘরে ঢুকতে দেন, কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু মুবাল্লিগের কাজ থেমে থাকে না। গতি স্তব্ধ হয় না।

জ্ঞানের হ্রদ এবং তাবলীগের ভিস্তিওয়ালা

একজন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পুকুর বা হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পিপাসার্ত ব্যক্তি হ্রদ পুকুর বা কূপের নিকটে আসেন, পানি তুলে নেন। তার প্রয়োজন মিটান। পিপাসা নিবারণ করেন। মুবাল্লিগ হ্রদ বা পুকুর বা কূপের মত নন। তারা হলেন ক্ষুদে ভিস্তিওয়ালা, পানিওয়ালা। তারা দ্বীনের পানি বিতরণের জন্য বাড়ি বাড়ি যান। তাদের কাছে মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী বাহারুল উলুম আলেমের মতো এক হ্রদ বা এক পুকুর এলেম নেই। তাদের কাছে থাকে এক মশক বা এক জগ পানি। এটি বহন করে তারা মানুষের কাছে যান। যে ইচ্ছা করে সে পুরা কলসির পানি অথবা কয়েক গ্লাস নিয়ে পান করতে পারেন।

যার পানির পিপাসা আছে বা অনেক পানি প্রয়োজন আছে, সে পানির জন্য টিউবওয়েল, ট্যাংক, নদী বা হ্রদের কাছে যায়। পানি সংগ্রহ করে। তাবলীগকারিগণ তাদের অল্প জ্ঞানের কলসি দিয়ে যাদের পানি প্রয়োজন তাদের কাছে গমন করেন। যারা পানি চান না তাদের কাছেও যান।

আল্লাহ্‌ওয়ালা ও দুধওয়ালা

দুধওয়ালা কাকে বলা হয়? এক ব্যক্তির চারটি দুধওয়ালা গাভী আছে। তার প্রত্যেকটি গাভী পাঁচ-ছয় কিলো করে দুধ দেয়। কিন্তু তিনি দুধ বিক্রয় করেন না। বৃহৎ সংসারে সকলেই প্রয়োজনমত দুধ পান করেন। অতিরিক্ত দুধ গৃহস্থ তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করেন। এরূপ ব্যক্তিকে কি দুধওয়ালা বলা হবে?

অন্য এক ব্যক্তির কথা ভাবুন। তার একটিও গাভী নেই। তিনি গৃহস্থের কাছে থেকে তাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দুধ ক্রয় করে আনেন এবং দুধ বিক্রেতা হিসেবে অন্যের বাড়িতে দুধ ফেরী করেন, বিক্রয় করেন। নিজের কোনো গাভী না থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে দুধওয়ালা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

সব সময় আল্লাহ্র ধ্যান করেন, তাকে আল্লাহ্ওয়ালা নাও বলা হতে পারে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কথা মানুষের কাছে বলার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান, তাকে বলা হবে আল্লাহ্ওয়ালা।

দাওয়াহ্ বা তাবলীগের দায়িত্ব

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের দায়িত্ব এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের দায়িত্বের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই? পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের দায়িত্ব ছিল নবীর কথা অনুসারে আল্লাহ্র এবাদত করা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের এবাদতের মধ্যে যুক্ত হয়েছে আর একটি নতুন মাত্রা। তাদের জন্য অন্যান্য নবীর অনুসারীদের ন্যায় চিরাচরিত এবাদত, আমল, আখলাক পর্যাপ্ত নয়। যেহেতু নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই নবীরা যে কাজ করতেন, সে কাজের দায়িত্ব শেষনবীর অনুসারীদের উপর বর্তিয়েছে।

সকল নবীর একটি বুনিয়াদি ও মৌলিক দায়িত্ব হলো আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াহ্ মানুষের কাছে পৌছে দেয়া এবং তাদের দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। এ কাজের দায়িত্ব এখন পড়েছে শেষ নবীর অনুসারীদের উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হযরত ঈসা মাসিহ (আঃ)-এর অনুসারীরা গ্রহণ করেছেন তাদের দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ্'র দায়িত্ব। সারা দুনিয়ায় মিশনারীরা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মানুষকে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু শেষ নবীর অনুসারীরা এ ব্যাপারে উদাসীন।

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সংযোগ ঘটিয়ে আল-কুরআনে উল্লিখিত মোয়াল্লাফাতুল কুলব বা হৃদয়কে দ্বীনের দিকে আকর্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। যারা এদেশে সুফি দরবেশের ন্যায় জীবনব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজে কাটিয়ে গেছেন আমরা কি তাদের মতো হতে পারি না।? বরং যারা চল্লিশ দিন অথবা চার মাস আল্লাহ্র রাস্তায় কাটান তাদের সমালোচনা করে আমরা শেষ নবীর অনুসারীরা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করি।

আলিম ও কামিল ব্যক্তিদের তাবলীগ

দুনিয়ার জিন্দেগীতে কেউ অতি উচ্চপদে আসীন হতে পারেন। তিনি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বহুবিত্তের মালিক হতে পারেন। সরকারী চাকুরি করে

www.pathagar.com

তিনি বড় আমলা হতে পারেন। সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে সেনাপতি হতে পারেন। রাজনীতি করে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। কিছু কিছু যোগ্যতা ও ক্ষমতা তিনি নিজ প্রচেষ্টা ও সাধনাবলে অর্জন করেন। কখনো কখনো বিশেষ পদে নিয়োগ পেলে আইনের আওতায় ক্ষমতা তার উপর অর্পিত হয়।

সরকার যে বিধি নির্দেশ জারি করে, সরকারী কর্মকর্তাদের এমনকি জনগণকেও ঐ সমস্ত নির্দেশ পালন করতে হয়। কেউ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা সেনাপতি নিযুক্ত হলে সকল সৈন্য বা অধিনস্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা সেনাপতির নির্দেশ পালন করতে হয়। সেনাপতির হুকুম অবজ্ঞা করলে বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করলে সামরিক আদালতে তার বিচার হতে পারে।

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বা কোর্টের হাকিম বিধিমত নাগরিকদেরকে তার অফিসে বা এজলাসে হাজির হতে বা প্রতিনিধি পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারেন। ঐ নির্দেশ পালন না করা হলে নির্দেশিত ব্যক্তির সামাজিক, পদমর্যাদাগত বা আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে।

সরকারী অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিম্ন পদের কর্মকর্তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। কি কাজ করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কখন অফিসে আসতে হবে, ছুটির দিনে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন কিনা– এসব নির্দেশ দানের অধিকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আছে।

সামরিক কর্মকর্তা, উজির, নাজির বা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ন্যায় কোনো একজন মুবাল্লিগ বা দা'ঈ-এর কাউকে নির্দেশ পালনে আইনগতভাবে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। তারা তাদের নির্দেশ পালনে কাউকে বাধ্য করতে পারেন না। আইনের প্রতিফলিত গৌরবে তারা গৌরবান্বিত হন না।

তাবলীগকারী এবং দা'ঈ-এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকতে হবে। এ ক্ষমতা আসে এবাদত, আমল, আখলাখ এবং তাকওয়া হতে।

আল্লাহর বাণী বহন করা এবং পৌছে দেয়ার দায়িত্ব সকলের উপর। কিন্তু যিনি উচ্চস্তরের জ্ঞান, চারিত্রিক এবং মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন, তাদের দ্বীনের রাস্তায় আহ্বানের আবেদন গভীরতর। মানুষ তার চেয়ে বেশি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের নির্দেশ পালন করতে চায়।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দায়িত্ব

অশিক্ষিত অপেক্ষা দ্বীনের কাছে শিক্ষিতদের দায়িত্ব বেশি। শিক্ষার্থী অনেকেই বার বার ভুল করেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তারা ভুল

www.pathagar.com

সংশোধন করে নেন। সরকারী-বেসরকারী চাকরিতে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কর্মকর্তারা তাদের ছোটখাট ভুলের জন্য চাকুরিচ্যুত হন। নিম্নপদস্থদেরকে ক্ষমা করা হয় বেশি। দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কম শিক্ষিত অপেক্ষা আলেমদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলের দায়িত্ব

যাদের কাছে মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারীরা যান, তারা যদি মুবাল্লিগদের দাওয়াতে (আহ্বানে) সাড়া না দেন অথবা মারমুখী হয়ে আসেন, তাবলীগকারীদের হতাশায় ভুগতে হবে না। যাদের কাজের কোনো ইতিবাচক ফল দেখা না গেছে, তারা কি তাবলীগের কাজ ছেড়ে দিবেন? না, তা কখনো নয়।

আল্লাহ্‌র নবীদের অনেকেই তিন দিন বা তিন মাস নয়, বছরের পর বছর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। অনুসরণ করার মতন লোক পাওয়া যায়নি বলে একদিনও তারা দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ হননি। আমাদের নবী (দঃ) তের বছর পর্যন্ত মক্কায় দ্বীনের প্রচার করে গেছেন। খুব কম লোকই তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন।

তাবলীগের কাজের ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার উপর। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ মানুষকে তাবলীগের কাজ করে যেতে বলেছেন। ফলাফল দেখে কাজ সীমিত বা প্রসারিত করা মুবাল্লিগের দায়িত্ব নয়। ফলাফলের দায়িত আল্লাহ্‌র উপর। মুবাল্লিগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দায়িত্ব পালনের এবং ফলাফলের জন্য পেরেশান না হওয়ার জন্য। যে ফলাফল এ দুনিয়াতে দেখা যায় না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে মৃত্যুর পর আখিরাতে।

যদি কোনো পুত্র নামাজ না পড়ে, পিতার দায়িত্ব হলো তাকে নামাজ পড়তে বলা। যদি বিশ বছর পর্যন্তও পুত্রকে পিতার নির্দেশ পালন করতে দেখা না যায়, তবুও তাকে বিরত হতে হবে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছেলেকে নামাজের জন্য বলতে হবে। সে শুনুক বা না শুনুক। পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করে না বলে পিতা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন থেকে অব্যাহতি পান না।

নামাজ না পড়ার জন্য হানাফী মাজাহাবে পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় না। শাফেয়ী মাজহাবে নামাজত্যাগী ফাসেকের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যে সন্তান পিতার জীবদ্দশায় তার নির্দেশ পালন করেনি, হতে পারে পিতার মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। অকস্মাৎ হতে পারে এ পরিবর্তন। স্নেহময় পিতার মৃত্যুশোক সন্তানের জীবনধারা আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে।

মুবাল্লিগ বা তাবলীগের আহ্বানকারীর দায়িত্ব হলো দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাওয়া। ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করে থেমে যাওয়া নয়। বরং আরো বেশি অগ্রসর হওয়া। সত্যিকার মুবাল্লিগ মুসলিম হলেন একজন সাহসী, সংগ্রামী নির্ভীক সৈনিক। আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ। তার থাকবে না কোন শ্রান্তি ও ক্লান্তি। নিজের কাজ করে যাওয়া এবং এগিয়ে যাওয়াই হলো তার দায়িত্ব।

একজন দা'ঈ বা মুবাল্লিগের কাজ হলো দিনের বেলা আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর দিকে ডাকা। রাত্রের বেলা সালাত ও মুনাজাতে আল্লাহকে বান্দার দিকে ডাকা।

মুবাল্লিগ মানুষের কাছে কি চায়? তারা বিত্তশালী ধনীর টাকার নোট চায় না, বিত্তহীনের ভোটও চায় না। তারা আল্লাহর দ্বীনের ক্যানভাসার বান্দাকে আল্লাহর দিকে ডাকাই তাদের কাজ। একজন নিবেদিতপ্রাণ এবং সফল মুবাল্লিগ বা দা'ঈ সবচেয়ে বড় খেদমতকারী। তিনি সূর্যের মত সকলের জন্যই আলো বিকিরণ করেন। একজন মুবাল্লিগের হতে হবে ধরিত্রীর মত ধৈর্যশীল ও সহনশীল। পর্বতের মত দৃঢ়, অনড়, অটল। তার কাছে অনুসারীদের প্রত্যাশা হবে আকাশসম উচ্চ। তাকে হতে হবে সাগরের মত উদার ও বিশাল।

www.pathagar.com

১২

মুবাল্লিগের পুরস্কার

মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারিগণ কি ধরনের পুরস্কার, উপকারিতা এবং কল্যাণের আশায় তাবলীগে অংশগ্রহণ করে থাকেন? তাবলীগের উপকারিতা এবং কল্যাণ বহুবিধ। এর মধ্যে রয়েছে : (১) মানব জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি, (২) দ্বীন বা জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, (৩) তাজকিয়াই নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি, (৪) আল্লাহ্র রাস্তায় সময় ও অর্থ ব্যয়ের তৃষ্ণা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ, (৭) প্রিয়নবীর (দঃ) সুন্নাহ-এর প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসা উন্নয়ন, (৬) ধর্মীয় পরিবেশে জীবনযাপনের মানসিকতা গঠন ইত্যাদি। এছাড়া তাবলীগে অংশগ্রহণের মধ্যে রয়েছে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ বহু ছোট-বড় উপকারিতা, কল্যাণ, ফায়েদা-ফজিলত।

তাবলীগের ফজিলত ও গুণিতক (মাল্টিফ্লায়ার)

ব্যক্তিগত ইবাদত খুবই ভাল আমল। কিন্তু এটা স্থিতিশীল। তাবলীগ একটি গতিশীল ইবাদত। এর ফজিলত বহুগুণ। তাবলীগের বরকত বাড়তেই থাকে।

তাবলীগে অংশগ্রহণকারিগণ জামায়া'তের আঙ্গিকে এবং ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করেন। মসজিদে তারা অংশগ্রহণ করেন তালিমে, বয়ানে, তিলাওয়াতে, তাসবিহ-তাহলিলে, নামাজ ও জিকিরে, খিদমতে ও দাওয়াতে। প্রত্যেকটি কাজে রয়েছে বহু নেকি।

যে মহল্লা মসজিদে পনের-বিশজন তাবলীগকারী অবস্থান করেন, সে মহল্লার জনসংখ্যা হতে পারে পাঁচ হাজারেরও বেশি। তারা অবস্থান করেন তাদের গৃহে। এই হাজার মানুষের মধ্যে অনেকেই হয়তো এশার নামাজ বা ফজরের নামাজ ক্বাজা করেন বা হারিয়ে ফেলেন। কারণ কেউ থাকেন ঘুমিয়ে, কেউ ব্যস্ত গল্প গুজবে।

অতি প্রগতিশীল মহল্লা হলে এর সাথে যুক্ত হয় মদ ও ফাহেশা। তাবলীগের জামায়াতের সঙ্গে মসজিদের মধ্যে যারা থাকেন, তারা অন্তত অনেকগুলো নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত থাকেন। সময়মত নামাজ পড়েন। এটা কম লাভের কথা নয়।

www.pathagar.com

তাস খেলা ও আড্ডা দেয়া মহল্লার উৎসাহী যুবকদের প্রভাবিত করে। এক হাজার অধিবাসী সমৃদ্ধ মহল্লায় অন্তত একশত জনও যদি তাবলীগে অংশগ্রহণকারী থাকেন, সারা মহল্লায় নেকীর হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে। যারা মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন, তারা অন্যদেরকে ডাকাডাকি করবেন। নিজেরা মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজানের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠবেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে ঘুম ভাঙ্গাতে চেষ্টা করবেন।

তাবলীগীদের প্রভাবে নামাজীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাবলীগ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতি। যেখানেই তাবলীগের বীজ রোপিত হয়েছে, সেখানেই দেখা যায় তাবলীগীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোনো কোনো ব্যক্তি বহু সময় নফল এবাদতে ব্যয় করেন। কিন্তু তার নফল এবাদত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। যিনি তাবলীগ এবং দাওয়াহ বা আল্লাহর রাস্তায় লোকদের আহ্বান করে সময় কাটান, তার এবাদতের ধারা বন্ধ হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে। যারা দ্বীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন, তাদের সন্তানেরা ধার্মিক এবং দ্বীনদার হতে পারেন। তাদের মাধ্যমেই দ্বীনের দাওয়াত প্রসারিত হতে থাকবে। তাদের কারো কারো বংশধর লায়লাতুল ক্বদরে নামাজ পড়বে, না হজরে আসওয়াদের সম্মুখে এবাদত করবে। তাদের নেক আমলের সওয়াব ঐ দা'ঈর আমলনামায় পৌঁছবে, যার দাওয়াতের ফলে উক্ত ব্যক্তির পূর্ব পুরুষ দ্বীনের পথে এসেছিল।

বহনকারীর রং

উপমহাদেশে ও এশিয়া-আফ্রিকার কোনো দেশে বিয়ের কনের হাত, মুখ এবং দেহে কাঁচা হলুদ বাটা ও বাটা মেহেদি দেয়া হয়। এতে গাত্রবর্ণ কিছুটা ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। হাতের তালুতে মেহেদি দিলে তা রক্তিম আভা ধারণ করে। মেহেদিপাতা পাথরের তৈরি পাটা এবং পুতায় বাটা হয়। দু'টি পাথরের ঘষায় মেহেদিপাতা ভর্তার ন্যায় নরম হয়। কনের জন্য মেহেদিপাতা বাটা হলেও যে মহিলা পাটা ও পুতায় মেহেদি বেটে থাকেন, তার হাতের তালুতে এবং আঙ্গুলে মেহেদির রং কিছুটা লেগে যায়।

তাবলীগে অংশগ্রহণকারিগণ আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে যান। দরজায় দরজায় কড়া নাড়েন, কলিংবেল টেপেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও কলবে দ্বীনের বাণী বহনকারীর রং ও দাগ লেগে যায়। তারা আল্লাহর রঙে বা সিবগাতে রঞ্জিত হন।

www.pathagar.com

পাঁচতারা হোটেলে কর্মচারীদের সুবিধা

পাঁচতারা হোটেলে পানাহার অত্যধিক ব্যয়সাধ্য। খাদ্যের প্রত্যেকটি আইটেমের মূল্য সাধারণ দোকানের খাদ্যের মূল্যের পাঁচ-দশগুণ বেশি। বিশ্বের উন্নততম দেশের নাগরিকদের পক্ষেও নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিন পাঁচতারা হোটেলে আহার করা সম্ভব নয়।

সাধারণত পাঁচতারা হোটেল কর্মচারীদের জন্য পৃথক রান্নার ব্যবস্থা থাকে। কোনো কোনো হোটেলে রান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে একবেলা হোটেলে খাবার খেতে দেয়া হয়। রান্নার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে হোটেলের তৈরি খাবার খেতে না দেয়া দৃষ্টিকটু।

তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে বহু বুজুর্গ ও পূণ্যবান ব্যক্তি থাকতে পারেন। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ব্যক্তিরাও আল্লাহ্‌র খাস রহমত এবং পুরস্কারে অংশবিশেষের অধিকারী হতে পারে।

মুবাল্লিগ এবং জাহাজের কর্মচারীবৃন্দ

সমুদ্রগামী জাহাজে বিভিন্ন শ্রেণীর আসন থাকে। যাত্রীরা ছাড়াও জাহাজে থাকে সারেং, ইঞ্জিনচালক, শ্রমিক, হিসাব রক্ষক, সহকারী, বাবুর্চি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকারী আরও বহুবিধ কর্মচারী। বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীরা সমুদ্রগামী জাহাজে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে থাকেন।

জাহাজের যাত্রী এবং কর্মচারীদের মধ্যে বিত্তসম্পদ, পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য থাকতে পারে, তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের তাকওয়া ও পরহেজগারীর মধ্যে রয়েছে তেমন পার্থক্য।

যারা তাবলীগে যান না, বরং বাড়িতে বসে ইবাদাত করেন, তাদের কারো কারো তাকওয়া এবং পরহেজগারীও থাকতে পারে অনেক উচ্চস্তরের। তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের কোনো ক্যাডার নেই। ইলম, ধর্মপরায়ণতা বা তাকওয়া দেখে তাদেরকে জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যিনি জামায়াতে যেতে চান, তিনিই যেতে পারে।

একজন কোটিপতির বিপুল সম্পদ থাকতে পারে। তিনি ঘুরাফেরা তেমন পছন্দ করেন না। নিজের বাড়িতে থাকতেই তার আনন্দ। যানবাহনে আরোহণ না করে এরূপ কোটিপতির ঘরে বসে থাকলে তার পক্ষে অন্য মহাদেশের কোনো শহরে পৌঁছা দূরের কথা, তিনি কখনো স্বীয় বাসস্থানের নিকটবর্তী

www.pathagar.com

শহরেও পৌছতে পারবেন না।

অতিধর্মপরায়ণ লোকের বাড়িতে বসে থাকলে হয়তো সেখানেই থাকবেন। অন্যদিকে তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র অংশগ্রহণ করে যারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন, তারা অনেক দূর পৌছে যাবেন। আল্লাহ্ আল-কুরআনে নির্দেশ করেছেন তার পৃথিবীটি ঘুরে দেখতে। দূরের যাত্রীদের গন্তব্যস্থান বহু দূরে হয়ে থাকে।

কালিমার জাহাজের যাত্রীবৃন্দ

সমুদ্রগামী জাহাজে যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী থাকে। কেউ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। কেউ অত্যন্ত দামী কেবিন বা স্যুট ভাড়া নেন। তা ছাড়া থাকে সাধারণ ডেক, যেখানে বিছানা বিছিয়ে বসতে হয়। সকল যাত্রীই গন্তব্যস্থানে পৌছেন।

কালিমা তাইয়্যেবার দাওয়াতের জাহাজ অবশ্যই জান্নাতে পৌছবে, তবে সকল যাত্রী না-ও পৌছতে পারেন। যাত্রীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু গন্তব্যস্থানে সকলেই পৌছবে। তবে তারা নয়, যারা মাঝপথে নোঙ্গর করা বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে পড়ে, বহুদূরে চলে যায়, পথ হারিয়ে ফেলে এবং বন্দরের নানাবিধ আকর্ষণে আটকা পড়ে যায়।

তাবলীগকারীদের দায়িত্ব হলো মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তারা কালিমা তাইয়্যেবার জাহাজের যাত্রী। এ জাহাজ তাদের ত্যাগ করা উচিত নয়। যদি কোনো পথিক প্রয়োজন ও দুনিয়ার আকর্ষণে কলেমার জাহাজ থেকে নেমে পড়েন, তাদের উচিত হবে, যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় কালিমার জাহাজে উঠে পড়া। বন্দরের মৃত্যুকূপে যেন আটকে না পড়ে থাকে।

বিশেষ বিশেষ শহরগামী যানবাহনের যাত্রীদের সুবিধা

কোনো বড় শহরে গমনের উদ্দেশ্যে রেলগাড়ি, বিলাসবহুল বাস বা বিমানের নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত টাইম-টেবল বা সময়সূচী থাকে। যে শহরের জন্য যে যানবাহন নির্ধারিত, সে শহরেই যানবাহনটি গমন করে থাকে। বাগদাদমুখী প্লেন বাগদাদে পৌছে। নিউইয়র্কগামী উড়োজাহাজে আহরণকারিগণ সে নগরে পৌছে থাকেন।

প্লেন, রেলওয়েতে বিভিন্ন শ্রেণীর টিকেট থাকে। সকলেই একই গন্তব্যস্থলে পৌছেন। তাবলীগে জামায়াতের গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত বা বেহেশত।

www.pathagar.com

তাবলীগের যানবাহনে যারা আরোহণ করে থাকেন জান্নাতে পৌছার সম্ভাবনা তাদের বেশি।

ইঞ্জিন বন্ধ হওয়া গাড়ি ঠেলার পুরস্কার

একজন ধনী লোকের দামী গাড়ি রাস্তায় আটকে গেল। গাড়িটি স্টার্ট করতে বেশ একটু ঠেলতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার পথচারীকে গাড়িটি ঠেলার জন্য অনুরোধ করলেন। পথচারীরা ব্যস্ত পথিক। একটু ঠেলা দিয়েই নিজের গন্তব্যপথে চলে যান। যতক্ষণ গাড়িটি ঠেললে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে, ততটুকুন ঠেলার সময় তাদের থাকে না। দরিদ্র পথচারী এবং টোকাইদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ড্রাইভার তখন ঘোষণা করেন- "যারা এ গাড়িটি স্টার্ট না হওয়া পর্যন্ত ঠেলবে, তাদেরকে পাঁচ টাকা করে দেয়া হবে"।

এ ঘোষণার পর গাড়ি ঠেলার লোকের অভাব হলো না। অনেকেই গাড়িটি ঠেলতে উৎসাহিত হলেন। একজন বুড়ো লোকও গাড়ির এক পাশে মৃদুভাবে হাত রাখলেন। টাকার লোভে একজন যুবক শ্রমিকও গাড়িটি ঠেলতে এগিয়ে এলেন। গাড়িতে হাত লাগবার সাথে সাথেই ইঞ্জিন স্টার্ট হলো। তাকে এক মিটার দূরত্ব গাড়িটি ঠেলতে হয়নি। এ শেষ দু'জন বৃদ্ধ ও যুবক কি অন্যদের মত গাড়ি ঠেলার পুরস্কার বা বকশিশ পাবেন না? যারা এ গাড়িতে হাত লাগিয়েছিল, কম-বেশি ঠেলা দিয়েছিল, সকলে ঘোষিত বকশিশ সমানভাবে পাবেন।

তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের বাড়তি পুরস্কার হতে পারে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়া মোটর গাড়ি ঠেলা দেনেওয়ালাদের অনুরূপ। তাবলীগে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিবেদিতপ্রাণে বা অগত্যা অংশগ্রহণ করে থাকেন তারা সকলেই প্রথম দফা সমান পুরস্কার পাবেন। যারা নিবেদিতপ্রাণ, তারা হয়তো কিছু বাড়তি পুরস্কার পেতে পারেন।

বড়লোকের আটকে পড়া গাড়িটি যারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলেছেন, গাড়ির মালিক তাদের শ্রমে হয়তো খুবই মুগ্ধ হবেন। অন্যদিকে রাস্তায় তাদের কাউকে দেখতে পেলে এবং চিনলে গাড়ি থামিয়ে তার খোঁজ-খবর নিতে পারেন। কথায় সন্তুষ্ট হলে তাকে অফিসে বা বাড়িতে যেতে বলতে পারেন। ঠিকানা লেখা কার্ড দিতে পারেন। কথায়-বার্তায় আরও সন্তুষ্ট হলে বাড়িতে বা অফিসে কোনো চাকুরীতেও নিয়োগ করতে পারেন।

www.pathagar.com

বাসার কাজের লোক এবং গাড়িচালক

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মধ্য সোপানে বা উচ্চপদে যারা চাকুরী করে থাকেন, তাদের মধ্য হতে কাউকে দেশের বাইরে, দূতাবাসে, কূটনৈতিক মিশনে, বৈদেশিক বাণিজ্য অফিসে বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় পোস্টিং দেয়া হয়। বড়লোকরাও অবসর যাপনের জন্যে বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাড়ি করেন। কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য বিদেশে বাড়ি রাখেন। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা বিদেশে দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবেও বাড়ি করেন।

উন্নত দেশসমূহে বাসায় কাজ করা এবং থাকার জন্য লোক পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও বেতন এত বেশি যে, বাসায় সর্বক্ষণিকভাবে লোক রাখা ব্যয়সাধ্য। যারা বিদেশে চাকুরী নিয়ে যান অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কয়েক বছর থাকার সিদ্ধান্ত নেন, তারা নিজের দেশ থেকে বাসার কাজের লোক, বাবুর্চি বা ড্রাইভার ইত্যাদি নিয়ে যান। কেউ রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক হিসেবে পোস্টিং পেলে পরিচিত লোক বাসায় কাজের জন্য নিয়ে যান। যারা দেশে আন্তরিকতার সাথে তাদের সেবা করে থাকেন, তারাই এ ধরনের সুযোগ পান।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে এমন লোকও থাকতে পারেন, যারা নিজের পূণ্যে জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেন না। কিন্তু তিনি যাদের কাছে তাবলীগের কাজে গিয়েছিলেন, অনুনয় বিনয় করে তাবলীগের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলেন, তাদের কারো কারো হয়তো জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে যেতে পারে। তারা জান্নাতে থেকে ঐ সমস্ত লোকদের স্মরণ করতে পারেন, যাদের উছিলায় তারা তাবলীগে এসেছিলেন। তাবলীগের কাজে উদ্বুদ্ধকারীদের জন্যে তারা হয়ত জান্নাতে থেকে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে নাজাত দেয়ার উছিলা খোঁজ করেন। কোনো উছিলা পেলেই তিনি তাঁর বান্দাকে নাজাত দিয়ে দিতে পারেন।

দাওয়াতী কাজের পুরস্কার

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শিশুপুত্রটি বিরাট শহরের রাস্তায় হারিয়ে যায়। তার বয়স দু'বছরের কম। শিশুটির পিতামাতা কেঁদে কেঁদে অস্থির এবং পেরেশান। এক বন্ধু পরামর্শ দিলো বেবিটেক্সীতে লাউডস্পীকার স্থাপন করে নগরীর রাস্তায় রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া শিশুটি সম্বন্ধে ঘোষণা দিতে। ভাল কণ্ঠের একজন ঘোষণাকারী ঠিক করা হলো।

পিতামাতার অস্থিরতা, শিশুর বয়স, গায়ের রং, জামার বর্ণনা ইত্যাদি

www.pathagar.com

অত্যন্ত আবেগ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ঘোষক সারাদিন ঘোষণা দিয়ে চলেন। তার ঘোষণা শুনে শিশুটির পিতামাতা অভিভূত হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও শিশুটিকে পাওয়া গেল না।

সারাদিনের আন্তরিকতা ও অনুভূতির সঙ্গে কাজ করে ঘোষণাকারী তার নিজের কক্ষে ফিরে এলেন। সারদিন কি কাজ করেছেন একই কক্ষে অবস্থানকারী বন্ধুর নিকট তা বর্ণনা করলেন। সব কিছু শুনে বন্ধুটিও অভিভূত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন শিশুটিকে কোথায় পাওয়া গেছে?

ঘোষক জানালেন, শত চেষ্টার পরেও শিশুটিকে পাওয়া যায়নি। শ্রোতা বন্ধু যে মন্তব্য করলেন তা হলো– তোমার সারাদিনের পরিশ্রম বিফলে গেল। অযথা পণ্ডশ্রম করেছো।

ঘোষক তার কক্ষে অবস্থানকারী বন্ধুর প্রতিক্রিয়া শ্রবণে কিছুটা বিস্মিত হলেন। তিনিও চিন্তা করে দেখলেন যে, তার সারাদিনের পরিশ্রমের ফল শূন্য। একটু চিন্তা করে বন্ধুকে বললেন- "আমার সারাদিন বৃথা যায়নি। প্রতিদিন আমি একশত টাকা রোজগার করি। আজ পেয়েছি এক হাজার টাকা। আমার জন্য তো আজকের দিনটি একটি সফল দিন। কিন্তু বিফলতা এবং হতাশার দিন হলো শিশুটির পিতার। তার তো কোনো লাভ হলো না।"

পুত্রহারা পিতা তার শোকের মধ্যেও ঘোষকের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করলেন। পরের দিন আবার একই কাজ করতে হবে বলে তাকে জানিয়ে দিলেন। পরের দিনও শিশুটিকে পাওয়া যায়নি। ঘোষকের আবেগ, অনুভূতি ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ পুত্রহারা পিতা তাকে নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করলেন। যখনই সময় পায়, তাকে তার বাসায় যেতে অনুরোধ করেন। তাবলীগ জামায়াতে আংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার হলো হারানো শিশুর ঘোষণাকারীর মত।

হযরত নূহ (আঃ) শত শত বছর ধরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দ্বীনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত একজনও তার ডাকে সাড়া দেননি। হযরত নূহ (আঃ)-এর শ্রম-সাধনা কি ব্যর্থ এবং বিফল হয়েছে? তিনি কি আল্লাহ্র নিকট থেকে পুরস্কার পাবেন না? বরং আল্লাহ্ তাকে নিজের অসফলতা দেখেও দায়িত্ব পালনে দৃঢ় থাকার জন্য অধিকতর পুরস্কৃত করবেন। আমাদের রাসূল (দঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কাজের দিকে আহ্বান করে, তিনি ঐ সওয়াবই পাবেন, যতটুকু সওয়াব পাবেন যিনি ভাল কাজটি করেছেন। আহ্বানকারীকে এত সওয়াব দেয়া হলেও যিনি নেকির কাজ করেছেন তার পুরস্কার বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।"

www.pathagar.com

১৩

মুবাল্লিগের মর্যাদা

কি ধরনের কাজের উপর মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্ব নির্ভর করে? কোনো কোনো সমাজে মেথর, ক্লিনার, ঝাড়ুদারের চাকুরী ও কাজকে অবজ্ঞা করা হয়। তাদের সামাজিক অবস্থান সর্বনিম্নে। যে ধরনের কাজকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা যায়, ঐ ধরনের কাজ যারা করেন, তাদের পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান হয় অতি উচ্চে।

আল্লাহ্‌র নিকট কি ধরনের কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ? কাদের আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নবী রাসূলগণ আল্লাহ্‌র মনোনীত, সম্মানিত এবং সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ব্যক্তি। নবী রাসূলদের কাজ কি? নবী রাসূলদের কাজ হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার করা। তাবলীগ করা। আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। যিনি তাবলীগ করেন, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয় মুবাল্লিগ।

দাওয়াত শব্দের অর্থ আহ্বান করা, ডাকা। নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কোনো নবী আসবেন না। এখন যারা নবীদের প্রতিনিধি হিসেবে নবীওয়ালা কাজ করবেন, তাদের মর্যাদা হবে উচ্চ। নবী যে কাজ করতেন, এখন সে ধরনের কাজ যারা করবেন তাঁরা হবেন আল্লাহ্‌র প্রিয়তম ব্যক্তিবৃন্দ। আখিরাতে তারা হবেন সফলকাম।

তাবলীগ (ধর্ম প্রচার) এবং দাওয়াহ (আহ্বান)

ধর্মের দিকে আহ্বান ছিল নবীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মপ্রচার ও ধর্মের দিকে আহ্বানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি। নবীদের কাজকে যারা নিজের কাজ হিসেবে কাঁধে তুলে নেবেন, নবীগণ যে ধরনের বাধা-বিপত্তি, অবমাননা, অপমান সহ্য করেছিলেন, সন্তুষ্টচিত্তে এবং ধৈর্যের সঙ্গে যারা তা সহ্য করবেন এবং পরিণতি মেনে নেবেন, তাদের পদমর্যাদা হবে নবীদের স্থলাভিষিক্তদের ন্যায়। তাদের অবস্থান হবে নবীদের পরেই।

www.pathagar.com

দা'ঈ (আহ্বানকারী)-এর পদমর্যাদা

ভূম্যাধিকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন মধ্যযুগে সমাজের অধিপতি। কৃষিযুগের পর গুরুত্ব লাভ করে বাণিজ্যযুগ। এ যুগে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসব ব্যক্তি এগিয়ে আছেন, তারা সমাজের কর্তৃত্বশালী হয়ে ওঠেন। শিল্প ও প্রযুক্তির যুগে সামাজিক মর্যাদার উচ্চ স্থানে আছেন শিল্পপতি ও প্রযুক্তিবিদগণ। সেনাপতি, আমলা, উজির, নাজির, মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদার ভিত্তি ভিন্নরূপ।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা ধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, তাদেরকে বলা হয় মুবাল্লিগ এবং তাদের কাজকে বলা হয় তাবলীগ। যারা আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়ে সন্তুষ্ট নন, বরং আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত বা আহ্বান করেন, মানুষকে অনুনয়-বিনয় করে বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র পথে টেনে নিয়ে আসেন, তাদের কাজকে বলা হয় দাওয়াহ বা আহ্বানের কাজ। যারা এ কাজ করেন তাদেরকে বলা হয় দা'ঈ (আহ্বানকারী) এবং যাদেরকে ডাকা হয় তাদেরকে বলা হয় মাদ'উ (আহ্বানকৃত)।

আরবীতে যে শব্দটির উচ্চারণ দাওয়াহ, বাংলায় ওটার উচ্চারণ হলো দাওয়াত। আরবী বারাকা, আরাফা শব্দ দু'টির উচ্চারণ বাংলা হলো বারাকাত এবং আরাফাত। বারাকাত শব্দটি আবার বরকতরূপেও উচ্চারিত হয়। যেমন আরবি মুহাম্মাদ শব্দটি ভুল বা বিকৃত করে আমরা মুহম্মদ, মুহাম্মদ, মোহাম্মদ, মোহাম্মাদ রূপে লিখি এবং উচ্চারণ করি। শুদ্ধ উচ্চারণ এবং বানান হলো "মুহাম্মাদ"।

আরবী ভাষায় দাওয়াহ শব্দটি দ্বীনের কাজে দাওয়াতের বা আহ্বানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাওয়াতের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণে দাওয়াত শব্দটি বর্তমানে বাংলাদেশে খাওয়ার দাওয়াত অর্থে সীমিত হয়ে গেছে। দা'ঈ বা আহ্বানকারী হলো সমাজে এলিট, এরিস্টোক্রেট, সমাজপতি বা সমাজের নেতার মর্যাদাসম্পন্ন। মাদ'উ বা আহ্বানকৃত হলো 'কমনার' বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনীয়।

যার নেতা হওয়ার যোগ্যতা থাকে, তিনি নেতাই হন। দীর্ঘকাল অনুসারী বা চুঙ্গা ফুকারী কর্মী হন না। যিনি ইমামের যোগ্যতাসম্পন্ন তাকে সাধারণ ইমামই করা হয়, তিনি মুক্তাদি হন না। যদি ইমাম হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির

www.pathagar.com

সংখ্যা বহু হয়, তবে একজন ইমাম হবেন, সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্যেরা হবেন মুক্তাদি।

দা'ঈর (দ্বীনের পথে আহ্বানকারী) কাজটি এমন যে, এজন্য আলেম হওয়ার প্রয়োজন হয় না। নামাজের আহ্বানকারী, নিষেধকারী হওয়ার জন্য বড় আলিম হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যেকোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নামাজের দিকে আহ্বান করতে পারেন। তিনি দা'ঈর মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন। যদি কেউ দা'ঈ (আহ্বানকারী) না হতে পারেন, অন্তত মাদ'উ বা আহ্বানকৃত তো হতে পারেন এবং দা'ঈর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করতে পারেন।

মুয়াজ্জিন হলেন অতি উন্নতমানের দা'ঈ

মুয়াজ্জিন আজান দেন। মানুষকে নামাজের জন্য আহ্বান করেন। মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য বেশি জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আজান শেষ করার পর আযান শুনেছেন তাদের কাছে গিয়ে নামাজে আসার জন্য মাতৃভাষায় আহ্বান এবং উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদা

একজন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীর পদত্যাগের পর অন্য ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হন। স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদা পূর্বসূরির মর্যাদার অনুরূপ। হতে পারে তাদের জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তির মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক।

যখন কোনো রাষ্ট্রদূত বদলি হয়ে যান, শূন্যপদে অন্য দূত পোস্টিং পান। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা কোনো দেশে তার পূর্বসূরির মর্যাদা থেকে কোনো দিক দিয়ে কম নয়। একজন সচিব বদলি হলে অন্যজন তার জায়গায় আসেন। দু'জনের মর্যাদা ও ক্ষমতা একরূপই হয়। একজন ব্রিগেডিয়ার অবসর গ্রহণ করলে বা বদলি হলে তার পদে অপরজন যোগ দেন। তাদের মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্বসূরির পদমর্যাদা প্রায় একরূপই। নবীওয়ালা কাজ গুরুত্বপূর্ণ। তবে নবীওয়ালা কাজ করলে কেউ নবী হবেন না। সে মর্যাদাও পাবেন না। যারা এ কাজ করেন না, তাদের থেকে বেশি সম্মান পাবেন আল্লাহর নিকট।

www.pathagar.com

যানবাহন ড্রাইভারদের স্তর বিন্যাস

রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, গরুগাড়িওয়ালা, ভ্যানগাড়িওয়ালা, মোটরগাড়ি চালক, বাস-ট্রাক চালক, লঞ্চ-জাহাজের সারেং, নাবিক, পাইলট, সকলেই বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের অপারেটর বা পরিচালক। উপরে যে পরিবহনগুলো উল্লেখ করা হলো- এগুলোর মধ্যে রিক্সা, গরুর গাড়ি ইত্যাদির দাম কম। সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজের দাম বেশি। বোয়িং, জেটের দাম হতে পারে সবচেয়ে বেশি।

রিক্সাওয়ালা, গরুগাড়িওয়ালা, ঘোড়ার কোচম্যান অপেক্ষা মোটর ড্রাইভারের সামাজিক মর্যাদা বেশি। বেবিটেক্সী, টেম্পো অপেক্ষা মটরগাড়ির শুধু দামই বেশি নয়, এর কলকব্জাও উন্নতমানের ও অপেক্ষাকৃত জটিল। উড়োজাহাজের মূল্য যেকোন গাড়ির দামের থেকে বেশি। পাইলটের বেতনের স্কেল অবশ্যই গাড়িচালকের বেতনের স্কেল থেকে উন্নততর।

মানুষের অনুসৃত পেশার মধ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ্‌'র গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাবলীগকারী মুবাল্লিগগণ ঐ কাজ করে যান, যা করেছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন নবীগণ। নবুয়ত যারা পেয়েছেন, তারা যে জান্নাতী এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বহু দরিদ্রের সন্তানেরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁরা অভাবী বলে অনেকেই তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে তাঁরা পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন না। জীবিকার জন্য তাঁরা পরনির্ভরশীল। যদিও কোনো কোনো মানুষের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুবাল্লিগ বা প্রচারকগণ সম্মানের আসনে আসীন নন, কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের আসন সর্বোচ্চ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

খাস লোকের মর্যাদা

দা'ঈ বা আহ্বানকারীর প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দায়িত্ব কিরূপ? একজন বড় লোকের বাড়িতে বেশ কিছু কর্মচারী থাকতে পারে। এমনও লোক থাকে যারা প্রথমে অভাবের কারণে, পরবর্তীতে বিত্তশালী বড়লোকের ভালবাসায় সে বাড়িতে সারা জীবন থেকে যান। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে তারা ঐ ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, মালিক বাড়িতে থাকলে যা করতেন। বিত্তশালীর ছেলেমেয়েরাও তাদেরকে সমীহ করে, ভয় করে। বাবা-

www.pathagar.com

মায়ের অনুপস্থিতিতে কোনো ভুল কাজ করতে দেখলে তারা তাদেরকে নিষেধ করে, বাধা দেয়, এমনকি ধমক দেয়। এ সমস্ত স্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি বিত্তশালী বড়লোকের দায়িত্ব কিরূপ? অন্যদের থাকা-খাওয়া, জামা কাপড়, আর্থিক প্রয়োজনে ব্যবস্থা করার আগে বিত্তশালী তার এই দরদী লোকের প্রয়োজন মিটাবে।

দাওয়াতের কাছে যারা জীবনব্যাপী নিবেদিত, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাদের অবস্থান হয়তো হতে পারে বিত্তশালী বড়লোকের বাড়ির স্থায়ী কর্মচারীর মতো। আল্লাহ্‌র নবিগণ তাঁর বেহেস্তে আরামজনক স্থান পাবেন, যেরূপ স্থান বড় লোকের শিশু পুত্র-কন্যা পিতার বাড়িতে পেয়ে থাকেন। শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক যারা দ্বীনের কাজ করে থাকেন, তাদের স্থান হবে আল্লাহ্‌র বেহেস্তে বেশি না হোক অন্তত বড় লোকের একান্ত অনুগত আপন লোক বা চাকরের অনুরূপ।

দা'ঈ এবং প্রচারক

নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রার্থী জনগণের ভোট চায়। ভোটারদের গুরুত্ব তার কাছে অবশ্যই আছে। ভোটার ছাড়াও নির্বাচন প্রার্থীর আরও বিশেষ ধরনের সহকারীর দরকার হয়। এরা হলো নির্বাচনের ক্যানভাসার, প্রচারকর্মী ও নির্বাচনকর্মী। ভোটাররা ভোট দিয়ে নিজ বাড়ি চলে যান। ক্যানভাসাররা সারাদিন কাজ করে নির্বাচন প্রার্থীর বাড়িতে আসেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন। তদুপরি উপরিও কিছু পান।

সাধারণ নামাজীরা নামাজ শেষ করেই ফিরে আসেন। তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণকারিগণ নামাজের শেষে মসজিদে বসে থাকেন। অন্যদেরকে নামাজের পর মসজিদে বসাতে চেষ্টা করেন। তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কথা, নবীদের কথা, আল্লাহ্‌র দ্বীনের কথা, বেহেস্ত-দোযখের কথা বলেন। দ্বীনের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।

নির্বাচনের পরে ভোটারদের সঙ্গে নির্বাচন প্রার্থীর সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু নির্বাচনী কর্মীদের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ থাকে।

ঔষধ ক্রেতাগণ ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্ম বা ঔষধ কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক। ঔষধ যত উন্নতমানের হোক না কেন, ক্রেতাদের নিকট ঔষধের আবেদন না থাকলে কোম্পানি ফেল করবে। কিন্তু ঔষধ কোম্পানির মালিকের গভীরতর

www.pathagar.com

সম্পর্ক হলো ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি এবং ক্যানভাসারদের সঙ্গে। ক্যানভাসারগণ কোম্পানির ঔষধ না-ও সেবন করতে পারেন। কিন্তু মালিকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঔষধ ক্রেতাদের থেকে ঘনিষ্ঠতর এবং গভীরতর। কারণ, তারা ঔষধের গুণাবলী মানুষের কাছে প্রচার করেন। ফলে কোম্পানির মালিকের নিকট তাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঔষধ ক্রেতা অপেক্ষা অনেক বেশি নিবিড়।

আল্লাহ্র মেহমান

তাবলীগে অংশগ্রহণ করে যদি কারো কোনো বিশেষ ফায়দা না-ও হয়ে থাকে, তবুও তার প্রাপ্তি নেতিবাচক নয়। কিছু কিছু উপকার তিনি পেয়েই যাবেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তিনি আল্লাহ্র ঘরে অবস্থান করেন। তার মর্যাদা হবে আল্লাহ্র মেহমানের অনুরূপ। যতদিন তিনি আল্লাহ্র ঘরে কাটিয়েছেন, অন্তত ততদিনের জন্য আল্লাহ্র জান্নাতের স্বাদ গ্রহণের সুযোগের আবেদন তিনি আল্লাহ্র কাছে জানাতে পারেন।

যে ক'দিন আল্লাহ্র ঘরে তিনি ছিলেন, অন্তত ততদিন তিনি তো কোনো পাপ করেননি। এ দুনিয়ায় কেউ তার অতিথিকে শাস্তি দেয় না। আল্লাহ্ তার বান্দা অপেক্ষা অনেক বেশি রাহমান ও রাহিম। হয়তো তিনি তাঁর বান্দাকে যতদিন ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে কাটিয়েছেন, ততদিন শাস্তি থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

আল্লাহ্র মেহমানের পদমর্যাদা

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বহন করার জন্য বিশেষ ধরনের পরিবহন নির্ধারিত থাকে। এগুলো বছরে দু'চার দিন জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়। যদিও আজকাল কেউ ঘোড়ার গাড়িতে বা হাতীর হাওদায় পথ অতিক্রমের জন্যে ওঠেন না, তবুও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করা হয়। হাতীর উপরে সজ্জিত আসনে বসে পথ চলা হয়। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজকীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী মেহমানদের দেখার জন্য, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাজার হাজার লোক রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। ছোট ছোট পতাকা হাতে সম্মানিত মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

www.pathagar.com

রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পরিবহনগুলো স্থানান্তর বা অন্য কোন কারণে মাঝে মাঝে রাস্তায় বের করা হয়। কিন্তু এ সুন্দর গাড়ি দেখার জন্য রাস্তার পাশে হাজার হাজার বা শত শত লোক ভীড় করে দাঁড়ায় না। পরিবহনটি চলে যাওয়ার সময় হয়তো এক নজর তাকায়। রাজকীয় পরিবহনটির নিজস্ব কোন গুরুত্ব বা মূল্য নেই।

ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কিছু মর্যাদা থাকতে পারে। তা তার সামাজিক অবস্থান বা গুণাবলীর জন্য। কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে অংশগ্রহণ করলে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায় যেমন বেড়ে যায় রাজকীয় পরিবহনের, যখন রাজকীয় অতিথি পরিবহনে থাকেন। আল্লাহ্র বাণী প্রচারের দায়িত্ব যখন কোনো ব্যক্তি বহন করেন, আল্লাহ্ তাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে বিভিন্ন কাজে গমন করেন থাকেন। তিনি যদি কোনো সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের পত্র বা বিশেষ বাণী বহন করে ভ্রমণ করেন, তখন তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেয়া হয়। দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মর্যাদা হলো সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক মহাপ্রভু রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি এবং অতিথির মর্যাদাসম।

www.pathagar.com

১৪

আল্লাহ্র আমল

আল্লাহ্র কাজ এবং বান্দার কাজের মধ্যে পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। আল্লাহ্ কি নামাজ পড়েন? তিনি কি রামজান মাসে রোজা রাখেন? তিনি কি কোনো বছর হজ্ব করেছেন? আল্লাহ্ কি যাকাত দেন? আল্লাহ্র যাকাত দেয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। সকল বিশ্বে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক আল্লাহ্তায়ালা। তিনি কিছুই নিজে ভোগ করেন না। সকল কিছুই তিনি তৈরি করেছেন সৃষ্টির উপকার এবং কল্যাণের জন্যে। তার যাকাত দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি নামাজও পড়েন না রোজাও রাখেন না, হজ্বও পালন করেন না।

আল্লাহ্তায়ালার কার্যাবলী

সকল বিশ্বে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালা। সৃষ্টি করার মধ্যে রয়েছে তার আনন্দ। সবকিছু তিনি তার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা রাব্বুল আলামিন অর্থাৎ বিশ্বসমূহের প্রভু। সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা মানুষ একটি বিশ্বের শেষ প্রান্ত আবিষ্কার করা তো দূরের কথা, তা কোথায় কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা সবগুলো বিশ্বের শুধু স্রষ্টা নন, এ বিশ্বসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুরই স্রষ্টা তিনি।

আল্লাহ্ শুধু সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টাই নন এ বিশ্বসমূহের তিনি প্রতিপালক। তিনি লালনকারী, বিবর্তনকারী, রক্ষাকর্তা, পুষ্টি বিধানকারী, জীবিকা নির্বাহকারী ইত্যাদি।

নবসৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিপালনের জন্য তিনি দিয়েছেন নিয়ম-পদ্ধতি এবং বিধান। এ নিয়ম পদ্ধতি ও বিধানের নাম হলো দ্বীন। এ দ্বীনের মধ্যে তিনি তার নিজের কাজও নির্ধারণ করেন। নির্ধারণ করেছেন তার সকল সৃষ্টির কাজ। এ সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হলেন আল্লাহ্র নবী-রাসূলগণ।

সালাত, যাকাত, সিয়াম (রোজা), হজ্ব, কুরবানী আল্লাহ্র কাজ নয়।

www.pathagar.com

এগুলো হলো আল্লাহ্‌র বান্দার কাজ, মানুষের কাজ। মানুষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধিমতো সম্পাদিত সামগ্রিক সমষ্টিগত নাম হলো ইবাদত। ইবাদত দ্বীনের একটি অংশ।

দাওয়াহ্

আল্লাহ্ মানুষকে, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাকলুকাত আদম সন্তানকে অবিরাম আহ্বান করেছেন তার দেয়া বিধান এবং দ্বীন অবলম্বন করতে। এ বিরামহীন আহ্বানকে বলা হয় দাওয়াহ্ বা দাওয়াত।

বিশ্বে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ্ তার খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মানব প্রজাতির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন নবী-রাসূলগণ। তিনি তাদেরকে তার নিজের কাজ দাওয়াহ'র বিন্দুমাত্র অংশ অর্পণ করেছেন।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্

আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে হলে প্রথম কাজ হলো দ্বীনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজটিকে বলা হয় তাবলীগ। যারা ফিরিস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বাণী প্রথম পর্যায়ে গ্রহণ করেন এবং অন্য মানুষের কাছে তা পুনরায় পৌঁছে দেন, তাদেরকে বলা হয় নবী-রাসুল, প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহ্‌র দূত, মনোনীত ব্যক্তি ইত্যাদি।

তাবলীগ ছাড়া দাওয়াহ্ অত্যন্ত দুর্বল। দাওয়াহ'র প্রথম স্তর হলো তাবলীগ। বাণী পৌঁছে দেয়ার পরই তা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয় বা দাওয়াত দেয়া হয়। আরবীতে যে শব্দের উচ্চারণ দাওয়াহ্, বাংলায় সে শব্দটিকে দাওয়াত উচ্চারণ করা হয় এবং লেখা হয়। আল্লাহ্‌র এবাদত ছাড়া নবীদের বড় কাজ হলো তাবলীগ করা এবং দাওয়াহ দেয়া। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ বস্তু একটি কাজের দু'টি অংশ।

এবাদত এবং দাওয়াহ্

মানুষ শুধু আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাসই নয়; তারা হলো এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলিফা। আল্লাহ্‌র আব্‌দ্ বা আব্দুল্লাহ হিসেবে মানুষ করবে আল্লাহ্‌র ইবাদত বা দাসত্ব। আল্লাহ্‌র খলিফার বহু বাড়তি কাজ আছে।

www.pathagar.com

খলিফার প্রধান কাজই হলো তাবলীগ এবং দাওয়াহ। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর অনুসারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ইবাদত, তাবলীগ এবং দাওয়াহ।

যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করেন এবং সকালবেলা কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে কি তাবলীগ করতে হবে? যারা রমজান মাসে সবগুলো রোজা রাখেন, ঈদ-উল-ফিতরের আগেই মালের যাকাত দিয়ে দেন, দ্বীনের অবশ্য করণীয় ফরজ এবং ওয়াজিব আদায় করেন- তাদেরকেও কি তাবলীগ করতে হবে? তাবলীগের কাজে যারা মসজিদে মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করেন, তাদেরকে প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

পুত্র এবং কর্মচারী

তাবলীগ সকলের জন্য প্রয়োজন এবং ফরজ। একটি দুনিয়াদারীর উদাহরণ দেয়া যাক। যে সমস্ত পরিবারে রক্ষণশীলতা এবং ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করে, সেখানে সন্তানদেরকে পিতামাতার অনুগত থাকতে দেখা যায়। তারা সাধারণত পিতামাতার অমতে বা মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে চান না।

শর্ষিনার পীর সাহেব হুজুর কেবলা মরহুম আবু জাফর সালেহর (রঃ)-এর পুত্র বর্তমান পীর সাহেব হুজুর কেবলাকে প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত কোনো একটি কথা না বলে পিতার সম্মুখে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। আমি তখন ছিলাম (১৯৬৮-১৯৬৯) অবিভক্ত বাকেরগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)। দু'ঘন্টা যাবত কোনো একটি কথা না বলে তরুণদের চুপচাপ বসে থাকার উদাহরণ আজকাল বিরল।

আধুনিক ছেলেমেয়েরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে, অথবা কথা বলার সুযোগ না পেলে রক্ষণশীল পিতামাতার সম্মুখে বহুক্ষণ বসে থাকতে চাইবে না। তারা তখনই সম্মুখে বসবে, যখন তাদের আলোচনায় যোগদানের সুযোগ থাকে এবং কথা বলার অধিকার থাকে।

যদি একজন বিত্তশালী রক্ষণশীল পিতা পুত্রকে তার গেঞ্জি এবং লুঙ্গি ইস্ত্রি করে দিতে বলে, ব্যস্ত পুত্র নির্দেশ পালন করবে না। বরং তার পিতৃদেবকে উপদেশ দেবে, "তোমার নিজের লুঙ্গি, গেঞ্জি তুমি নিজেই ধুয়ে নিও। আমার গেঞ্জি এবং লুঙ্গি আমি ধুতে পারিনি। এগুলো বাথরুমে পড়ে আছে। তোমার গেঞ্জি-লুঙ্গি ধোয়ার সময় আমার গুলোও ধুয়ে দিও। আমার জন্য রেখে দিও না।"

www.pathagar.com

যদি বাবা তার পুত্রকে লন্ড্রি থেকে তার জামা নিয়ে আসতে নির্দেশ দেন, পুত্রকে বলতে শোনা যয়, "আমি টেনিস খেলতে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে দিয়ে কাপড়গুলো আনিয়ে নিও। আমার কিছু থাকলে তাও যেন নিয়ে আসে। আমার বালিশের নিচে লন্ড্রির স্লিপ থাকতে পারে।"

বাবা যদিও ধার্মিক এবং রক্ষণশীল, ছেলেরা প্রগতিশীল এবং আধুনিক। বাবা চায় ছেলে তার কাজ করে দিয়ে নেকি অর্জন করুক। ছেলে মনে করে যে কাজ ড্রাইভার বা কাজের ছেলে করতে পারবে তা কেন সে করবে। তার নিজের কাজ বাবাকে দিয়ে করিয়ে নিলে পিতা যে অসন্তুষ্ট হবেন না, বরং আনন্দ অনুভব করবেন, সে বিশ্বাসও তার আছে।

পিতা ও পুত্রের রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্বিত্বতা ও টানাপোড়নে জ্বলতে হয় বেচারী মা-কে। পুত্র প্রায়ই পিতার সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে মায়ের কাছে।

রক্ষণশীল পিতাও বেচারী মহিলাকে বলবে যদি "আমার প্রয়োজনীয় সকল সেবা এবং বাড়ীর কাজের ছেলে আবুল কালাম থেকে পেতে হয়, তোমার ছেলে আমার জন্য কিছুই যদি না করতে পারে, আমার তো আবুল কালামের বাবা হওয়াই উচিত ছিল, তোমার ছেলের নয়।" পিতা-পুত্রের সাংস্কৃতিক সংঘাতে এ অসহায় মহিলা কি-বা করতে পারে! স্বভাবতঃই তিনি পুত্রের প্রতি দুর্বল। এ দুর্বলতাকে স্বজনপ্রীতি বললেও ভুল হবে না।

দু'তিনবার স্বামীর তিরস্কার, উষ্মা নীরবে সহ্য করলেও চতুর্থবারে নিরীহ মহিলা রেগে জ্বলে উঠবেন এবং বলবেন, "আমার ছেলে তো তোমার কোনো কাজই করে না। কাজের ছেলে আবুল কালামই তোমার সব কাজ করে দেয়। তোমার ভাইবোন যখন অসুস্থ হয়, ব্যবসায়িক ব্যস্ততার জন্য তোমার দেখার সময় হয় না, তখন তাদের খোঁজ নিতে আবুল কালামকে কি পাঠাতে পার না? তখন কেন আমার ছেলের দরকার হয়? তোমার বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনের যে বিয়ে-শাদিতে তুমি যেতে পার না, তখন তোমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেন আমার ছেলেকে দরকার হয়? তখন কেন তোমার একান্ত অনুগত ও প্রিয়ভাজন আবুল কালামকে পাঠাতে পার না?"

পিতা তার যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়ের অভাবে নিজে করতে পারেন না বা অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না, সে কাজে পুত্রকেই পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। অনুগত ভৃত্য আবুল কালাম এ সমস্ত ক্ষেত্রে গৃহকর্তার প্রতিনিধিত্ব বা খলিফা

www.pathagar.com

হিসেবে কাজ করতে পারে না। আবুল কালাম পরিবারের বহুদিনের বিশ্বস্ত এবং অনুগত সেবক। বাড়ির অনেক কাজই সে করে থাকে। সকল যোগ্যতা, সেবাপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য সত্ত্বেও আবুল কালাম থেকে যায় গৃহভৃত্য।

ছেলে যখন বড় হয়, লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটায়, সে পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়। বৈদেশিক ব্যবসায়ী ফার্ম ও আমদানি-রপ্তানীকারকদের নিকট থেকে রাতের বেলা টেলিফোন এলে পুত্রকেই সে টেলিফোনে এটেনড্ করতে হয়। ব্যাংক একাউন্টসমূহে যুগ্ম স্বাক্ষরকারী পুত্রকেই হতে হয়। নিউইয়র্ক বা টোকিওতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, পিতার অসুস্থতা বা ব্যস্ততার সময় পুত্রকেই এ সমস্ত সম্মেলনে পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।

গার্ড এবং জেনারেল ম্যানেজার

শিল্পপতিদের বাসভবনে আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারী দিবা প্রহরী এবং নৈশ প্রহরী নিয়োগ করা হয়। ধনীদের জীবনের উপর বহুবিধ হামলা হতে পারে। ডাকাত, হাইজ্যাকার, সন্ত্রাসীরা সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। এরূপ বিপদের সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারী নৈশপ্রহরী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করে। মালিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের তুলনায় শিল্পপতির বাসস্থানের নৈশ প্রহরী কয় টাকা বেতন পায়? জেনারেল ম্যানেজার মালিকের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নেবেন না। তবুও তাকে নৈশ প্রহরী অপেক্ষা বিশ ত্রিশগুণ বেশি বেতন দেয়া হয়।

শিল্পপতি বা তার অংশীদার পুত্র যদি কোনো মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় মালিক হিসেবে উপস্থিত না থাকতে পারেন, জেনারেল ম্যানেজারই ফার্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদি জরুরী ভিত্তিতে নীতি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা না যায়, কোম্পানির মালিকের অনুপস্থিতিতে জেনারেল ম্যানেজারকেই সিদ্ধান্ত দিতে হয়।

শিল্পপতির বাসভবনের নৈশ প্রহরী এবং শিল্পকারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের কাজের প্রকৃতি এবং দায়িত্বের মানের মধ্যে রয়েছে বিরাট

www.pathagar.com

পার্থক্য। পুত্র বা জেনারেল ম্যানেজারকে সে দায়িত্ব বহন করতে হয়, তা নৈশ প্রহরী বা বাসার কাজের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

কর্মচারী (আবদ) ও প্রতিনিধি (খলিফা)

কর্মচারী ও কাজের লোকদের সেবা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের কাজকে খলিফা বা প্রতিনিধি বা পুত্রের কাজসম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। সালাত (নামাজ), সওম (রোজা), হজ্ব, যাকাত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমল।

তাবলীগের দাওয়াত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ইলাহের কাজ হিসেবে পবিত্রতম এবং মহত্তম। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের উপরে এ দায়িত্বের ভার অর্পিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র এক নেক বান্দা আল্লাহ্‌র খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌ অবশ্যই তার কাজে বেশি সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, এগুলো আল্লাহ্‌র নিজের কাজ এবং তার প্রিয় নবীদের কাজ। এ কাজ আল্লাহ্‌র আব্‌দ্‌ বা বান্দার বন্দেগী বা ইবাদত হতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, যাকাত দেন, অন্যান্য ফরজ এবং ওয়াজিব কাজগুলো সম্পাদন করেন, তাদেরও তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজের প্রয়োজন আছে। এ কাজগুলোর মান উর্ধ্বতন স্তরের।

www.pathagar.com

১৫

দাওয়াহবিহীন ইবাদাত

যদি কোন লোক নামাজ রোজা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজই করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি কি এই ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন যে, তিনি নামাজ, রোজা অপেক্ষা অনেক ভালো কাজ করছেন?

নামাজ ও রোজা ছাড়া দাওয়াহ এবং তাবলীগ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এরূপ কাজের দু'পয়সা দামও নেই। যদি কেউ নামাজ, রোজা এবং যাকাতের প্রতি উদাহীন হন কিন্তু দাওয়াহ এবং তাবলীগে জীবন কাটিয়ে দেন, তার জীবন বেকার এবং মূল্যহীন।

সংশয়ী পুত্র এবং বান্দাহ

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিল্পপতির পুত্র তার পিতা অপেক্ষা যোগ্যতর। সভা-সম্মেলনে তিনি পিতা অপেক্ষা সুন্দর বক্তব্য রাখতে পারেন। যৌথ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়ও তিনি কোম্পানীর স্বার্থ পিতা অপেক্ষাও আরো বলিষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। তার বাবাকে যে সমস্ত কাজ করতে হয়, সে সমস্ত কাজ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। সব দিক দিয়ে সে পিতার সার্থক উত্তরসূরি এবং উত্তরাধিকারী। কিন্তু তার একটি ত্রুটি বা দুর্বলতা ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পুত্র বিবর্তনবাদী, মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীলদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ও মাখামাখি করেন। ফলে তার চিন্তা-চেতনার নতুনত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি একটি বিষয়ে অনিশ্চিত এবং সংশয়শীল। পিতা বলে যাকে তিনি এতদিন জেনে এসেছেন, তিনি যে সত্যই তার পিতা— এর কোনো প্রমাণ তার কাছে নেই। এটি একটি সন্দেহজনক ব্যাপার। তার পিতার নামে পরিচিত ব্যক্তি এবং মায়ের মধ্যে মধ্যরাতে যে ঘটনা ঘটেছে তার কোন সাক্ষী নেই। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রমাণহীন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দার্শনিক যুক্তিতর্ক কোনো পদ্ধতিতেই পুত্র এ সত্যে উপনীত হতে পারছেন না যে পিতা নামে অভিহিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিটি তার সত্যিকারের পিতা। তবে সন্দেহের বেনিফিট বা সম্ভাব্যতা হিসেবে তিনি মেনে নিজে রাজি আছেন যে, যাকে তিনি বাবা ডাকছেন তিনি তার পিতা হতেও পারেন, না-ও হতে পারেন।

এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন পুত্রের প্রতি শিল্পপতি পিতার দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারে? ব্যবসা পরিচালনায় নৈপুণ্য, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, শিল্প সম্প্রসারণের সীমাহীন সম্ভাবনা যার মাধ্যমে হতে পারে, সেরূপ সংশয়শীল পুত্রের প্রতি পিতার অনুভূতি কি হবে? তিনি কি এরূপ পুত্রের চেহারা দেখতে ঘৃণা অনুভব করবেন না? তিনি কি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন না? এই কুলাঙ্গারটি যে তার পুত্র— এরূপ চিন্তা করতেও তিনি ঘৃণা বোধ করবেন। বেনামাজী কিন্তু উন্নত স্তরের দা'ঈ বা বে-রোজাদার মুবাল্লিগ কোনো প্রকারেই পিতার পিতৃত্বে সংশয়শীল পুত্র অপেক্ষা উন্নত স্তরের নয়।

বে-তাবলীগী বান্দাহ

আমরা যদি নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানী, জেহাদ সবই করি, কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র অংশগ্রহণ না করি, তবে আমাদের নাজাতের সম্ভাবনা কতটুকু? আল্লাহ্‌র দেয়া অন্য সকল অবশ্য করণীয় কাজ সম্পাদন করি, কিন্তু তাবলীগ করি না। আমরা কি আখিরাতে কামিয়াব হবো না? তাবলীগ হলো মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা। তদুপরি রয়েছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহ্‌র বান্দাকে তিন ধরনের কাজই করতে হবে। আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান করা অবশ্য করণীয় ফরজ। কোনো না কোনোভাবে তাবলীগ ও দাওয়াহ'র আমলে অংশগ্রহণ করতেই হবে।

মুবাল্লিগ মুয়াজ্জিন

প্রতিদিনের অত্যধিক সফল একজন মুবাল্লিগ হলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন। তার ডাকে মুসল্লিরা নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে সমবেত হন। একটি সমাজের কোনো মুসলিমই যদি মুয়াজ্জিনের কাজ না করেন, এ ফরজ কাজ সকলের উপর অনাদায়ী থেকে যাবে। কিন্তু তাবলীগের কাজ সকল মুসলিমকেই করতে হবে। যে মুসলিম অন্যান্য সকল ফরজ, ওয়াজিব, আদায় করেন, কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র আমলে অংশগ্রহণ করেন না, তার নাজাতের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়।

www.pathagar.com

রুটিন মাফিক ফরজ আদায়

একজন শিল্পপতি তার ঘরবাড়ি দেখাশোনার জন্য জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত সহকারী নিয়োগ করেছেন। তিনি তাকে লিখিত নিয়োগপত্র দিয়েছেন। নিয়োগপত্রে চাকরির শর্তাবলী ছাড়াও তাকে কি কি কাজ করতে হবে তা সুস্পষ্ট, পরিষ্কার এবং শর্তহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা তিনি রাখেননি।

ব্যক্তিগত সহকারী কখন প্রতিদিন সকালবেলা শিল্পপতির বাসভবনে আসবেন, কখন দুপুরবেলা খাবারের জন্য যাবেন, নৈশভোজের ছুটি কখন হবে, দিনের কাজ কখন শেষ হবে ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিয়োগপত্রে লেখা রয়েছে।

ব্যক্তিগত সহকারী সকল টেলিফোন গ্রহণ করবেন, টেলিফোনে বাড়িতে অবস্থানকারী যার খোঁজ করা হয়েছে, তিনি সে সময় উপস্থিত না থাকলে খবর নিয়ে টেলিফোনকারীকে খবর দিবেন। কোনো বাণী লিখে রাখতে হলে লিখে রাখবেন। পোষা কুকুর, বিড়াল, কাকাতুয়া, দুধের গাভীর দেখাশুনাও তিনি করবেন। বাড়ি মালিকের পরিবহনের ব্যবস্থা করা, ছেলেমেয়েদেরকে পরিবহনে স্কুলে পাঠানো এবং স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব। বেগম সাহেবের নির্দেশ পালন করা এবং এ ধরনের সকল কাজের নির্দেশগুলো পালন করাও ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব।

ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন একজন নীরব কর্মী সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট। এ ধরনের দায়িত্বশীল, বিশ্বস্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ সহকারী শিল্পপতির বাসভবনে কেন, কারখানা এবং দপ্তরেও নেই।

একদিন শিল্পপতির পাঁচ বছর বয়স্ক ছেলেটি পুকুর ঘাটে রাজহাঁসের খেলা দেখতে গেল। শিল্পপতির বাড়ির বিরাট পুকুরে ছিল বাঁধানো সুন্দর ঘাট। এই ঘাটে শিল্পপতির শিশুপুত্রটি রাজহংসকে বিস্কিট খাওয়াতে উৎসাহী হলো। হঠাৎ করে শিশুটি পানির মধ্যে পড়ে গেল। কর্তব্যপরায়ণ সহকারী তার নিয়োগপত্রে লিখিত সমস্ত দায়িত্ব বার বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। একটি শিশু পানিতে পড়ে গেলে তার করণীয় বা অনুরূপ কোনো কর্তব্য আছে কিনা তা বুঝার জন্য তার মুখস্থ করা দায়িত্বগুলো আবৃত্তি করলেন। কিন্তু কোথায় কিছু পেলেন না। নিয়োগপত্রটি তিনি তার পকেটেই রাখতেন। পকেট থেকে বের করে পড়ে দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, পানিতে পড়া শিশুকে উদ্ধার করা তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।

www.pathagar.com

দুপুরে খাবার সময় শিল্পপতি বাড়িতে এলেন। খাবার টেবিলে তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রের খোঁজ নিলেন। তাকে গৃহে পাওয়া গেল না। কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে বের করার জন্য একাধিক ব্যক্তি সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করলো। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। এক পর্যায়ে কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগত সহকারী শিশু সন্তানের বিষয়টি সম্পর্কে জানালেন যে, বেলা একটার দিকে শিশুটিকে দেখেছেন রাজহংসকে বিস্কিট খাওয়ানোর সময় পুকুর ঘাট থেকে পানিতে পড়ে যেতে। তখন সময় দুটো বাজে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাজের লোক, পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের অনেকেই পানিতে লাফিয়ে পড়লেন। জাল যোগাড় করা হলো, পাওয়া গেলো না। ডুবুরী আনয়ন করা হলো। বেশ চেষ্টার পর শিশুটিকে পানি থেকে জাল দিয়ে উদ্ধার করা হলো। সে তখন মৃত।

ব্যক্তিগত সহকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পানিতে পড়তে দেখেও কেন তিনি শিশুটিকে তুলে নিলেন না। অথবা তাকে পানি থেকে তুলে নিতে কাউকে নির্দেশ দিলেন না। চিৎকার করে কেন অন্যদেরকে অবহিত করলেন না। ব্যক্তিগত সহকারী নিরুত্তর। তিনি তার নিয়োগপত্র বহুবার পাঠ করে সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। নিয়োগপত্রে কোথাও লেখা ছিল না যে, কোনো শিশু পানিতে পড়ে গেলে তাকে তুলে নিতে হবে। অথবা বিষয়টি অন্য কাউকে জানাতে হবে। ব্যক্তিগত সহকারী বিশ্বাস করেন। এটি তার কাজ নয়। যা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তা করাতে তিনি বিশ্বাস করেন না।

ব্যক্তিগত সহকারীর উত্তরে শিল্পপতির কি প্রতিক্রিয়া হবে? তিনি কি এমন ব্যক্তিকে চাকরিচ্যুত করার পূর্বে মারধোর করবেন না? একে কি মেরে ফেলতে তার ইচ্ছা হবে না?

আজকাল বহু দ্বীনদার ধর্মীয় ব্যক্তির চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক অবস্থা উল্লিখিত শিল্পপতির ব্যক্তিগত সহকারীর চেতনা ও মানসিকতার অনুরূপ।

বহু মুসলিম অবশ্যই তার করণীয় ফরজ নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন। অমুসলমানদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌঁছাচ্ছেন না। সিরাতুল মুস্তাকিমের আহ্বান তাদেরকে জানানো হচ্ছে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু আলেম উলামা এবং আবেদ ও সুফী দরবেশবৃন্দ নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল হজ্ব, তাসবিহ, তাহলিল তিলাওয়াত এবং জিকিরে মগ্ন আছেন। এ ধরনের মুসলিমদের পরিণতি সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই সম্যক অবহিত।

www.pathagar.com

দাওয়াহ'র নবুয়তী দায়িত্ব

পৃথিবীতে মানব জাতি সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানব কারা? অবশ্যই নবী-রাসূলগণ। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট মানব। কোনো যুগের সেরা আদম সন্তানের উপরই আল্লাহ্তায়ালা নবুওত্তের সম্মান ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নবী রাসূলগণ যেহেতু মানব জাতির সেরা, তাদের আমলও ছিল সর্বোত্তম।

এই পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের ভূমিকা কি ছিল? অন্য সব মানুষের মতো তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল। জীবনসঙ্গী, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল। এসব প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে তাদের কিছু সময় ব্যয় হতো। যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন, সে স্রষ্টার যিকির করতে হতো। কৃতজ্ঞতায় তাঁর সম্মুখে মাথা নত করতে হতো। এবাদত করতে হতো। এ ধরনের আমল ছাড়া নবী-রাসূলদের প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ। যা ছিল মানব জাতির কার্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম।

আমাদের অনেকের পক্ষে সর্বোত্তম মানব হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সর্বোত্তম কাজে অন্তত শরীক হওয়া সম্ভব এবং অতি সহজ। আর এ কাজ হলো তাবলীগ এবং দাওয়াহ।

নবুয়তী জিন্দেগীর দায়িত্ব

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণী আল্লাহ্র বান্দার নিকট প্রেরিত হতো। নবুয়তের ধারা বন্ধ হয় গেছে। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দার সঠিক পথের দিশার জন্য আল্লাহ্র বাণীর প্রয়োজনীতা শেষ হয়নি। মানুষের ময়দানে তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র প্রয়োজন আছে।

রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তার পরিবার, বংশধর, অনুসারীদের জন্য

www.pathagar.com

কোন্ অর্থ-বিত্ত সম্পদ-সম্পত্তি রেখে যাননি। নবীদের বিত্ত-সম্পত্তি কোনো উত্তরাধিকারী পায় না। নবীরা যে সম্পদ রেখে যান, তা'হলো তাদের প্রচারিত আদর্শ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো, তাঁর প্রচলিত আদর্শ সংরক্ষণ করা, অনুসরণ করা, সম্প্রচার করা এবং রাসূলের সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া খেজুর বাগান ফেদাক এবং সম্পত্তি প্রথম খলিফা হযরত আবু বাকার (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) পিতার ফেদাক বাগানটি উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করেছিলেন। যেহেতু নবীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেউ হয় না, তাই হযরত আবু বাকার (রাঃ) নবীকন্যা ফাতেমাকে তা উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রদান করেননি বরং তাঁর প্রয়োজন মিটাবার জন্য অর্থের ব্যবস্থা বায়তুল মাল থেকে করেছিলেন।

নবুওতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর অর্থ কি এই যে, সব মানুষ সঠিক জীবন ব্যবস্থার সন্ধান পেয়ে গেছে? সকলেরই আমল ভাল হয়ে গেছে? সকলেই সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরলপথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? নবীরা যে কাজ করতেন সে কাজের আর কি কোন প্রয়োজন নেই?

নবুওতের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবার পর নবীরা যে ধরনের কাজ করতেন সে ধরনের নবীওয়ালা কাজের প্রয়োজন রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরং বেড়ে গেছে। নবীদের অনুসৃত তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো উলামা-উল-মুকাররামূনের উপর। তাদের জন্য এটা ফরজ। কারণ তারাই হলেন নবীদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। এ কথাটি বলেছেন আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ (দঃ)।

পরলোকগত পিতার দায়িত্ব কে পালন করে?

পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। মৃত্যুর পর তিনি আর ফিরে আসেন না এবং ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ পিতা হয়ে যান না। সন্তানেরা সারা জীবনের জন্য পিতৃহারা হন। কিন্তু পিতা যে দায়িত্ব পালন করতেন তা চলতেই থাকবে। সে দায়িত্বের ভার অন্যেরা গ্রহণ করেন। মা অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা যোগ্যতম ভ্রাতা বা ভগ্নি পরিবারটি সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যতদিন সম্ভব সকলকে একত্রিত রাখেন। তারা তাদের নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না

www.pathagar.com

পারা পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করেন।

যদি কোনো ভাই বা ভগ্নির পক্ষে সংসারের দেখাশোনা এবং দায়িত্ব সকলের সন্তোষজনকভাবে বহন করা সম্ভব না নয়, তখন দায়িত্ব সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সংসার ভাগ হয়। সম্পত্তি ভাগ হয়। পিতা সংসারে যে দায়িত্ব পালন করতেন, সে দায়িত্ব ততটুকু সন্তোষজনক না হলেও প্রতিপালিত হয়। কাজ বন্ধ হয়ে যায় না, তবে দায়িত্ব পালনকারী পরিবর্তিত হয় বা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ধরুন কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। একটি বৃহৎ বাড়ি নির্মাণ করেছেন। হঠাৎ তিনি এক কন্যা এবং দু'পুত্র রেখে মারা গেলেন। পুত্র-কন্যারা সাবালক। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি দেখাশোনা করা কার দায়িত্ব? এটা কি তার সন্তানদের দায়িত্ব নয়? এ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীরা কি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে অকর্মণ্য, অপদার্থ বা কুলাঙ্গার বলে ধিক্কার দেবেন না? একজন কষ্ট করে বিরাট সম্পত্তি অর্জন করলেন, অথচ অকর্মণ্য সন্তানেরা তা সংরক্ষণ ও ভোগ করতেও পারলো না।

আল্লাহর রাসূল সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এর মান সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কি তাঁর অনুসারীদের দায়িত্ব নয়?

নবীদের প্রতি অনুসারীদের দায়িত্ব

পুত্রদের প্রতি রয়েছে পিতার দায়িত্ব। স্বামীর দায়িত্ব রয়েছে স্ত্রীর প্রতি। চিকিৎসকের দায়িত্ব রয়েছে রোগীদের প্রতি। ক্লায়েন্ট এবং গ্রাহকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন ব্যবসায়ী এবং দোকানদার। কারণ গ্রাহকদের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়িত্ব আছে। ছাত্রদের স্বার্থ শিক্ষক উপেক্ষা করতে পারেন না। ছাত্রদের পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার জন্য শিক্ষকের কর্তব্য রয়েছে। প্রশাসক সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি সচেতন। মজলুমের প্রতি রয়েছে বিচারকের দায়িত্ব। মুসলিম জনগণের কোনো দায়িত্ব কি নেই তাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি?

জনগণের সম্পর্ক রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। এ সম্পর্কের ভিত্তি হলো বংশধারা। আত্মীয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। একই সমজে বাস করলে নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

একের উপর অন্যের অধিকার জন্মে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কোনো অধিকার কি তাঁর অনুসারীদের উপর নেই? তাঁর প্রতি আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই? তাঁর থেকে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার কি কিছুই নেই? আল্লাহ্‌র দ্বীন পাওয়ার পর নবীর প্রতি আমাদের নির্ভরতা এবং প্রয়োজনীয়তা কি শেষ হয়ে গেছে? আমরা কি নবীর কাছে কিছুই চাই না?

যদি রাসূলের কাছে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার কিছু থাকে, তবে তাঁর প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব এবং কর্তব্যও থাকা স্বাভাবিক। আমাদের মূল্যবান সময়ের অল্প কিছু অংশকে আমরা এমন কাজে ব্যয় করতে পারি না যে কাজের জন্য মহানবী (দঃ) ধরার ধুলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি কি আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের জন্য মূলত প্রেরিত হননি?

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নিকট যে কাজ সবচেয়ে প্রিয় ছিল সে কাজ করার সময় আমাদের হয় না। আমাদের অফিস আছে, ব্যবসা আছে, শিল্প-বাণিজ্য আছে, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন আছে।

মা বৃদ্ধা, অসুস্থ। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের সন্তানেরা কি চাকরিজীবী হলে অফিসে যায় না? কেউ কি বলে আমি অফিসে যেতে পারবো না, কারণ গৃহে বৃদ্ধা মা অসুস্থা?

কোনো ব্যবসায়ী কি বলে যে, তিনি তার দোকানে বা কর্মস্থলে যেতে পারবেন না। কারণ সবগুলো সন্তানই অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

শিশুসন্তান, প্রিয় ভার্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজসেবা সব কিছুই চলে। ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য সময় করে নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা আমাদের ব্যস্ততার কারণে প্রিয় নবীর কাজের জন্য সময় বের করতে পারি না।

প্রাথমিক কাজ

তাবলীগ এবং দাওয়াহ হলো একজন মুসলিমের প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি কাজ। মিরাজের রজনীতে সালাতের (নামাজের) আদেশ হয়। মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে। নবুয়তের প্রথম সাড়ে এগার বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র জিকির, তাসবীহ্‌, তাহলিল ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতির সালাত বা নামাজ ছিল না। আমরা যেভাবে নামাজ পড়ি নবুয়তের প্রাথমিক

www.pathagar.com

যুগে মিরাজের রজনীর পূর্বে তা ছিল না। কিন্তু, নবুয়তের শুরু হতেই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র মৌলিক আমল।

আল্লাহ্র রাসূলের একটি মৌলিক সুন্নাহ বা কর্মপদ্ধতি ছিল। অগ্রাধিকারভিত্তিক ফরজ কাজের সময় তিনি নফল কাজ করতেন না। নফল মুস্তাহাব পালন তিনি করতেন। তবে নিয়মিত ফরজ, ওয়াজিবের পর। তাবলীগ এবং দাওয়াহ ছিল ইসলাম কবুলের পরেই সাহাবীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারমূলক কাজ। ইসলাম কবুলের পর একজন মুসলমানের প্রাথমিক কাজ হলো যা তিনি জেনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন সে পথের শাহাদত (ঘোষণা) দেয়া এবং অন্যকে সে পথে আহ্বান করা। দাওয়াহ ঈমানকে মজবুত করে।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ ছাড়া মুসলিম সমাজ হতো না। তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র মাধ্যমেই মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়। আজকাল অবশ্য জন্মগত কারণে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। মহানবী (দঃ) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে। এককভাবে দ্বীনের অনুসরণ কষ্টসাধ্য। প্রাথমিক মুসলিমদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও দ্বীনের বাণী প্রচারে এবং মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আল্লাহ্র রাসূল নিরুৎসাহী ছিলেন না।

দাওয়াহ একটি নবীওয়ালা তরিকা

বর্তমান মুসলিম সমাজের বহু সমস্যা আছে। একটি হলো, আমরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারী ও হাস্যস্পদ মোসাহেব এবং চামচায় পরিণত হয়েছি। সকলেই যদি মোসাহেব বা ক্লাউন হই, স্বাভাবিক আচরণ কষ্টকর।

তাবলীগের ফলে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাসী মুসলিমদের একটি সমাজ তৈরি হয়। তাদের মধ্যে ইসলামী আখলাক ও আদর্শের প্রচার আমলকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো অগ্রাধিকারমূলক প্রাথমিক কাজ।

ওয়াজ মাহফিল, সভা, সম্মেলন, সেমিনার অনুষ্ঠান করা তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র উত্তম পদ্ধতি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সম্মেলন, তাবলীগের ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া ছিল না। সেমিনার, ওয়ার্কশপে এবং

www.pathagar.com

সম্মেলনেও উৎসাহ সহকারে যোগদানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলিম মন্ত্রী সমাজে ছিল না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কা'বা ঘরে বা মদিনার মসজিদে এ আশায় বসে থাকতেন না যে, লোকজন দলে দলে তাঁর কাছে ইসলামের বায়য়াত নেবে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং প্রাথমিক সাহাবিগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতেন।

ইসলামের বাণী বহন করে বাড়িতে বাড়িতে গাস্‌ত্ বা ঝাউলাতে গমনই ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, "এক সকাল অথবা এক বিকাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলা দুনিয়া এবং আসমান অপেক্ষা এবং এই দুয়ের মাঝখানে যা আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।"

জীবনযাপনে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য কিছু সময় ও স্থান

যাত্রীভরা একটি রেলগাড়ি স্টেশনে এসে থামল। মানুষের উপর মানুষ। তিল ধারণের স্থান নেই কোনো কক্ষে। প্রত্যেকটি কক্ষই বহু যাত্রীতে ঠাসা। আর একজনেরও বসার জায়গা নেই। কোনো যাত্রী দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে চাইলেই বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে ওঠে— জায়গা নেই, জায়গা নেই। ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

দরজার পাশের আসনটিতে বসে আছেন একজন যাত্রী। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তার চাচাতো ভাই লাফ দিয়ে ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরেছে এবং ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাকে দেখে তিনি দরজা ঠেলে একটু ফাঁক করলেন। ভাইকে ভিতরে ঢোকার একটু সুযোগ করে দিতে চাইলেন। কয়েকজন বাধা দিলেন। দরজার কাছের যাত্রী বললেন "এ ব্যক্তি আমার ভাই। দরজার হ্যান্ডেল ধরে আছে। পড়ে যেতে পারে। একটু জায়গা অবশ্যই দিতে হবে।" সহানুভূতিশীল যাত্রীরা বলে উঠল "মানলাম, তিনি আপনার ভাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাকে জায়গা দেবেন কোথায়, কক্ষে তো তিল ধারণের ঠাঁই নেই।"

ভিতরের যাত্রী বলেন, 'আমি আপনাদের কারো অসুবিধা করবো না। আমার বসার আসনটি তাকে ছেড়ে দেব। তার সামনে গা ঘেঁষে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। অগত্যা দরজায় ঝুলন্ত যাত্রী রেলগাড়ির কক্ষে স্থান পেলেন।

আমাদের জীবনের গাড়ি দখল করে নিয়েছেন আমাদের ভাই-বোন, মা-

www.pathagar.com

বাবা, আত্মীয়-স্বজন, দারা-পুত্র-কন্যা। আরো আছে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন। সবকিছুর উপরে আছে চাকরি, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা। প্রত্যেক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমাদের প্রত্যেকের হয়ে যায়। মৃত্যুর দিকে প্রতি নিয়ত অগ্রসরমান আমাদের জীবনের রেলগাড়িতে রাসূলুল্লাহ্ এবং তার জীবনব্যাপী প্রিয় কাজের জন্য কিছু স্থান এবং কিছু সময় কি আমরা দিতে পারি না? আল্লাহ্‌র রাসূল প্রতিদিন তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র যে কাজ করেছেন, সে কাজের জন্য কিছু সময় কি আমাদের হবে? আসুন, আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিনই আল্লাহ্‌র দেয়া চব্বিশ ঘন্টা সময় থেকে অন্তত আড়াই ঘন্টা আল্লাহ্‌র প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ যে ধরনের কাজ করতেন সে কাজের জন্য আলাদা করে রাখি। যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন, সে কাজে আমরাও আমাদের জীবনের কিছু অংশ ব্যয় করি।

www.pathagar.com

১৭

আল-উলামা-উল-কিরাম ও তাবলীগ

সৎ কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজে নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলিমের প্রতিদিনের করণীয় ফরজ কর্তব্য। এটা উলামা-উল-মুকাররামূন-এর বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। উলামাদেরকে বলা হয় রাসূলের (সঃ) নায়েব এবং নবীদের ওয়ারিশ। সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে। আর এই দাওয়াতই হলো দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ।

তাবলীগ ছিল নবীদের দায়িত্ব। তাঁরা ছিলেন সৃষ্টির সেরা। তাদের কাজ ছিল আমলের সেরা। সর্বোত্তম মানুষেরা করতেন সর্বোত্তম মর্যাদার কাজ। উলামা-উল-মুকাররামূনের প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি কাজই হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার করা এবং শিক্ষা দেয়া। যদি তারা পিছিয়ে পড়েন, এ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে না। স্বল্প শিক্ষিত মুসলিমদেরকেই এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। কেউ যদি এ দায়িত্ব পালন না করেন, তবে আল্লাহ্‌ ভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মাধ্যমে এ কাজ করাবেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হতে পারে সর্বোত্তম মুবাল্লিগ

মামুল আজম নোমান বিন সাবিত আবু হানিফ (রঃ) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শারীয়াহবিদ, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী এবং আলিম। তাঁর সম্মুখে উত্থাপিত সমস্যার তিনি দিতেন সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তাঁর ব্যাখ্যাই সবচেয়ে যুক্তযুক্ত বলে অনেকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতেন।

আজকাল আমরা ইসলামের বাণী সুন্দর যুক্তি বা মাওয়েজাতুল হাসানা দিয়ে উত্থাপন করতে পারি না। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারি না আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন কি কারণে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী-রাসূলগণ কি যুক্তিতে এবং কারণে কি আমল করতেন তা আমরা বুঝি না।

আমরা বলে থাকি- আল্লাহ্‌ আল-কুরআনে এই হুকুম দিয়েছেন। তাই এ

www.pathagar.com

কাজ অবশ্যই করতে হবে। কেন করতে হবে এবং কেন আল্লাহ্ বিশেষ হুকুম দিয়েছেন তা বুঝাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কাজ বিনা কারণে বা প্রয়োজনে হওয়ার নির্দেশ দেন না। আল্লাহ্ প্রত্যেকটি নির্দেশের পিছনে রয়েছে সৃষ্টির কল্যাণ চেতনা। ধর্মীয় নেতাদের কাজ হলো শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

যিনি ইসলাম সম্বন্ধে জানেন, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার হকদার এবং যোগ্যতর ব্যক্তিত্ব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মুসলিমদেরকে সালাত আদায় করার জন্যে মসজিদে আসতে অনুরোধ করতে বিশেষ ইলমের প্রয়োজন হয় না। নামাজের পর কিছু সময়ের জন্যে বয়ানে অংশগ্রহণের অনুরোধ করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার দরকার হয় না।

যিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করবেন, তাকে অবশ্যই তালিম এবং ব্যক্তিগত পাঠে সময় ক্ষেপণ করতে হবে। যার পর্যাপ্ত ইসলামী ইলম নেই, তিনি কিভাবে অন্যকে ইসলামের জ্ঞান দেবেন?

কি ধরনের ব্যক্তি বাড়িতে অতিথি নিমন্ত্রণ করে থাকেন? যার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অন্যকে আপ্যায়ন করার মতো খাদ্য থাকে, তিনি মেহমান দাওয়াত দিতে পারেন। এমন ব্যক্তির মেহমানকে দাওয়াত দেয়া উচিত নয়— মেহমান ঘরে এলে যিনি বলবেন, "দুঃখিত। আমি অত্যন্ত গরীব। আপনাদের আপ্যায়ন করার মতো কোনো খাদ্যই আমাদের ঘরে নেই।"

যিনি নিয়মিত তাবলীগে যান, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হবে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করা। যা তিনি বলতে চান, তা বলার মতো দক্ষতা অর্জন করা। আমরা যা জানি, তা পালন করতে পারি না। যিনি পালন করেন, তিনি কম জ্ঞানী হলেও অন্যকে বলার হক তার আছে।

মেহমানদারী শুধুমাত্র বড়লোকের বিশেষ অধিকার নয়। নিজের অবস্থা অনুসারে মেহমানদারী করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার্থী এবং তাবলীগ

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে তাদের মূল্যবান সময় জ্ঞান সাধনায় কাটাতে হয়। তাদের তাবলীগে যাওয়া উচিত নয়। তাবলীগে অংশগ্রহণকারীদের বাড়ি বাড়ি গাস্তে বা দ্বীনের দাওয়াতে যেতে হয়। মাগরিবের

www.pathagar.com

পর বয়ানে যোগদানের অনুরোধ জানাতে হয়। এতে বেশি সময় ক্ষেপণ করতে হয় না। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রতিদিনই প্রায় চার ঘন্টা করে তালিমে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং দ্বীনি বয়ান শুনতে হয়। এতে কার্যকরী ইল্‌ম বৃদ্ধি হয়। নামাজ পড়ার জন্যে অনুরোধ করতে, রমজান মাসে রোজা রাখার আবেদন জানাতে, ফাহেশার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিতে খুব বেশি জ্ঞান দরকার হয় না। তবুও বলা যায়, ইসলামী জ্ঞান বিতরণে জ্ঞানের দরকার হয়। সফল মুবাল্লিগ হতে হলে আলিম হতে হয়।

কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞ আলিমরাই দা'ঈ এবং মুবাল্লিগ হওয়ার জন্যে যোগ্যতর ব্যক্তি। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাদ্রাসা স্টুডেন্টদের তাবলীগে অংশগ্রহণ করা কতটুকু সঙ্গত? এটি একটি মাসআলাহ সংক্রান্ত প্রশ্ন হতে পারে। মুবাল্লিগগণ মাসআলাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, বরং তারা গুরুত্ব আরোপ করেন ফাজায়েলের উপর। ফাজিলতের বহু বচন হলো ফাজায়েল বা কল্যাণসমূহ। তাবলীগে অংশগ্রহণকারিগণ বহু চেষ্টা করে বুঝিয়ে সুজিয়ে লোকদেরকে কয়েক দিনের জন্য তাবলীগে আনতে চেষ্টা করেন এবং দেখা যায় তারা সফলকাম হন। মাসআলাহ সংক্রান্ত শিক্ষা দেন মুফতি এবং ফকিহগণ।

মাদ্রাসার ছাত্রদের তাবলীগে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মুফতি ও ফকিহগণের মতামত নেয়া যায়। তাদের কি অভিমত হতে পারে? যদি তারা মনে করেন জ্ঞান অর্জন করা অপেক্ষা তাবলীগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অথবা সমগুরুত্বপূর্ণ, তবে তারা তাবলীগে অংশগ্রহণ অবশ্যই করতে পারেন। ফকিহদের মূল্যবান মতামত পাওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে একটি অতি সহজ প্রশ্ন করা যায়।

ইসলামী ইলম শিক্ষার একটি উচ্চ পাদপীঠে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদিগকে একজন মোহাদ্দিস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বুখারি শরীফের দারস্/পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়ার প্রধান কার্যালয়ের বাইরে নিয়মিত ঘুরাফিরা করছে এমন লোক যারা কলেমা তাইয়েবাও জানে না। প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসের এখানে কর্তব্য কি হবে? বুখারী শরীফ শিক্ষা দেয়া অথবা কালেমা তাইয়েবা শিক্ষা দেয়া। এ বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব হলো মুফতির।

হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব হলো সহিহ্ বুখারী শরীফ। আল-কুরআনুল করীমের পরেই হলো এর স্থান। বুখারী শরীফ পাঠ করা ফরজ নয়। সাহাবা উল-কিরামের সময়ে এ কিতাবের অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু ২৫৬ হিজরী সনে। কালেমা তাইয়েবা শিক্ষা করা ফরজ।

www.pathagar.com

এখন আমরা নিজ নিজ প্রজ্ঞা অনুসারে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি মাদ্রাসার ছাত্রদের তাবলীগে অংশগ্রহণ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত।

উলামা-উল-কিরাম অবশ্যই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিচ্ছেন। তারা শিক্ষা দিচ্ছেন দ্বীন কি? কিভাবে দ্বীন প্রচার করতে হয়। মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেলে ছাত্র-শিক্ষক তাবলীগের কাজ করতে পারেন। মাদ্রাসায় থাকাকালেও নিজেদের সুবিধামতো অবসর সময়েও তারা তাবলীগে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সাহাবীদের তাবলীগ

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এক সময় দুঃখ করে বলেছিলেন যে, আল-কুরআন ভালোভাবে শিক্ষার আরজু বা নেক ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু সময়াভাবে তা সম্ভব হলো না। কুরআন শিক্ষা করা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কি বস্তু? এমন কি কাজ থাকতে পারে যা কুরআন শিক্ষা করা অপেক্ষা মূল্যবান?

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) দু'টি কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। এগুলো হলো দাওয়াহ (ইসলাম প্রচার) এবং জিহাদ (ধর্মীয় যুদ্ধ)। তিনি প্রথমেই শত্রুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। যারা এ দাওয়াত (আহ্বান) কবুল করতেন না বা শান্তি চুক্তিতেও আবদ্ধ হতেন না, তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে লিপ্ত হতেন।

দ্বীনের দাওয়াত বা আহ্বান না জানিয়ে ইসলামের দুশমন বা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা না-জায়েজ। কুরআন শিক্ষা না করেই কারো পক্ষে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া কতটুকু সঙ্গত এবং কি করে সম্ভব? মনে হচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া কুরআন শিক্ষা অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু জার গিফারী (রাঃ) কয়েক দিন মক্কায় ছিলেন। মক্কায় থাকাকালে কয়েক দিনের মধ্যে হযরত আবু জার গিফারী (রাঃ) ইসলামের কতুটুকুই বা শিখেছেন? তিনি কি এ অল্প সময়ের মধ্যে বড় আলিম, মুফতি বা ফাকিহ হয়েছিলেন? কিন্তু এ সময়েই প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তিনি মক্কায় বার বার কাফিরদের হাতে আহত হন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং জজবাওয়ালা সাহাবী ছিলেন।

রাসূল (সঃ) তাঁকে নিজ কবিলা গিফারী গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ

www.pathagar.com

করেন। পরে অবশ্য তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। স্থায়ীভাবে রাসূলের (সঃ) কাছে থেকে যান এবং অবিসংবাদিত জ্ঞানী হিসেবে সমাদৃত হন। মুবাল্লিগ, দা'ঈ (ইসলামের আহ্বানকারী) হতে হলে আলিম হওয়া ভাল, কিন্তু ফরজ নয়। ইসলামের মৌলিক কয়েকটি বিষয় জানলেই ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হওয়া যায়।

বিদায় হজ্ব কালে এক লক্ষের কাছাকাছি বা লক্ষাধিক সাহাবী আরাফাত-মিনায় উপস্থিত ছিলেন। এই সাহাবীগণ কোথায় মৃত্যুবরণ করেছেন? মক্কা এবং মদিনায় দশ হাজার সাহাবী সমাধিত হয়েছিলেন কি-না সন্দেহ। অল্প কয়েকজন তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন। অন্য সাহাবীগণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আরবের বাইরে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

মুয়াজ্জিন ও ঘটক

নামাজ পড়তে জানলে নামাজের দিকে আহ্বান করা যায়। আজানের কয়েকটি বাক্য জানলে আজান দেয়া সম্ভব। জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও আজান দিতে পারেন। সেটা আরো ভালো। জুমুআর নামাজের খতিব আজান দিলে আজানের মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আজান দেয়ার জন্য খতিবের পর্যায়ের ইলম অর্জন করা প্রয়োজন নয়।

বিয়ের ঘটক হতে হলে নরস্বাস্থ্যবিদ, নারী বিশেষজ্ঞ বা যৌন বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যুব মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবার বিশেষজ্ঞ হলে ঘটক যোগ্যতর হবেন সন্দেহ নেই। তবে দেহ ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ঘটকালির জন্যে প্রয়োজন নেই।

আলিম এবং মুবাল্লিগ

আল্লাহ্‌র নিকট আলিম এবং মুবাল্লিগ উভয়ের স্থানই অতি উঁচুতে। আলিম না হলে একজনের পক্ষে ভাল মুবাল্লিগ হওয়া সম্ভব নয়। আলিম হিসেবে এক ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন। মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি অন্যের নিকট জ্ঞান বিতরণ করেন। দা'ঈ হিসেবে তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। ইলম এবং দাওয়াতের সংযোগ হলে তা হয় সোনায় সোহাগা।

এমন এক ব্যক্তির কথা ভাবুন যিনি একজন প্রখ্যাত আলিম। তিনি ইসলামী জিন্দেগীযাপন করেন। তিনি তার অবশ্য করণীয় সকল কর্তব্য পালন করেন।

www.pathagar.com

আরেক ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন যিনি আলিম নন। তিনি ঐটুকুই জানেন যা তার উপর ফরজ। একই সময় তিনি এ সমস্ত ফরজ বিষয় অন্যকে অবহিত করেন এবং তা প্রতিপালনের জন্যে আহ্বান করেন। এরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হবেন আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি? যে আলিম তিনি যা জানেন তা অন্যের নিকট প্রচার করেন না এবং দ্বীনি ইলম অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে অন্যদেরকে আহ্বান করেন না, তার জ্ঞান অনেকটা বৃথা বা অনুপোকারী।

দ্বীনি ইল্‌মের ব্যবহার ও প্রচার

এক ধনী ব্যক্তির এক টন পরিমাণ সুগন্ধি আতর আছে। এ সুগন্ধি রয়েছে মটকালে গলাই করা অবস্থায়। আর এক দরিদ্র ব্যক্তির আছে একটি ক্ষুদ্র শিশি আতর। মসজিদে তিনি তা মুসল্লিদের মধ্যে বিতরণ করেন। কার আতর আল্লাহ্‌র নিকট বেশি মূল্যবান এবং প্রিয়?

এক ব্যক্তি শুধুমাত্র দশটি সূরার অর্থ জানেন। এ অর্থগুলো তিনি সুযোগ পেলেই অন্যদেরকে জানান। আর এক ব্যক্তি বিজ্ঞ আলেম। তিনি সমস্ত কুরআনের অর্থ জানেন। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান তিনি নিজের কাছেই রাখেন। প্রচার করেন না। যে ব্যক্তি মাত্র দশ সুরার অর্থ জানেন, তার ওয়াজ শুনে বিজ্ঞ আলেম বিদ্রূপের হাসি হাসেন। তার হাসি দেখে ফিরিস্তারাও তাকে নিয়ে হাসেন।

এক বিত্তশালী বিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক। তার অর্থ রয়েছে ব্যাংকে। তিনি তা ব্যবহার করেন না। প্রচুর অর্থের মালিক তিনি- এই অনুভূতি এবং তৃপ্তি রয়েছে তার মনে। আর এক ব্যক্তির আছে মাত্র বিশ হাজার ডলার। এটা নিয়ে তিনি ব্যবসা করেন। নিজের প্রয়োজন মিটান। আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাঁচ হাজার ডলার বছরে ব্যয় করেন। কার বিত্তের মূল্য ও গুরুত্ব দ্বীনের দৃষ্টিতে বেশি?

প্রভূত জ্ঞান-ভাণ্ডার কোনো কাজেরই নয়, যদি তা আল্লাহ্‌র বান্দার কোনো উপকারে না আসে। তাবলীগকারী মুবাল্লিগণ ধর্ম সম্বন্ধে খুব কমই জানেন। স্বল্পজ্ঞান যা তাদের আছে, সে জ্ঞানের তারা সদ্ব্যবহার করেন। উক্ত জ্ঞান প্রচার করেন। এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আকর্ষণ করেন।

সালাতের আহ্বান

আমরা জানি মানব জীবনে সালাত (নামাজ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল। বে

www.pathagar.com

নামাজী হলো ফাসেক এবং সবচেয়ে বেশি গুনাহগার। শাফি'ই মাজহাব মতে বে নামাজীর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। স্বল্পশিক্ষিত মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারী আল্লাহ্র বান্দাকে মসজিদে আসতে এবং জামাতে নামাজ পড়তে অনুরোধ করেন। জামায়াতের পর কিছুক্ষণ বসে থাকতে এবং দ্বীনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করেন আল্লাহ্ নিজে আল-কুরআনে একবার নয়, বার বার। এ আহবান করে গেছেন নবিগণ এবং আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর মৃত্যুর পরে এ দায়িত্ব পড়েছে সকল মুসলিমের উপর, বিশেষ করে উলামা-উল-কিরামের উপর।

আলিমের মাধ্যমে তাবলীগী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন

উপমহাদেশে তাবলীগ আন্দোলনের মুজাদ্দিদ বা পুনরুজ্জীবনকারী হযরত মাওলানা ইলিয়াসকে (রঃ) তাবলীগে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উলামা-উল-কিরাম কেন বিরাট সংখ্যায় তাবলীগে অংশগ্রহণ করছেন না? মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) নিজেই ছিলেন একজন আলিম।

তাজিরদের বা সৎ ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) তাদেরকে একটি কাউন্টার প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে কাদের কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীদের কাজ অথবা উলামা-উল-কিরামের কাজ? ব্যবসায়ীরা একমত হলেন যে, ব্যবসায়ীদের কাজ ও পেশা অপেক্ষা উলামা-উল-কিরামের দ্বীনি কাজ ও পেশা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মরহুম মাওলানা তখন তাদের পরবর্তী প্রশ্ন করলেন। ব্যবসায়ীরা যদি বিপুল সংখ্যায় তাদের কম গুরুত্বপূর্ণ পেশা বা কাজ ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে তাবলীগে আসতে না পারেন, তবে আলিমদের পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে অন্য একটি কাজে আসা কষ্টকর যদিও পরবর্তী কাজটি হতে পরে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উপমহাদেশের তাবলীগ আন্দোলনের শুরু একজন মুজাদ্দিদ আলিমের হাতেই। এই আন্দোলনকে প্রসারিত করেছেন আলিমগণ। এর নেতৃত্ব এখনো রয়েছে আলিমদের হাতে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাবলীগের কাজে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। তারাই এ আন্দোলন ছয়টি

www.pathagar.com

মহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মুয়াজ্জিন আজান দেন। তিনি মানুষকে সালাতের জন্য মসজিদে আসতে আহ্বান জানান। তিনি সাধারণত সালাত ক্বাজা করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ইমামেরই জামায়াত ক্বাজা হয়ে যায়। ইমামের মর্যাদা অবশ্যই মুয়াজ্জিনের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর।

অনাহূতভাবে ইসলাম প্রচার

মুবাল্লিগ দ্বীনের কথা বলার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরেন। গায়ে পড়ে দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। দ্বীনের ব্যাপারে তার বিচ্যুতি ঘটলে যাদের কাছে দ্বীনের কথা বলার জন্যে তিনি গমন করেন, তাদের স্মৃতিতে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। আলিমদের বিচ্যুতি অপেক্ষা তাবলীগকারীর ধর্ম বিচ্যুতিতে সাধারণ মানুষ হয় অনেক বেশি সমালোচনামুখর। মুবাল্লিগকে দ্বীনের উপর অধিকতর দৃঢ় থাকতে হয়। এমনকি আলিম অপেক্ষা অনেক বেশি।

ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করার জন্যে ছাত্ররা মাদ্রাসার শিক্ষকের নিকট আসে। জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী এবং ইচ্ছুক ছাত্রদেরকে জ্ঞানের কথা বলা সহজতর। যারা মাদ্রাসায় ইসলাম শিক্ষা করতে আসেন না, তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া কষ্টকর।

মধ্যযুগে সুফী, দরবেশ, মুর্শিদ, আলিম, মাশায়েখ, ওয়ালি-আল্লাহ্রা ছিলেন ইসলামের ধারক, বাহক এবং প্রচারক। আজকাল তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার রুদ্র গ্রাস উপেক্ষা করে সাহাবা কিরামের ন্যায় মুজাহিদী জিন্দেগী বা সুফি জিন্দেগী যাপন কষ্টকর।

প্রখ্যাত আলিম, পীর মাশায়েখের পক্ষে বিনা দাওয়াতে অনাহূতভাবে দ্বীনের কথা বলার জন্য বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে, অফিসে যাওয়া এবং মানুষের সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। আমন্ত্রিত হলেই তাদের পক্ষে কোনো স্থানে যাওয়া এবং ইচ্ছুক শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য পেশ করা সহজতর। তাবলীগের লোকেরা বিতাড়িত হলেও লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে বার বার ধর্ম নিরপেক্ষ এবং ইসলাম বিরোধীদের কাছে যান। তাদের পক্ষে যা সম্ভব অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

বিনা চাঁদায় ইসলামী কাজ

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সরল জীবন যাপন করা কষ্টসাধ্য।

www.pathagar.com

চারিদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা অতি সহজলভ্য। দ্বীনের কাজ করাও ব্যয়সাধ্য। দ্বীনি মাহফিলের জন্য ওয়ায়েজীন আগ্রহী হলেও তা যথেষ্ট নয়। পেন্ডেল তৈরি করতে হয়। মাইকের ব্যবস্থা করতে হয়। পোস্টার ছাপাতে হয়। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শ্রোতাদেরকে দ্বীনের কথা শুনার জন্য আকর্ষণ করতে হয়। হল ভাড়া করতে হয়। চাঁদা আদায় করতে হয়। তাবলীগে অংশগ্রহণকারীরা সহজ-সরল পদ্ধতিতে দ্বীনের বাণী প্রচারে ও দ্বীনের পথে আহ্বানের কাজে তাদের সময়ের এবং অর্থের কুরবানী যতকিঞ্চিৎ করে যাচ্ছেন।

ভাবমূর্তি

বিশ্বব্যাপী তাবলীগীদের ত্যাগের একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে। মসজিদে তাবলীগের জামায়াতকে থাকতে দেয়ার ফলে মসজিদের জিনিসপত্র বা যন্ত্রপাতি চুরির খবর শোনা যায় না। মসজিদ থেকে তারা সাধারণত বহিষ্কৃত হন না। এক মসজিদ থেকে বিতাড়িত হলে প্রতিবাদ না করে তারা অন্য মসজিদে চলে যান। মসজিদে জায়গা না পেলে যেখানে আশ্রয় পান, সেখানে আশ্রয় নেন। কোথায় আশ্রয় না মিললে হোটেলে আশ্রয় নেন। নিজের পয়সায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান।

দ্বীনের কথা যত সামান্য জানেন, সেটাকে মূল্যবান মনে করে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তারা হলেন দ্বীনের কারখানায় উৎপাদিত দ্বীনি ঔষধের ক্যানভাসার।

তাবলীগ জামায়াত একটি ভ্রাম্যমাণ দ্বীনি মাহফিল এবং চলমান মাদ্রাসা।

এ মাহফিল ও মাদ্রাসার নেতৃত্ব ও পরিচালনা উলামা-উল-কিরামের হাতেই থাকা বাঞ্ছনীয় ও প্রত্যাশিত। যেখানে উলামা-উল-কিরাম পাওয়া যায় না, সেখানে অন্যেরা এসে তাদের দুর্বল হাতে হাল ধরে নেন। দ্বীনের ক্ষুদ্র ডিঙ্গি উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ, দ্বীনবিরোধী সমুদ্রে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে ভাসিয়ে দেন। ইসলামবিরোধী সমুদ্রে তাবলীগীদের দশ-পনের জনের জামায়াত ডুবতে ডুবতে ভেসে থাকে। ভাসতে ভাসতে উপকূলবর্তী হয়। তাদের রক্ষক, মালিক, ওয়ালি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ওয়া শানুহু তায়ালা।

www.pathagar.com

অলী-আওলিয়া ও মুবাল্লিগ

অলী-আওলিয়া, পীর-বুজুর্গ এবং তাবলীগকারী মুবাল্লিগদের মধ্যে পার্থক্য কি? মানুষ কেন পীর বুজুর্গদের দরবারে যায়? শেখ মাশায়েখ এবং পীর-বুজুর্গদের অনুসারীরা হুজুর-কেবলার কাছে যান মূলতঃ হিদায়েতের জন্যে। হিদায়েত (পথ প্রদর্শন) ছাড়াও তাদের অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। নানা অসুবিধা, বিপদমুক্তি, দুনিয়াদারীর সমস্যা সমাধান ও সাফল্যের জন্যে দু'য়া পাওয়ার উদ্দেশ্যেও মুরিদ এবং অনুসারীরা হুজুর কেবলাদের কাছে যান।

দু'য়ার দরখাস্ত এবং মাকসুদ

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কারণে অসুখ-বিসুখতো অনেকের লেগেই থাকে। দারিদ্র্যের কারণে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ও বিদেশী খাঁটি ঔষধ কেনা সম্ভব হয় না। কারণ, দাম বেশি। দেশী ঔষধে থাকে ভেজাল। রোগমুক্তির দু'য়ার জন্যে যেতে হয় পীর-মাশায়েখ ও হুজুর-কেবলার কাছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও মামার জোর না থাকলে চাকুরী হয় না। মামার জোরের সাথে সাথে প্রয়োজন হয় টাকার জোরের। প্রমোশনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। উপায়ান্তর না দেখে যেতে হয় অলী-আউলিয়া, হুজুর কেবলাদের কাছে। তাদের দরবারে হাদীয়া নামমাত্র। তদুপরি বিবেচনা ও আন্তরিকতা অনেক বেশি।

বহু দেশই হলো অসৎ ব্যবসায়ীদের জন্যে জান্নাত, আর সৎ ব্যবসায়ীদের জন্যে জাহান্নাম। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন সরকার। যারা সরকার কব্জা করতে পারেন, তাদের অনেকের পোয়াবারো। টেন্ডারে সর্বনিম্ন দর দিয়েও সরবরাহ বা ঠিকাদারীর কাজ পাওয়া যায় না।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রয়েছে পেশীর মস্তানী ও বিত্তের মস্তানী। ডাকাত সরদার হওয়ার মধ্যে রয়েছে আনন্দ, তৃপ্তি ও ধনৈশ্বর্য। গণপ্রতিনিধি হওয়ার মধ্যে

www.pathagar.com

রয়েছে তার বেশি বেশি সম্মান।

ভোটাররা ভোট দিলেও নির্বাচনী পুলসিরাত পার হওয়া যায় না। দু'য়ার জন্যে যেতে হয় পীর মাশায়েখদের কাছে। এ জাতীয় উদ্দেশ্য ছাড়া রয়েছে নেক মাকসুদ। সারা জীবনের কৃত গুনাহ মাফের জন্যে দু'য়া এবং বাকি জীবন নেক আমল করার হিদায়েতের জন্যেও পীর মাশায়েখদের কাছে যেতে হয়।

ভক্তেরা হুজুর কেবলাদের দরবারে ভিড় করেন যা প্রয়োজন তার জন্যে দু'য়া কামনায়। পীর-মাশায়েখগণ ভক্তদের মধ্যে যে ধরনের আখলাক ও আমল দেখতে চান সে ধরনের দু'য়া কামনায় খুব কম লোকই তাদের কাছে যান। তাকওয়া, নেকী, পরহেজগারী অপেক্ষা পরীক্ষায় পাস, নির্বাচনে পাস, রোগমুক্তি, ব্যবসায়িক সাফল্য ইত্যাদি ভক্তদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাবলীগের ফেরিওয়ালা/হকার

হুজুর কেবলাদের কাছে মানুষ যে মাকসুদ বা উদ্দেশ্যে যায়, তাবলীগওয়ালা বা মুবাল্লিগদের কাছে সে ধরনের মাকসুদের সাধারণত তারা যায় না। দুনিয়াদারীর দু'য়া চাইলেও তাবলীগের হুজুরেরা নসিয়ত করেন তাবলীগে কয়েকদিন সময় দিতে। ওয়াক্ত লাগাতে। তাবলীগের হুজুরেরা অবশ্য টাকা পয়সা চান না। কিন্তু ব্যস্ত মানুষের তিন দিন সময়ের দাম হুজুর কেবলাদের যা হাদিয়া দেয়া হয় তার চেয়ে বেশি। তাবলীগের হুজুরদের কাছে কষ্ট করে যেতে হয় না। তারাই খুঁজে খুঁজে এসে অফিসে, বাসায় হানা দেন এবং কড়া নাড়েন।

তাবলীগের মুবাল্লিগ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত হুজুরদের সঙ্গে তুলনা করা যায় মাছ-তরকারীর হকারদের সঙ্গে। দুধ-ওয়ালাদের সঙ্গে। ঔষধ কোম্পানী বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গেও তাবলীগওয়ালাদের তুলনা হয়। একবার পরিচয় হলে সহজে পিছ ছাড়তে চান না; বিরক্ত হলেও না। আত্মসম্মানবোধ বেশি থাকলে তাবলীগ ও দাওয়াহ'র কাজ করা যায় না। এ কাজে যে যত ছোট হতে পারে ততই তার সাফল্য।

হকার এবং ক্ষুদে বিক্রেতারা তাদের বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়। তাদের কাছে যে জিনিস আছে, ঐ দ্রব্যাদির গুণ-কীর্তন করে। যে জিনিস নিয়ে যায়, তাই বিক্রি করে। ঔষধ কোম্পানী বা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানীর মার্কেটিং এজেন্টরা যে জিনিস বিক্রয় করতে যান, সে জিনিসেরই

www.pathagar.com

ফজিলত বয়ান করেন। ক্রেতার চাহিদা বুঝতে চেষ্টা করেন তবে, ভিতরগত উদ্দেশ্য হলো তাঁর নিকটে যা আছে, তা দিয়েই তিনি ক্রেতার প্রয়োজন মিটাবেন।

শেখ-মাশায়েখ, পীর-বুজুর্গ, আলিম, উলামা, ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, মুবাল্লিগ, দা'ঈ সকলেই মুসলিম উম্মার কল্যাণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অবদান রেখে যাচ্ছেন। অন্য বহু ধর্মের তুলনায় মুসলিমগণ নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর। পীর-মাশায়েখ, আলিম-উলামার সংখ্যা কম হলে মুসলিম উম্মাহ আরো অনেক পিছনে পড়ে থাকতো। তবে বিভিন্ন গ্রুপের ভূমিকা ও তুলনামূলক অবদানের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছুটা পার্থক্য।

শায়খ-মাশায়েখদের দ্বীনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর

মাদ্রাসার শিক্ষক, মুফতি, ফকিহ্, দেশমান্য শেখ এবং ইমামের তুলনা করা যায় একটি বহুতল বড় দোকান বা বড় বাজারের সঙ্গে। পাশ্চাত্যের বড় শহরে প্রকাণ্ড ভবন-মার্কেটের শত শত দোকানে হাজার ধরনের দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সবগুলো দোকানের মালিক এক ব্যক্তি বা একটি কোম্পানী। এগুলোকে বলা হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা বিভাগীয় দোকান। মিসরীয় বংশোদ্ভূত দদি ফায়েদের মালিকানাধীন হ্যারোড দোকানটি এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। দেশ-বিদেশের ক্রেতারা এসে এ ধরনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকেন।

একজন আন্তর্জাতিক মানের পীর-বুজর্গ, শেখ, মুফতি, বহু গ্রন্থ প্রণেতা বা ইসলামী চিন্তাবিদকে একটি আন্তর্জাতিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সাথে তুলনা করা যায়। আঞ্চলিক বা শহরভিত্তিক ইসলামী বুদ্ধিজীবীদেরকে ছোট বাজার বা ক্ষুদ্র স্টোরের সাথে তুলনা করা চলে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বা বাজারে, দোকানে, কাস্টমারগণ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য গিয়ে থাকেন।

বড় বড় শেখ মাশায়েখের কাছেও জনসাধারণ তাদের সমস্যা জানাতে এবং সমাধান পেতে গমন করে থাকেন। শুধু সাধারণ নাগরিক নন, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্র প্রধানরাও তাদের সমস্যা নিয়ে বড় বড় আলিম, পীর-মাশায়েখ, ওয়ালি-আউলিয়ার দরবারে দু'য়ার জন্য হাজিরা দেন।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা একটি বড় বাজারে যদিও সরবরাহ থাকে পর্যাপ্ত, প্রাধান্য থাকে কাস্টমারদের। বাজারের মালিক কাস্টমারের চাহিদা মাফিক

www.pathagar.com

জিনিস দোকানে রাখেন। এখানে সার্বভৌমত্ব হলো ক্রেতার। বিক্রেতা অবশ্য ক্রেতার প্রয়োজন এবং চাহিদা নিরূপণ করে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে পারেন।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ

রোগীরা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন নিয়ে ঔষধের দোকানে গমন করেন। তারা তাদের প্রয়োজন মতো ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ঔষধাদি ক্রয় করে থাকেন। এখানে বিক্রেতার পছন্দ বড় কথা নয়। ক্রেতার পছন্দ এবং প্রয়োজনটাই বড়। একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ তার কোম্পানীতে উৎপাদিত ঔষধের তালিকা এবং নমুনা নিয়া ডাক্তারের চেম্বারে, ফার্মেসি এবং ডিসপেনসারিতে উপস্থিত হন। বাজারের প্রচলিত ঔষধ থেকে তাদের উৎপাদিত ঔষধের মান, গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের ঔষধ যে ভাল তা চিকিৎসককে বুঝাতে চেষ্টা করেন।

দোকানদারগণ যেন ঔষধ কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধির প্রদর্শিত ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্রে রাখেন— এ লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। কোনো কোনো দোকারদারকে অতিরিক্ত কমিশন দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। চিকিৎসক যেন তাদের উন্নততর মানের ঔষধ ব্যবস্থাপত্রে লেখেন— এ লক্ষ্যে বিক্রয় প্রতিনিধি তাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন।

তাবলীগকারী মুবাল্লিগ যখন কোনো কারখানায় বা অফিসে বা বাড়ি বাড়ি গমন করেন, তখন তিনি দ্বীন সম্পর্কে তার জানা বিষয়েই জানাতে চেষ্টা করেন এবং নিজের নাজাতই যদি কারো একমাত্র কাম্য হয় এবং তা-ই সত্যিকারের ইসলাম হয়, তবে সাহাবীরা মক্কা-মদিনায় পড়ে থাকতেন। কাবা এবং রওজা মুবারক ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তেন না। ইসলাম অন্য-নিরপেক্ষ স্বার্থবাদী মাকসুদ, তারীকা বা পদ্ধতি শিক্ষা দেয় না।

সমাজের প্রতি চোখ বন্ধ রেখে ব্যক্তিগত ইবাদতে লিপ্ত থাকা একরূপ অলসতা। দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে হলে নবীরা যেভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এ যুগেও সেরূপ বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ অর্থ-পুঁজিবাদীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এমন নেকি পুঁজিবাদীকে-পাপীদের সম্বন্ধে যার কোনো পেরেশানি নেই। আদমের অন্যান্য আওলাদের সম্পর্কে যার উৎকণ্ঠা নেই আধ্যাত্মিক নিয়ামত স্বার্থপরের মতো

www.pathagar.com

নিজে ভোগ করলে চলবে না।

তাবলীগকারী শুধু নিজের কথা ভাবেন না, অন্যদের আত্মার মুক্তির জন্য চিন্তা করেন। আর এ চিন্তাও একটি নেক আমল। যারা নিজের জান্নাতপ্রাপ্তি অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অন্যান্য পাপী বান্দার পাপমুক্তি এবং জান্নাতপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বেশি চিন্তা এবং আমল করেন, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অধিকতর সন্তুষ্ট।

তবে নিজে পাপের মধ্যে পড়ে থেকে অন্যের পাপমুক্তির চিন্তা বা প্রচেষ্টা অর্থহীন। নিজের কথা আগে ভাবতে হবে। সাথে সাথে অন্যদের কথা ভাবতে হবে।

যারা সারা জিন্দেগী নিজের নাজাতের কথা চিন্তা করে আমল করে গেছেন, অন্যদের প্রতি ছিলেন উদাসীন, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তো নন, বরং বিরূপ এবং রাগান্বিত।

তবে, নিজে পাপের মধ্যে পড়ে থেকে অন্যের পাপমুক্তির চিন্তা ও প্রচেষ্টা অর্থহীন। নিজের কথা আগে ভাবতে হবে। সাথে সাথে অন্যদের কথা ভাবতে হবে।

যারা সারা জিন্দেগী নিজের নাজাতের কথা চিন্তা করে আমল করে গেছেন, অন্যদের প্রতি ছিলেন উদাসীন, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তো নন, বরং বিরূপ এবং রাগান্বিত।

স্বার্থপর আবেদের শাস্তি

এলাকাবাসীর পাপের কারণে একটি অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে ফিরিস্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। ফিরিস্তারা আল্লাহ্‌কে জানালেন যে, সে অঞ্চলে বাস করছেন কয়েকজন আবেদ। তারা পাপমুক্ত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতেই সারাক্ষণ নিরত। সমগ্র অঞ্চলে যদি প্রস্তর নিক্ষেপে এবং অন্যভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়, এই নেককার বান্দারাও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবেন। তদের রক্ষার জন্য ফিরিস্তারা আল্লাহ্‌র কাছে আরজি পেশ করেন।

পাপময় এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণতকরণে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তিত হয়নি, বরং আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে প্রথমেই ধ্বংস করতে যারা অন্যদের পাপাচার সম্পর্কে উদাসীন থেকে শুধুমাত্র নিজেদের নাজাতের চেষ্টাতেই নিমগ্ন ছিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র বিচারে তারাও অপরাধী যারা শুধু নিজেদের রক্ষা করতে চায়। তারা লোভী এবং স্বার্থপর। তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র জান্নাত কব্জা করতে চায়, যেমন বহু দুনিয়াদার চায় দুনিয়ার সকল ধনসম্পদ তাদের হাতের মুঠোয় আনতে।

যারা সৎ কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দেয় না, তারা নেক কর্মে উদাসীন এবং অবৈধ কর্মে লিপ্তদের মতই অপরাধী, যদিও থাকেন সদাসর্বদা ইবাদতে লিপ্ত। যারা আল্লাহ্‌র বাণী অন্যদের নিকট পৌঁছায় না এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান করে না, তাদের প্রতি নাজেল হয় আল্লাহ্‌র লা'নত। তারা এ দুনিয়ায়ও সুখ পাবে না। পরকালেও পাবে না জান্নাতের আনন্দ।

সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি সমাজে পাপে লিপ্ত হয়, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত না করেন, তাদেরকে সমাজে সংঘটিত পাপের জন্য আল্লাহ্ দায়ী করবেন। তাদের এ ধরনের পাপের (উদাসীনতা ও সহনশীলতা) শাস্তি মৃত্যু পূর্বেও অনুষ্ঠিত হতে পারে।

www.pathagar.com

১৯

পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের তাবলীগ

আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের পূর্বে জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সরল। আজকাল ঘরে-বাইরে যে হাজার প্রকার দ্রব্য আমরা ব্যবহার করে থাকি, তা আমাদের জীবনকে আরামপ্রদ ও সমস্যা সংকুল করেছে। বহু দূরে যেতে না হলে পা দু'টি ছিল অতীতে প্রধান বাহন। নৌকা, পাল-তোলা জাহাজ, গরু-গাড়ি, গাধা, ঘোড়া, হাতি ছিল যাতায়াতের পরিবহন। অশ্বই ছিল দ্রুততম। বর্তমানে যন্ত্রচালিত বহুবিধ যানের আবিষ্কার হয়েছে। নৌপথে যান্ত্রিক নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার, জাহাজ, কোস্টার ট্যাঙ্কার, সাবমেরিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোটর সাইকেল, গাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান আমাদের জীবনকে করেছে দ্রুত এবং জটিল।

শৌখিন লেখার জন্যে আজও কাঠ এবং চামড়া ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় লেখার সামগ্রী হিসেবে মামুলি কাগজে আমরা সন্তুষ্ট নই। উন্নতমানের অফসেট পেপার আমাদের পছন্দনীয়। হাতের লেখা বই অনেকটা অচল। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মুদ্রণ যন্ত্র ক্রমশ উন্নততর হচ্ছে। অতীতে সমগ্র কুরআনের এক কপি লিখতে সারাটি বছর লেগে যেত। এখন আমাদের প্রতিঘন্টায় পঁচিশ হাজার কপি মুদ্রণ কম বলে মনে হয়।

বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জীবনযাত্রা হয়ে উঠছে শুধুমাত্র জটিল নয় বরং যান্ত্রিক। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুনিয়াদারি সমস্যা সমাধানে উলামাগণ খুবই পিছনে পড়ে গেছেন। শুধু উলামাগণ নন, সাহিত্য-ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ক্লাসিক্যাল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, মেকানিক, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যারা অধিকতর অবদান রাখতে পারছেন, তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নেতৃত্ব সমাজে স্বীকৃত হচ্ছে।

ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানের সমন্বয়হীনতা

ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে যান্ত্রিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করেছেন খ্রীস্টান মিশনারী এবং পাদ্রিগণ। তারা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বিভিন্ন ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক

www.pathagar.com

বিষয়সমূহে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে থাকেন। তদুপরি কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। তারা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালনা করেন। নাম-ঠিকানাবিহীন এবং পথে পড়ে থাকা শিশুদেরকে তাদের পরিচালিত অনাথ আশ্রম ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত কারিগরি শিক্ষা দিয়ে তাদের মন খ্রিস্ট ধর্মের দিকে আকর্ষণ করেন। শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা এই কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া।

জাতি হিসেবে মুসলিমগণ দ্বীনি কাজে সারা জীবন কুরবানী করার মতো মানসিক শক্তিসম্পন্ন নন। সুফি-দরবেশ, অলি-আউলিয়াদের মতো আত্মীয়-স্বজন, ঘরবাড়ি ও বিয়ে-শাদি ত্যাগ করে অচেনা, অপরিচিত জায়গায় দ্বীনের কাজে আমরা অভ্যস্ত নই। এটা অবশ্য সুন্নাহও নয়। জীবনব্যাপী দ্বীনি কাজ করার মতো মন-মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়াও বড় কঠিন।

ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা স্টেটের অন্তর্গত সাউথবেন নগরীতে অবস্থিত নটারডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম বিশ্বে একটিও নেই। আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় উলামা-উল-মুকাররামূন হতে দ্বীনি শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু ডাক্তার, কৃষিজীবী পশু-চিকিৎসাবিদ, বন-শাস্ত্রবিদ, মৎস্যবিদ আমরা পাই না।

জাগতিক পেশাজীবীদের মুবাল্লিগে পরিণতকরণ

যেহেতু আমরা দ্বীনি ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও বিদ্যায় শিক্ষিত প্রচারকারী আলিম উলামা পাচ্ছি না, তাই সহজতর একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারি। পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, শল্য চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা বিশারদ, বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলীদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারি।

ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে তিন চিল্লা বা তদুর্ধ্ব সময় মসজিদের দ্বীনি পরিবেশে কাটিয়ে দ্বীনের মুবাল্লিগ হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। তারা সর্বক্ষণিকভাবে নয়, অন্তত খণ্ডকালীন মুবাল্লিগ বা দ্বীনের দা'ঈ হয়ে ইসলামের বাণী ও আহ্বান অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

উলামা-উল-মুকাররামূন-এর পক্ষেও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ হওয়া

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। তারা উন্নততর, পেশাজীবী, বিচারপতি, সেনাপতি হতে পারবেন না। অথচ এদের কাছে যেতে হলে তাদের ধরনের এবং স্তরের দ্বীনি কর্মী প্রয়োজন। এ অভাব পূরণ হতে পারে যদি একই পেশা ও স্তরের লোকদেরকেই তাবলীগকারী ও মুবাল্লিগে পরিণত করা যায়।

কারিগরি শিক্ষিত তাবলীগকারী বা মুবাল্লিগ

আমাদের সনাতন ধর্মীয় প্রচারকেরা দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু তারা অনেকেই মানব জাতি-গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত নন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে দ্বীনের পক্ষে আনতে হলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত তাবলীগকারী হওয়া প্রয়োজন।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। জীবন আজকাল জটিল হয়ে উঠেছে। পেশাগত জ্ঞান অত্যধিক প্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ধর্মীয় জ্ঞান ও আচরণ বা জীবনযাত্রা ক্রমশ নিম্নগামী। দাওয়াহ এবং তাবলীগ সম্বন্ধে পেশাগত জ্ঞান ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা অন্যদেরকে অবহিত করা এবং তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা খুবই কষ্টকর। পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের জ্ঞান, শিক্ষা, প্রেক্ষাপট অবহিত না থাকলে তাদেরকে কোনো কিছু বুঝানো কঠিন।

সালাত আমাদেরকে ফাহেশা এবং মুনকার থেকে ফিরিয়ে রাখার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সালাত কার্যকরী এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এক্ষেত্রে করণীয় অনেক কিছু আছে। তাবলীগকারী এবং মুবাল্লিগদেরকে কালিমার দাওয়াতের কাজে পেশাগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন।

অতীতে তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজ করতেন শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষিত উলামা-উল-কেরাম। তাদের অনেকের প্রভাব ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের উপর ক্ষীণ। পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা ক্রমশ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার বহু শুকরিয়া তাবলীগের সিনিয়র মুরব্বিগণ দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচারের কাজে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তারা যে কাজ করে যাচ্ছে— এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পাশ্চাত্য এবং ইংরেজী শিক্ষিতরদেরকে মুক্ত মনে এবং উদার হৃদয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন।

www.pathagar.com

এর ফল সুস্পষ্ট।

উপমহাদেশীয় স্টাইলের তাবলীগ জামায়াতের নেতৃত্ব এখনও উলামাদের হাতেই। কিন্তু বহু সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ পাশ্চাত্য শিক্ষিত, আনসার কর্মী, সহকারী হিসেবে নুসরত এবং সহযোগিতা প্রদান করছেন।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণহীনতা

মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে দুনিয়াদারী জীবন সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয় কম। ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে সমস্যার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের গুণাবলী ততটুকু উন্নয়ন হচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় এখনও গুরুত্ব রয়েছে মুখস্থ করার উপর। যা মুখস্থ করেন তা স্বল্প পরিবর্তন করে তারা পরীক্ষার খাতায় লিখে যেতে পারেন। তাদের মধ্যে অতিসুন্দর মনোমুগ্ধকর ওয়াজিন বক্তা আছেন।

ওয়াজে ব্যবহৃত কুরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহ তাদের মুখস্থ। সে জন্যে বর্ণনাভঙ্গি হয় সুললিত। ওয়েজিনদের (বক্তাগণ) বক্তৃতা দীর্ঘক্ষণ বসে শুনতে ইচ্ছা হয়। সম্মুখ আলোচনায় কথার পিঠে কথা বলা, প্রত্যুত্তর দান ও বিতর্কে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অনেকেই অতিদুর্বল।

মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সমালোচনার স্থান খুবই কম। কুরআন এবং হাদীছে যা লেখা আছে তা সমালোচনার কোন সুযোগ নেই। তাকলিদ দর্শনের ফলে পূর্ববর্তী ইমাম এবং 'উলামা-উল-কিরাম' যা বলে গেছেন তার সঙ্গে দ্বিমত করা আদব এবং তামিজের খিলাফ। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না। তারা যা শিক্ষা দেন, তা কেন সত্য হিসাবে গ্রহণ করাতে হবে, তা বুঝাবার দিকে মন না দিয়ে বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামী চিন্তা ও আমলের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে ধর্মীয় শিক্ষিত অনেকেই অসহায় অনুভব করেন।

শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে ওয়ার্কশপ ও গ্রুপ ডিস্কাশন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এখনও শিকড় গাড়তে পারেনি। আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়ে একক বক্তৃতায় তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিন্তু দুনিয়াদারী এবং আধুনিক বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি তেমন জোরালো হয় না। কতগুলো নির্ধারিত বিষয়ে তারা ভাল ওয়াজ করতে পারেন। নতুন বিষয়ে মত প্রকাশ করতে হলে বক্তব্য প্রকাশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়।

www.pathagar.com

পরিভ্রমণ

আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট পৃথিবী সফর করতে এবং বিভিন জাতি-গোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা অবহিত হতে। সুযোগ এবং আর্থিক সমস্যার জন্যে উলামাদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

অর্থ সংক্রান্ত কারণে পৃথিবী ভ্রমণের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা সম্ভব না হওয়ার কারণে তাদের অনেকের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টি যতটুকু প্রসারিত হওয়া উচিত তা হচ্ছে না।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের কাছে দুনিয়াটা বহু ছোট। বৃহত্তর দুনিয়ায় কী ঘটছে তা তারা অবহিত নন। তাদের অনেকেই দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, যুগ এবং পারিপার্শিক অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বের জনগণ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, জীবনযাত্রা, পদ্ধতি ও ভবিষ্যত কর্মসূচী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সমসাময়িক সমস্যা চেতনা

ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তদুপরি জনগণের ব্যক্তিগত সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় বরং সমস্যা সমাধানের জন্যে যে বাস্তব পদক্ষেপ ও কর্মসূচীর প্রয়োজন, যে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দ্বীনি নেতৃবৃন্দের থাকা প্রয়োজন। তাদের বক্তব্য শুধুমাত্র জনগণ এবং স্বধর্মীয়দের নিকট নয়, অন্য ধর্মীয়দের সম্মুখে, উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে উপস্থাপন করা জরুরী। ধর্মবিরোধী জীবনধারার অসারতা প্রমাণ তাদেরই করা প্রয়োজন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশের আলোকে আধুনিক সমস্যা সমাধানের রূপরেখা উলামাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে।

একতরফা শিক্ষা পদ্ধতি

কোন শিক্ষকের পক্ষে ভাল শিক্ষক হওয়া তখনই সম্ভব যখন তিনি শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং প্রয়োজন সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের জানা প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্তর, শক্তি, দুর্বলতা এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি। যিনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, দুর্বলতা, দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারেন, তিনি ভালো শিক্ষক হতে পারেন না।

www.pathagar.com

কোন অভিভাবক এমন কোন গৃহশিক্ষক অথবা প্রাইভেট টিউটর রাখবে না যিনি ছাত্রের বোধশক্তি সম্পর্কে উদাসীন। যে শিক্ষক বুঝতে পারেন না যে, তিনি যা বুঝাচ্ছেন তা ছাত্রের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর৷ তিনি সফল শিক্ষক হবেন না। দুর্বল, সীমিত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটের ফলে কোন কোন শিক্ষক যা নিজে শিখেছেন, তাই ছাত্রদের সম্মুখে বলে যান। শিক্ষকের বক্তব্য ছাত্র বুঝেছে, কি বোঝেনি সে বিষয়ে তিনি থেকে যান অনবহিত।

অধিক সংখ্যক মুবাল্লিগের প্রয়োজনীয়তা

আল-উলামা-উল-মুকার্‌রামূন তাদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও কায়েমের সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা তাঁদের মূল্যবান কুরবানী করে যাচ্ছেন। তাঁদের কুরবানী ছাড়া বর্তমানে দ্বীন যে পর্যায়ে আছে সে পর্যায়ে থাকতো না। উলামা-উল-কিরামের যে বিশেষ ধরনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হতে পাশ্চাত্য ও আধুনিক শিক্ষিতগণ মুক্ত। তারা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে আল্লাহর বাণী আরো বলিষ্ঠভাবে তাদের সমশিক্ষিতদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। সময়ের দাবী হলো অনেক বেশি সংখ্যায় তাদের তাবলীগ ও দাওয়াহ্'র কাজে অংশগ্রহণ। যাদের কাছে এখনও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায়নি, তাদের কাছে সে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা তাবলীগ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা যদি একটি বিরাট সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষিতদের পারিবারিক প্রেক্ষাপট তাদের নিজের আত্মীয়-স্বজনের আয় এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য জরিপ করি, তাহলে দেখা যাবে তাদের শতকরা নব্বই জন এসেছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে। বেশ কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষিত দারিদ্র্যের কারণে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করেন। অন্ন সংস্থানের সংগ্রামে তাদের অভিভাবকবৃন্দ এত বেশি লিপ্ত ছিলেন যে, সমাজের উন্নয়নে তাদের অবদান তেমন লক্ষণীয় নয়।

অনেক ধর্মীয় শিক্ষিত ব্যক্তির পারিবারিক পেশা হলো কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং নিম্নস্তরের চাকরি। তাদের কেউ কেউ জীবিকার প্রয়োজনেই ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তাদের আত্মীয়-স্বজন সমাজে তেমন নেতৃস্থানে নেই, তাদেরও সামাজিক নেতৃত্বের আগ্রহ ও প্রবণতা নেই।

www.pathagar.com

রুটিন পদ্ধতিতে ইমাম হিসেবে নামাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই তাদের মানসিক চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। নামাজ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন কঠিন কাজ নয়। অতিসাধারণ মেধা ও ক্যালিবারের লোকেরাও ইচ্ছা করলে অল্প সময়ের মধ্যে শুদ্ধভাবে ক্বিরাত পড়ে ইমামতি করতে পারেন। এ যোগ্যতা অর্জনে দু'বছরের বেশি সময় প্রয়োজন হয় না।

আমরা চাই যে, ধর্মীয় শিক্ষিত অথবা ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজ ও দেশের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। এ লক্ষ্যে উচ্চতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াহ'র কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নততর আয়ভুক্ত লোকেরা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং ইমামতিকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে তাদের পক্ষ থেকে দ্বীনের আবেদন গভীরতর হতে পারে।

যে ধরনের প্রতিভা ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি খাল খনন, রাস্তা তৈরি, সেতু, ইমারত তৈরির জন্যে প্রয়োজন, তা থেকে অনেক বেশি মেধাসম্পন্ন লোক প্রয়োজন আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের জন্যে। পরোপকারে কল্যাণ ও নাজাত, এ দুনিয়ায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও প্রচারের দায়িত্ব পরিবারের কম মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থেকে যে তুলনাহীন ক্ষতি আমরা করছি, এর কোন ক্ষতিপূরণ হবে না। অবহেলার জন্যে আমাদেরকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উলামারা যতটুকু করার যোগ্যতাসম্পন্ন, তার বেশি কেন তারা করছে না— এ প্রশ্ন তুলে এবং তাদেরকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। যাদের উন্নততর ক্যালিবার রয়েছে তাদের উচিত তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে তাদের যতটুকু দায়িত্ব, কর্তব্য আছে তা সম্পাদন করা। আমাদের সকলেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সঃ) প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা।

www.pathagar.com

প্রাজ্ঞদের তাবলীগ

পিএইচ. ডি. স্কলারদের মাধ্যমে তাবলীগ

কোনো ব্যক্তির শিক্ষা, প্রেক্ষাপট যে বিভাগেরই হোক না কেন, অপর একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময় তার জন্যে সহজতর। উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবসা প্রশাসন, জন-প্রশাসন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, চার্টার্ড একাউন্টেসি ইত্যাদির যে কোন বিষয়ে একজন পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী ব্যক্তির পক্ষ আত্মবিশ্বাসী মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারী হিসেবে দ্বীনের বাণী পৌছানো সহজতর। তার শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির কাছে বক্তব্য পেশ করা কঠিন নয়।

ধর্মীয় শিক্ষিতদের কারো কারো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা ধর্মবিরোধীদের কাছ থেকে কোনো কিছু জানতে ও শিখতে আগ্রহী নন। ধর্মীয় শিক্ষিতগণ যে বিষয়ে জানেন, সে বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানের কোনো আবেদনই তাদের কাছে নেই। তার ফলে অন্যের দুর্বলতা অনুধাবন করা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিজ্ঞান অধ্যয়নকারী একজন স্কুল ছাত্রের পক্ষে মানবিক বিষয়ে অধ্যয়নরত একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে মানবিক বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝানো কঠিন।

পানির ন্যায় শিক্ষাও উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। স্কুল পর্যায়ের ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন একজন আলেমের পক্ষে ইউনিভারসিটির বিজ্ঞান শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোনো কিছু বুঝানো মুশকিল। কারণ উচ্চতর শিক্ষিতের মানসিক ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা কম শিক্ষিতদের অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর। তদুপরি উচ্চ শিক্ষিতদের রয়েছে অন্তর্নিহিত অহংবোধ।

দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা

দু'ব্যক্তির বোঝার ক্ষমতা এবং ওয়েভলেংথ্-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, ভাবের আদান-প্রদান কষ্টকর হয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্যে খ্রীস্টান মিশনারিগণ

www.pathagar.com

দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। একজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীকে দু'টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী নিতে হবে। একটি ধর্মীয় বিষয় আর একটি মানবিক বিজ্ঞান বা ধর্মনিরপেক্ষ যেকোন বিষয়ে। অনুরূপভাবে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীধারী জ্ঞানী ব্যক্তিরও অন্তত দু'টি পিএইচ.ডি. ডিগ্রী থাকতে হবে। একটি ধর্মীয় বিষয়ে, অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ কোনো বিষয়ে। এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী ব্যক্তির জ্ঞানের স্তরে এসে যান। তদুপরি বাড়তি বিষয় হলো অন্তত তিনি ধর্মীয় বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন।

অতিরিক্ত একটি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী অথবা পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করলে তিন-চার বছরের অধিক সময় লাগার কথা নয়। যারা ধর্মের কাজ করেন, তাদের বৈষয়িক চাহিদা কম। জ্ঞান অর্জনের জন্যে অধিকতর সময় পাওয়া তাদের পক্ষে সহজতর।

ধৈর্য, মমতা এবং ঐকান্তিকতা

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে তিনি হলেন একজন প্রশাসক। প্রশাসনে থাকাকালেই তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। এক সময় তিনি ছিলেন প্লানিং কমিশনের মাননীয় মেম্বার। সে সময় আমরা কয়েকজন তাবলীগকারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি। তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করি যে, তাঁর মতো পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাবলীগের কাজে প্রয়োজন আছে।

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী একজন হাস্যরসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি মন্তব্য করলেন যে, তাবলীগ যারা করেন, তাদের পিএইচ.ডি. ডিগ্রী না থাকলেও তারা হলেন আসল বা খাঁটি পিএইচ.ডি. এবং তার মতো পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারীরা হলো কৃত্রিম বা মেকি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর একটি সুন্দর কৌতুকাত্মক ব্যাখ্যাও তিনি দিলেন। পিএইচ.ডি. শব্দটি হলো ডক্টর অব ফিলোসফি (Doctor of Philosophy) শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইংরেজীতে পিএইচ.ডি. (Ph.D) শব্দটি লেখা হয় ফিলোসফি শব্দের Ph. এবং ডক্টর শব্দের D দিয়ে। Ph. D. এর বড় হাতের P ও D এবং ছোট হাতের h অক্ষরগুলোর তিনি পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিলেন। বড় হাতের P অক্ষরটি দ্বারা বুঝানো হয়, অতি মাত্রায় উন্নত এবং অহংবোধসম্পন্ন

www.pathagar.com

Personality. Personality শব্দের প্রথম অক্ষরটি হলো P। বাংলাদেশের পিএইচ.ডি. গণ (Ph.D.) অধিকাংশই বিদেশে লেখাপড়া করেন। তার ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তারা বেশ সচেতন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অংহকারী।

পিএইচ.ডি. শব্দের h অক্ষরটি প্রতিনিধিত্ব করে honesty শব্দের। পিএইচ.ডি. লেখার সময় h অক্ষরটি ভাষাগত কারণে ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হয়। ডঃ শেখ মাকসুদ আলীর সরস ব্যাখ্যা মতে যেহেতু পিএইচ. ডি. ডিগ্রীধারীদের ইনটেলেকচুয়াল honesty বা বুদ্ধিবৃত্তিক সততা নিম্নমানের, honesty শব্দটিও তাই ছোট হাতের h অক্ষরে লেখা হয়।

যারা বিদেশে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী করতে যান, তারা বিদেশে তিন-চার বছর থাকেন। বিদেশে থাকাকালে তারা রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজ, টিভি, রেডিও, ভিসিপি, এয়ারকন্ডিশনার, ইলেক্ট্রিক আয়রন, গাড়ি ইত্যাদি বিদেশী যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে যান। (আজকাল এগুলো অতি কমন হয়ে গেছে। অতীতে এ দ্রব্যগুলো ছিলো শৌখিন বিলাসদ্রব্য)। দেশে এসে এই সমস্ত জিনিস ছাড়া পিএইচ.ডি. স্টাইল এবং স্তরে চলতে পারেন না। বিদেশী দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতার কারণে তাঁর মতে পিএইচ.ডি. শব্দের ঔ শব্দটি Dependence-এর পরিবর্তেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

এবার ডঃ শেখ মাকসুদ আলী তাবলীগকারীদের পিএইচ.ডি. কেন বলেন তার ব্যাখ্যা দিলেন। তাবলীগের অর্থে Patience Honesty and Devotion শব্দাবলীর সংক্ষিপ্তকরণ হলো তাবলীগের P.H.D. পি.এইচ.ডি.।

তাবলীগওয়ালাদের রয়েছে অসাধারণ ধৈর্য বা Patience. তারা বাড়ির পর বাড়ি অনাহূতভাবে গমন করেন। দরজার কড়া নাড়েন। এ জন্যে পূর্বে খবর দেন না।

একজন ফেরিওয়ালা যেভাবে চিৎকার করে তার আগমনবার্তা ঘোষণা করে, সেরূপও তারা করেন না। যে বাড়িতে তারা গমন করেন, সেটা কি তাবলীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বা নিরপেক্ষ বা ঘোরবিরোধী- রাহবার (পরিচয়কারী সাথী) না থাকলে সে খবরও তারা নেন না। অনেকে ক্ষেত্রেই বাড়িওয়ালা দরজা খুলেই তাবলীগীদের চেহারা দেখে তাদের বিদায় করে দেন। কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দেন। ডঃ এস. আর. খানের ন্যায় বাংলাদেশের সেরা হার্ট সার্জনকেও এ ধরনের উপেক্ষার লক্ষ্যবস্তু হতে হয়। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ তাবলীগ কর্মী।

www.pathagar.com

যদিও Ph. এর h অক্ষরটি ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয়, তাবলীগের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ডক্টর শেখ মাকসুদ আলীর মতে বড় অক্ষরেই লেখা বাঞ্ছনীয়। বড় হাতের এইচ বসে Honesty of purpose শব্দমালার পরিবর্তে। তাবলীগওয়ালাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ ও আন্তরিক। তারা কারো কোনো অকল্যাণ কামনা করেন না।

কোনো পেশাগত পিএইচ. ডি. যে কাজ পেশাগতভাবে করতে দক্ষ তা সাধারণত করবেন না যদি না এ জন্যে তাকে সম্মানী, বেতন অথবা ফী দেয়া হয়। কাজটি যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তার জন্যে তাকে আর্থিক সম্মানী অবশ্যই দিতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তাগণও বিনা বেতনে কাজ করবেন না। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহে সমস্যাটি সেরূপ। অর্থাৎ কোনো কাজ করতে হলে তার জন্য বেতন, সম্মানী, ফী দিতে হয়। তাবলীগকারী বা মুবাল্লিগ তাদের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে এত বেশি নিশ্চিত যে, নিজের স্বার্থেই তারা তাবলীগ করে থাকেন। তাবলীগ করাকালে তারা যা করেন বা বলেন, এ জন্যে তারা কারো কাছে থেকে অর্থ দাবি করেন না।

তাবলীগের ক্ষেত্রে Ph. D.-এর বড় হাতের D অক্ষরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইংরেজী তিনটি শব্দের। এ তিনটি শব্দ হলো Devotion, Drive, Dedication। তাবলীগকারীরা ঐকান্তিকতা (Devotion) সহকারে তাদের কাজ করে যান। এ জন্যে তাদের Drive বা গতির মধ্যে স্থবিরতা নেই। ত্যাগী (Dedicated) মন নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তারা দেশে-বিদেশে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন।

পিএইচ. ডি. শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় একজন প্রাজ্ঞ এবং আধুনিক পিএইচ.ডি. তাবলীগকারীদেরকে কি দৃষ্টিতে দেখেন তা প্রতিফলিত হয়। তাবলীগকারী মুবাল্লিগগণ পিএইচ. ডি.দের কাছে বার বার যেতে কখনও ক্লান্ত হন না।

পিএইচ.ডি. কেন— কারো আগমনের অপেক্ষায় তারা মসজিদে বসে থাকেন না। অসহায় দুস্থ ভিক্ষুকের মতো তারা বিভিন্ন স্তরের নাগরিকের বাড়িতে বাড়িতে যান, দরজায় কড়া নাড়েন, বেল টেপেন, গৃহস্বামীদের মূল্যবান সময়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানীর জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

২১

নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিতদের তাবলীগ

অনেক সময় বলা হয় যে, তাবলীগ এবং দাওয়াহ্-এর দায়িত্ব হলো উলামা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের। যাদের যে কাজ সে কাজ তারাই সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের দায়িত্ব তাবলীগ এবং তাওয়াহ্-এর ক্ষেত্রে অধিকতর। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরাও তাবলীগ এবং দাওয়াহ্-এর বেশ কিছু কাজ করতে পারেন এবং ভালোভাবেই করতে পারেন।

নিরক্ষরগণ মানব ইতিহাসে বহু মূল্যবান অবদান রেখেছেন। শুধু যে নবীদের মধ্যে অনেকে নিরক্ষর ছিলেন তা নয়, ভারত সম্রাট জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ আকবর, আলাউদ্দিন খিলজী প্রমুখ ছিলেন নিরক্ষর। মহীশূর রাজ হায়দার আলীও ছিলেন নিরক্ষর। প্রশাসক হিসেবে তাদের দক্ষতা অবিস্মরণীয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) স্বাক্ষরতা অর্জন করেননি। সেটা বোধ হয় আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা। অন্য যে কোনো ধর্মনেতা অপেক্ষা তিনি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর পক্ষে ২৯টি আরবী অক্ষর শিখে নেয়া কোনো কঠিন কাজ ছিল না। কেন তিনি সাক্ষরতা অর্জন করলেন না, বা কেন আল্লাহ্ তাঁকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিলেন না, এটাও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

দৃঢ় ঈমানদার হতে দুর্বল ঈমানদার ও সংশয়শীলদের পার্থক্য নির্ধারণের জন্যে মহান আল্লাহতায়ালা কতগুলো রহস্য সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা ঈমানদারদের ঈমানের পরীক্ষা হয়। মহানবীর নিরক্ষরতাও এমন হয়তো একটি বিষয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাবলীগ এবং দাওয়াহ্-এর কাজ শুরু করেন যখন তাঁর মূলধন ছিল মাত্র কুরআনুল কারিমের ৫টি আয়াত। সমগ্র কুরআন নাজেল হওয়া পর্যন্ত তাবলীগের কাজ শুরু করতে তিনি অপেক্ষা করেননি। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে যখন যতটুকু নির্দেশ পেয়েছেন ততটুকু তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাবলীগ করেছেন এবং সে আয়াতের উপরে আমল করার জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ডাক দিয়েছেন।

www.pathagar.com

দাওয়াহ্-এর কাজ করেছেন। সমগ্র কুরআন পাঠের সৌভাগ্য বদর এবং অহূদ যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবীদের হয়নি। তবুও তাঁরা ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদায় অনেক উঁচুতে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত আবু বাকার (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানী এবং শিক্ষিত। হযরত আলী (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-এর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি তৎকালীন আরব সমাজে খুব কমই ছিল। বলা হয় যে, ইসলাম প্রচারের শুরুতে মক্কা নগরীতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৯ জন অথবা ২২ জন। এদের মধ্যে আবুল হাকাম আবু জাহেল ছিলেন অন্যতম। যে ১৯ জন অথবা ২২ জন লোক লিখতে এবং পড়তে জানতেন তারা সকলেই শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত সাহাবীদের অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। নিরক্ষরতা নিয়েই তাঁরা দ্বীন আল-ইসলামের তাবলীগ এবং দাওয়াহ শুরু করেন। যদি কেউ মনে করেন যে, নিরক্ষরেরা তাবলীগ করতে পারে না তবে এরূপ ধারণায় সাহাবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

শিক্ষা সম্প্রসারণের সূচনা হয় ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকেই। তৎকালীন পরিবেশে দ্রুত শিক্ষা সম্প্রসারণও ছিল কঠিন কাজ। মহানবী (সঃ) কর্তৃক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপের ফলে সাহাবীগণ শিক্ষাকে ইবাদতসম কর্তব্য মনে করে আঁকড়িয়ে ধরেন। আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বাগদাদ পরিণত হয় তদানীন্তন জ্ঞান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা কেন্দ্রে। আব্বাসীয় খিলাফতের অবক্ষয়ের পর বিভিন্ন দেশে বস্তুত স্বাধীন সালতানাত কায়েম হয়। মুসলিম রাজা-বাদশাহরাও শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

যদিও মুসলিমদের জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্ব অধিগ্রহণে সময় লেগেছিল, কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর কাজ ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকেই আরম্ভ হয়। মুসলিমদের মধ্যে সালাত (নামাজ) কায়েম হওয়ার বহু পূর্ব হতেই তাবলীগ এবং দাওয়াহ চালু ছিল। নবুয়াতের একাদশ বছরে মিরাজের পর বর্তমান পদ্ধতির সালাত প্রবর্তিত হয়।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর কাজের মুখ্য দায়িত্ব হলো আল-উলামা-উল-মুকার্‌রামূনের উপর। কারণ, তারাই হলেন নবীদের ওয়ারিশ। ওয়ারিশ এবং উত্তরাধিকার হিসেবে নবীদের অসমাপ্ত কাজ চালু রাখার দায়িত্ব ওয়ারাসুতুল আম্বিয়াদের, নবীদের উত্তরাধিকারীদের উপর।

যদিও তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর মুখ্য দায়িত্ব আল-উলামা-মুকাররামূনের উপর কিন্তু সাধারণ মুসলিম সে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাননি। উলামাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে তারাও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত। শেষ বিচারের দিনে রাসূলের (সাঃ) সাফায়াত শুধু উলামাদের প্রয়োজন হবে না, তাঁর সকল উম্মতের জন্যেও প্রয়োজন। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্-এর কাজে যদি উলামা-উল-কিরাম পিছু হটে থাকেন, অশিক্ষিতদেরকেই এ মহান দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে।

যে শিশুটি পানির গ্লাস ভেঙ্গেছিল

অসুস্থ পিতা তার পুত্রকে বললেন, তাকে এক গ্লাস পানি দিতে। পুত্র তখন ফুটবল খেলার পোশাক পরিধানে ব্যস্ত। টিমে খেলতে হবে, এক মুহূর্ত বিলম্বের অবকাশ নেই। সে পিতাকে উপদেশ দিল, 'কষ্ট করে উঠে এক গ্লাস পানি পান করে নাও'— বলেই ছেলে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র তখন ছোট শিশু। সে কিছু করলেই পরিবারের সবাই তার প্রশংসা করে। তাকে উৎসাহ দেয়। সে বাবার জুতা, টুপি, জামা সবই পরতে পারে। দেখে সবাই খুশি হয়। তাকে বাহবা দেয়। সে শুনলো এবং দেখলো যে, বড় ভাই বাবাকে পানি না দিয়েই খেলতে চলে গেলো। বাবা অসুস্থ বিধায় তিনি পানির জন্যে উঠলেন না। পানিও পান করলেন না।

শিশুপুত্র ভাবলো জগ থেকে পানি আনা তেমন কষ্ট কি। চেয়ারে উঠে সে জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢাললো। পানিতে গ্লাস কানায় কানায় পূর্ণ। শিশুপুত্র তখন গ্লাসটি নিয়ে আস্তে আস্তে বাবার কক্ষের দিকে রওনা দিলো। গ্লাসটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল বলে গ্লাসটির কিছু পানি তার হাতে এবং বুকে পড়লো। শিশুটি তখন আরো সতর্ক হলো। গ্লাসের পানির দিকে তাকিয়ে বাবার কক্ষের দিকে এগুতে লাগলো। বাবার কক্ষের দরজার কাছে এসেই দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেলো। গ্লাসটিও স্বশব্দে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। হোঁচট খেয়ে সে ব্যথা পেলো। গ্লাস ভাঙ্গার কারণে এবং ভয়ে কান্না শুরু করলো।

শিশুটি খুবই চেষ্টা করেছিল পানি যেন গ্লাস থেকে না পড়ে। ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। নিজেই পড়ে গেলো। গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ শুনে পিতা দরজার দিকে তাকালেন। অসুস্থতা নিবন্দন দুর্বলতা সত্ত্বেও দৌড়ে এলেন দরজার দিকে। কান্নারত ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। বুকে চেপে ধরলেন। গালে চুমু দিলেন। বিভিন্নভাবে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। পিতার জন্য শিশুপুত্রের মমত্ববোধে তিনি মুগ্ধ হলেন। নিজের পিপাসা ভুলে পুত্রকে দেয়ার

www.pathagar.com

জন্যে ঘরে কোথায় ফল আছে, বিস্কিট আছে খোঁজ করতে লাগলেন। অসুস্থ পিতার নিকট শিশুপুত্রের এই অনুভূতি এক অতি মূল্যবান সম্পদ। যার মূল্য একটি গ্লাসের মূল নয়, কয়েক ডজন নতুন গ্লাস অপেক্ষাও অনেক বেশি।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, নিরক্ষরেরা তাবলীগ করলে তারা কিছু ভুল করবে। অশিক্ষিতরা যে কাজই করুক না কেন, তাদের কিছু ভুল হবে। মুসলিম সমাজে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীরাও কম ভুল করে না। ভুল যদি তারা না করতেন তবে আজ ইহুদি, নাসারা, কাফির, মুশরিকদের পিছনে মুসলিমদের পড়ে থাকতে হতো না। তাদেরকে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে মুসলিমগণ পথ প্রদর্শক এবং নেতা হিসেবে মেনে নিতো না।

আলিম-উলামা, শিক্ষিতরা নিজের এলাকা এবং দেশের বাইরে গিয়ে দ্বীনের কথা বলার কাজ ছেড়েই দিয়েছেন। পয়সা ছাড়া ভালো কাজ করতে অনেকে আগ্রহী নন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষরেরা মানুষকে দ্বীনের পথে কিছুটা আহ্বান করেন। তাতে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সন্তুষ্ট হবেন। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এমন সাহাবীকেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যিনি, দশ পর্যন্ত গণনা করতে পারেন কি-না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল।

ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা, আল ফারাবি, আল বিরুনীর ন্যায় প্রাজ্ঞ দার্শনিক ও পণ্ডিতরা ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশে ইসলামের প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এমন সব সাহাবী যাদের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ইসলাম প্রচারের কাজে অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও অশিক্ষিতদের সেবা বিত্তশালী এবং শিক্ষিতদের থেকে কম ছিল না।

ইমারতের ভিত্তিতে ভাঙ্গা ইট ব্যবহার

একটি ইমারতের নির্মাণ প্রকৌশল যদি লক্ষ্য করি, আমরা দেখতে পাই যে, ভাঙ্গা, বেশি পোড়ানো ঝামা ইটগুলো দেয়া হয় ইমারতের ভিত্তিতে। যে ইটগুলোর সাইজে কোনো বিকৃতি হয়নি, দেখতে সুন্দর, যেগুলো ফাটেনি, ভাঙ্গেনি সেগুলো ফাউন্ডেশনের উপরে দেয়া হয়।

গত তিন শ' বছর পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে যাদের তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর কাজ করার কথা, তারা তা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। নতুন করে ব্যাপক ভিত্তিতে তাবলীগের নামে কাজ শুরু হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে। এ কাজ শুরু করেছেন একজন আলীমের নেতৃত্বে মেওয়াটের দিনমজুর শ্রমিকেরা।

www.pathagar.com

ইমারতের ভিত্তি দুর্বল হলে তা টিকবে না। দরিদ্র নিরক্ষর মুবাল্লিগ ও তাবলীগকারীরা যে কাজ শুরু করেছে, তার গুরুত্ব কোনো দিক দিয়ে কম নয়। শিক্ষিতদের দ্বারা শুরু করা এবং পরিচালিত অন্য কোনো ইসলামী আন্দোলন বিশ্বে এতটুকু সাড়া জাগাতে পারেনি, যতটুকু নাড়া দিয়েছে তাবলীগ আন্দোলন ইউরোপ আমেরিকায়।

কোনো একটি ভবনের মূল্য নির্ধারণের সময় প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকাবে দেয়ালে, কার্নিসে। ভিতরে ঢুকে দেখবে কক্ষ, মেঝে, সিলিং এবং জানালা। কিন্তু স্থপতি, আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলীরা প্রথমে জানতে চাইবে বা পরীক্ষা করবে ইমারতের ভিত্তি। যদি ইমারতের ভিত্তি হয়ে থাকে দুর্বল, এ বিল্ডিং যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে। এ ধরনের ইমারত ক্রেতারা কিনতে চাইবে না। ভাড়াটিয়ারা ভাড়া নিতেও ভয় পাবে।

অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত তাবলীগকারী মুবাল্লিগেরা ইসলামের পুনর্জাগরণে যে মূল্যবান অবদান রাখছেন তার মূল্য শিক্ষিত এবং ধনীরা হয়ত করবেন না। কিন্তু তাদের বিরাট এবং অতুলনীয় কুরবানী অবশ্যই আল্লাহ্ এবং রাসূলের (সাঃ) পছন্দনীয় হবে। এ দুনিয়ায় তাদের অবদানের মূল্যায়ন না হলেও আখিরাতে যে যথার্থ মূল্যায়ন হবে এবং তাদের নাজাতের উসিলা হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

মূক-বধিরদের যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়

অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিতদের ভাষার উপর দখল অনেক বেশি। তারা তাদের অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, অশিক্ষিতদের অপেক্ষা অনেক সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেন। মূক এবং বধিররা কি তাদের আবেগ, অনুভূতি, রাগ-বিরাগ প্রকাশ করতে পারে না? যদি একজন বোবা ব্যক্তি তার রাগ-অনুরাগ, ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে— তবে একজন অশিক্ষিতের পক্ষে দ্বীন সম্বন্ধে তার অনুভূতি, ভাব এবং ধারণা প্রকাশ করা কেন অসম্ভব হবে?

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দু'ধরনের লোকই দ্বীনের বাণী অন্যদের কাছে পৌছাতে পারেন। সাহাবী এবং ওয়ালি-আওলিয়াগণ নিজ দেশ ছেড়ে শত শত, হাজার হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। সে দেশের ভাষা শিখে তারা সে দেশে যাননি। তবে কিভাবে তাঁরা ইলাম প্রচার করলেন? আবেগ-অনুভূতির তীব্রতা থাকলে তা ভাষার অপেক্ষা করে না, ভাব ব্যক্ত হয়েই পড়ে।

www.pathagar.com

কম শিক্ষিতদের ভ্রাম্যমাণ ট্রেনিং ক্যাম্প

তাবলীগে কি ধরনের লোকেরা অংশগ্রহণ করে? তাবলীগ জামায়াত একটি মুক্তাঙ্গন। রাষ্ট্রীয় বা পৌরসভার পার্ক, বাগান সকলের জন্য অবারিত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন যেকোন লোকই বাগানে প্রবেশ করতে পারে। তাবলীগ জামায়াতে শিক্ষিতরা যেমন অংশগ্রহণ করে থাকেন, অশিক্ষিতের জন্যেও এর দরজা সদা-সর্বদা মুক্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্লাসে ঢুকতে হলে উক্ত ক্লাসে প্রবেশের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও মেধার প্রয়োজন। মেডিকেল, কৃষি, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ছাত্র ভর্তি হতে পারে না। একই তাবলীগ জামায়াতে দেশের সবচেয়ে সেরা শিক্ষিত এবং সবচেয়ে মূর্খ ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন।

তাবলীগ জামায়াতে প্রবেশের জন্যে জ্ঞানের যেমন কোনো স্তর প্রয়োজন হয় না, তাকওয়া এবং ধর্মপরায়ণতারও কোনো সর্বনিম্ন স্তর বা লেভেল নেই। চোর, ডাকাত, মেথর, দেশের সবচেয়ে বড় পাপী যদি তাবলীগ জামায়াতে প্রবেশ করতে চায়, তাকে ফিরিয়েও দেয়া হবে না। বেনামাজী, মদ্যপায়ী, ধর্ষণকারী যেকোন ব্যক্তি যে কোন মেয়াদের জন্যে নিজ স্বভাব ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়েও তাবলীগে প্রবেশ করতে পারে। যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না, নামাজ পড়তে জানে না, এমনকি সূরা ফাতিহাও পাঠ করতে জানে না, তারও তাবলীগে প্রবেশাধিকার আছে।

তাবলীগে আলিম-উলামা, বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধদের জামায়াত নয়। মাতৃভাষার একটি অক্ষরও চেনে না এরূপ নিরক্ষর কোনো ব্যক্তিও তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তাবলীগ আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম উন্নয়নের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ জামায়াত। এ জামায়াতে মুত্তাকি-পাপী, বুদ্ধিজীবী, নিরক্ষর পাশাপাশি চলেন। আসন গ্রহণ করেন, পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। একই প্লেটে আহার করেন। পাশাপাশি শয়ন করেন। কিভাবে এ ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লোক একসঙ্গে মাসের পর মাস, দেশের পর দেশ সফর করতে পারেন— তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সমশ্রেণী ও মেধার লোকেরাও এমনভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে না, যেমন পারে তাবলীগের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ জামায়াতে অংশগ্রহণকারিগণ। তাবলীগ জামায়াত একটি ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ শিবির। তারা চলতে চলতে শিক্ষা লাভ করে।

www.pathagar.com

মুখে দুর্গন্ধওয়ালা দন্ত চিকিৎসক

একজন দন্ত চিকিৎসকের কথা ভাবুন। তিনি তার পেশাগত লাইনে পারদর্শী এবং অসাধারণ। তার একটিমাত্র দোষ আছে। তাহলো এই যে, তিনি দাঁত ব্রাশ করেন না। ফলে তার মুখে দুর্গন্ধ হয়। তার দাঁতে পোকা ধরেছে এবং কয়েকটি পড়েও গেছে। দাঁতের মাঢ়ির অপারেশন তিনি খুব ভালোই করতে পারেন। দাঁতের বিদ্যায় তার দেশী-বিদেশী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী আছে। এহেন ব্যক্তি যদি কাউকে দাঁত ব্রাশ করার উপদেশ দেন, তা কি খুব ফলপ্রস হবে? দাঁতের ব্যথায় অস্থির হলে কেউ হয়ত নাকে কাপড় দিয়ে হলেও ব্যথা উপশম ও অপারেশনের জন্যে এরূপ দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাবে। কিন্তু তার কাছে দাঁত ব্রাশ করা এবং দাঁত পরিষ্কার রাখার বয়ান শুনতে যাবে না।

আরেকজন সাধারণ ব্যক্তির কথা ভাবুন। দাঁতের অবস্থান, অপারেশন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু তিনি দিনে পাঁচবার দাঁত মাজেন। দাঁত এবং মুখ তিনি পরিষ্কার রাখেন। তার দাঁতগুলো মুক্তার মতো ঝক ঝক করে। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্যে তার উপদেশ-অনুরোধ কি বিফলে যাবে? সুন্দর দাঁত ও স্নিগ্ধ হাসির কারণে তার পরামর্শ অর্থবহ হবে।

একজন অতি বড় মুহাদ্দিস, হাদীস-বেত্তা এবং মুফাস্‌সির বা কুরআন বিশেষজ্ঞের কথা চিন্তা করুন। মুফাস্‌সির জ্ঞানার্জন করেছেন, কিনতু মসজিদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করেন না। কারো কারো ধারণা তিনি নামাজই পড়েন না। এমন একজন আলিম কাউকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে উপদেশ দিলে তা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে? আরেকজন অতি কম শিক্ষিত নেক মানুষের কথা চিন্তা করুন। কুরআন, হাদীস তিনি তেমন পড়েন না, অর্থও বোঝেন না। তার আমল ও আখলাক ভাল। তিনি রীতিমতো মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। এরূপ ব্যক্তি যদি কাউকে নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করেন, আকুতি-মিনতি করে বলেন, নামাজের জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তির উপর এর প্রভাব কি বেশি হবে না?

বিত্তহীনদের দ্বারা তাবলীগ

বিত্তশালী ধনীরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অতি ব্যস্ত থাকেন। ইচ্ছা থাকলেও তাবলীগে সময় দিতে তারা পারেন না। তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

www.pathagar.com

উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তারা অতি ব্যস্ত ব্যক্তিত্ব। অর্থ সংক্রান্ত অসুবিধা না থাকলেও তারা ব্যস্ততার কারণে তাবলীগে সময় দিতে পারেন না। কিন্তু তাদের অফিসেরই নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা একটার পর একটা চিল্লা (৪০ দিনের) দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অনেকেই বছরে ৪০ দিন তাবলীগের জামাতে সর্বক্ষণিক কাটান।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? বিবি খাদিজা (রাঃ), হযরত আবু বাকার (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ), আবু উবায়দা (রাঃ), ইবনে জাররা (রাঃ), সাইদ বিন যায়েদ (রাঃ), সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি। কয়েকজন ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), আবু জার গিফারি (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ), সালমান ফার্সি (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), আম্মার (রাঃ), যায়েদ (রাঃ), সুয়াইব রুমী (রাঃ), আবু দারদা (রাঃ)-এর ন্যায় দরিদ্র এবং নিঃস্ব ব্যক্তি। অথচ ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাদের অবদান ছিল কত বিরাট।

খাদিমদের দ্বারা তাবলীগ

সেবা বা খিদমতের আদর্শে সাহাবীরা ছিলেন অনুপম এবং অতুলনীয়। তাঁরা শুধু তাঁদের জীবন নয়, পুরো সম্পত্তির অর্ধেক, এমনকি সম্পূর্ণ সম্পত্তিও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন। অনেকেই তা করেছেন। যারা ছিলেন দরিদ্র তাঁরা দিয়েছেন তাঁদের সময়। যুদ্ধের ময়দানে দিয়েছেন তাঁদের প্রাণ। ধনীরা দিয়েছেন তাঁদের ধন, মান ও প্রাণ।

বর্তমানে খিদমতের কাজটি তাবলীগ এবং দাওয়াহ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এর কারণ একটি উলামা-উল-মুকাররামূন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীদের একটি অতি বড় সুন্নাহ বিসর্জন দিয়েছেন। তারা তিজারতি করেন না। শূকর, কুকুর ও মদ যেমন সাধারণ মুসলিম পরিহার করে চলে উলামা-উল-কিরাম তেমনি পরিহার করে চলেন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রম। তার ফলে তারা হয়ে পড়েছেন দরিদ্র এবং দুর্বল।

অধিকাংশ উলামা-উল-মুকাররামূন দ্বীনের দাওয়াতের সঙ্গে মাদ'উ বা আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন না। বরং তারা মাদ'উ বা দ্বীনের

www.pathagar.com

পথে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের থেকে অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করেন।

দ্বীন প্রচারের জন্যে সাহাবীরা অর্থ দান ও বৈষয়িক খিদমতের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা আয়ত্ত করেছে পাশ্চাত্যের মিশনারিগণ। তারা দুনিয়াদারী সেবাকে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। মিশনারী পাদ্রিগণ কৃষি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী। কেউ অসুস্থ হলে তারা আরোগ্যের জন্যে দেন ব্যবস্থাপত্র, ঔষধ এবং প্রদান করেন আর্থিক সাহায্য।

মিশনারিরা অভাবীদের দারিদ্র্য দূরীভূত করেছেন। অন্য দেশে যাদের কাছে তারা তাদের ধর্মের দাওয়াত দেন, তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার আর্থিক প্রতিদান তারা গ্রহণ করেন না। তারা অর্থ প্রদান করেন। তদুপরি সাধারণ মানুষকে প্রদান করেন দারিদ্র্য দূরীকরণের পদ্ধতিগুলো।

মুসলিম উলামা-উল-মুকাররামূন তাদের নিজস্ব দারিদ্র্য দূর করতে পারেননি। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল। তারা তাদের আয় থেকে দরিদ্রদেরকে কোনো অর্থ সাহায্যই করতে পারেন না বরং অন্যদের থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। যা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়েছে।

তাবলীগে অংশগ্রহণকারী বিত্তহীন, নিরন্ন ব্যক্তিরা যদিও দরিদ্রদেরকে অর্থ সাহায্য করেন না, কিন্তু ধর্মের বাণী প্রচারের বিনিময়ে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য নেন না। তাদের চরম দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও নিজ অর্থ ব্যয়ে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ধর্মের বাণী বহন করে চলাফেরা করেন। আল্লাহ্‌র পথে তারা নিজ ব্যয়ে চলেন। তাবলীগে অংশগ্রহণকারিগণ অন্যদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে না পারলেও তারা অন্যান্য তাবলীগকারীদের খিদমত করেন।

উচ্চবিত্ত তিন-চারজনের সংসারেও প্রায় সমসংখ্যক কাজের লোক থাকে। বিশ-ত্রিশ জনের জামায়াত মাসের পর মাস চলতে থাকে। মাসের পর মাস এক জায়গায় অবস্থান নয়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সকল জিনিসপত্র নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু তাদের কোনো কাজের লোকের দরকার হয় না। তারা যেকোন কাজে একজন আরেকজনকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। রান্নাবান্না, নাস্তা তৈরি, খাওয়া-দাওয়া, ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, টয়লেট পরিষ্কারকরণ সকল কাজই তারা সেবার মনোভাব নিয়ে করে যান। তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারিগণ পারস্পরিক সেবার যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বর্তমান মুসলিম সমাজে বিরল।

www.pathagar.com

২২

তাবলীগের ব্যক্তিগত দায়িত্ব

তাবলীগ করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। নামাজ, রোজা নিয়মিত করণীয় ফরজ কর্তব্য। কারো উজর থাকলে তা ভিন্ন কথা। হজ্ব, যাকাত বিশেষ স্তরের বিত্তশালীদের প্রত্যেকের জন্যে ফরজ। তাবলীগ ও দাওয়াহ্ কি নামাজ-রোজার মতো প্রত্যেকের উপর ফরজ, ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব?

মারূফ ও মুনকার

আমর বিল মারূফ বা সৎ কাজের নির্দেশ এবং নাহি আনিল মুনকার বা অসৎ কাজের নিষেধ প্রত্যেক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র হুকুম এবং সকলের জন্যে তা ফরজ। শুধুমাত্র ভাল কাজ বা নেক আমলের কথা অন্যকে অবহিত করা (তাবলীগ) এবং নেক আমলের দিকে আহ্বান (দাওয়াহ্) করা নয়, বরং নেক আমলের হুকুম দেয়া প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের উপর ফরজ এবং অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

অনুরূপভাবে মন্দ কাজ না করার উপদেশ দেয় নয় বরং মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং তা হেকমতের সাথে প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ এবং করণীয় কর্তব্য।

ভালো কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ নিষেধ করা যদি ফরজ হয়, তবে ভালো কাজ করার উপদেশ দেয়া বা খারাপ কাজ না করার অনুরোধ করা অবশ্যই ফরজ হবে। কারণ, হুকুম দেয়া অথবা নিষেধ করা থেকে উপদেশ দেয়া অনেক বেশি সহজ কাজ। যদি ভাল কাজের হুকুম দেয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার মতো কঠিন কাজ ফরজ হয়, তবে উপদেশ এবং অনুরোধ করার মতো সহজ কাজও ফরজ বলতে হবে?

আল্লাহ্‌র সকল নবী-রাসূলই আমর বিন মারূফ বা নেক কাজের হুকুম করার মতো আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশ পালন করতেন। অন্য কাজ করা থেকে এ কাজ তারা বেশি করেছেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ নবীগণ কেন পালন করতেন? আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্যে শুধুমাত্র অনুরোধের কারণে দুশমনেরা নবীদের প্রতি

www.pathagar.com

খড়গহস্ত হননি। নবীদের উপর জুলুম নির্যাতন নেমে এসেছে যখনি তাঁরা আল্লাহ্‌র আইন বা হুকুম বাস্তবায়নের জন্যে অন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতে রাজি হয়নি, তারাই নবীদেরকে বাধা দিয়েছেন।

মারূফ এবং মুনকার অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ কাজ সংক্রান্ত আয়াতগুলো আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়— উভয় পুরুষে। মারূফের আমর বা ভালো কাজে হুকুম এবং মুনকারের নাহি বা মন্দ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত আয়াত তৃতীয় পুরুষে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ঈমানদারের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যা তাদের জন্য সুখবর। এই বর্ণনা তাদের প্রশংসাসূচক অর্থে করা হয়েছে।

মারূফ এবং মুনকারের অর্থাৎ ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সংক্রান্ত আয়াতগুলো যখন দ্বিতীয় পুরুষে ব্যবহার করা হয়ছে তখন আমর বা আদেশসূচক বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ যা আদেশ করেছেন তা অবশ্যই সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ সংক্রান্ত কথাগুলো ভালো কথা। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আল-কুরআনে আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করেছেন, 'যারা আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে, তাদের কথা থেকে উত্তম কথা কার হতে পারে'?

যারা মানুষকে নেক কাজের হুকুম দেয় এবং তাদের মন্দ কাজে নিষেধ করে সে সব মানুষকে বলা হয়েছে সৃষ্টির মধ্যে উত্তম। তাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে উত্তোলন করা হয়েছে বলে আল-কুরআনই ঘোষণা করেছে। (আল ইমরান ঃ ১১০)। আল্লাহ্‌ হুকুম দিয়েছে যে, এমন একটি দল অবশ্যই থাকবে, যাদের কাজ হবে মানুষকে নেক আমল বা ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা। (আল ইমরান ঃ ১০৫)।

পারস্পরিক দায়িত্ব

আল্লাহ্‌ মানুষকে একটিমাত্র জাতিতে (উম্মাতান ওহেদাতান) সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষই হযরত আদমের বংশধর। আমরা সকলেই হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)-এর উত্তরসূরি। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে।

শুধুমাত্র নিজের ভাই-ভগ্নি নয়, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। কারো অবগতিতে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নষ্ট

www.pathagar.com

হতে দেখেও যদি কেউ চুপচাপ থাকে, তবে অবহেলার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে তাকে দায়ী হতে হবে। প্রতিবেশীদের বিত্ত-সম্পদ ক্ষতি এবং অবহেলার জন্যে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

কোনো মুসলিম যদি অপর কোনো মুসলিমকে তার নামাজ রোজার প্রতি অবহেলা এবং অন্য কোনো ফরজ আদায় করার জন্যে সতর্ক করে না দেয়, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হতে হবে। কোনো প্রতিবেশী মুসলিম ভাই যদি একদিনের জন্যে নামাজ অবহেলা করে, সে কারণ সম্বন্ধে খোঁজ নেয়া, প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের জন্য ফরজ কর্তব্য। যদিও এ কাজটি আমরা বর্তমানে করি না। যদি কোনো সাহাবী নামাজ পড়ার জন্যে কোনো ওয়াক্ত মসজিদে না আসতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন।

তাবলীগে প্রত্যেকের অংশগ্রহণকরণ

তাবলীগের জামায়াত যখন কোনো কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং তাকে তাবলীগে উদ্বুদ্ধ করতে যান, এমন বহু নেক লোকের সাক্ষাত হয় যারা বলে থাকেন, তাদের পরিবারের অনেকেই তাবলীগ করেন। তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কে কত চিল্লা দিয়েছেন এবং তাবলীগের কাজে কোন কোন্‌ দেশে গিয়েছেন, তাও বর্ণনা করেন।

ভাবটা এই যে, যেহেতু তাদের পরিবারের অনেকেই তাবলীগে অংশগ্রহণ করেন, তাই তাদের তাবলীগে না গেলেও চলবে। এটা পর্যাপ্ত নয় যে, জানাজার নামাজে উপস্থিতির ন্যায় কোনো পরিবার থেকে প্রতিনিধিরূপে এক ব্যক্তি বা দু'ব্যক্তির তাবলীগে অংশগ্রহণ করলেই চলবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাবলীগ করার প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তাবলীগে অংশগ্রহণ করা কোনো সামাজিক দায়িত্ব নয়। এটা হলো ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং প্রয়োজন। পান এবং আহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন। এটা কখনও বলা হয় না যে, পরিবারের একজন বা দু'জনের খাওয়া দাওয়া করলেই চলবে; পরিবারের সকল সদস্যের খাওয়া দাওয়ার মতো কাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

আমরা কি কখনো বলি যে, পরিবারের কয়েকজন নেক ও ধনী লোকের জান্নাতে গেলেই চলবে। অন্যদের জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরলে কোনো ক্ষতি নেই। পরিবারের সকল সদস্যেরই কি জান্নাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই?

www.pathagar.com

উপমহাদেশীয় তাবলীগ একটি আধুনিক ধর্মীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হলো সকল মুসলিম। এর গন্তব্যস্থল হলো জান্নাত। তাদের জাহান্নামে পোড়া উচিত নয়।

যদি কোনো বাস রাস্তার ঢালুতে নেমে যায়, ড্রাইভার, কন্ডাকটার এবং হেলপারের পক্ষে এ বাসটি নাড়ানো এবং রাস্তায় তোলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক যাত্রীরই বাস থেকে নেমে যেতে হয় এবং বাসটি সকলে মিলে ঠেলে পাকা রাস্তায় তুলে দিতে হয়। স্টার্ট না হওয়া পর্যন্ত ঠেলতে হয়।

তাবলীগ না করা অস্বাভাবিক

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা সকল ছাত্রই কম-বেশি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। আরও উত্তম কাজ পেলে হয়তো চিকিৎসা এবং ঔষধ সংক্রান্ত কাজ করবেন না। এমন ছাত্র খুব কমই পাওয়া যাবে, যে বলবে আমি চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ করার জন্যে চিকিৎসাবিদ্যায় অংশগ্রহণ করিনি। আমি শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যেই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি— এ পেশায় নিয়োগের জন্য নয়।

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত এমন ছাত্র কমই পাওয়া যাবে যিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় প্যাস এবং ডিগ্রী সার্টিফিকেট পাওয়ার পর এ পেশা ছেড়ে দেবেন। এমন স্থপতি এবং প্রকৌশলী খুব কমই পাওয়া যায় যিনি স্থির নিশ্চিত যে, পেশাগত জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু সে পেশায় থাকবেন না।

অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ

রসায়ন শাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রী নেয়ার পর একজন রসায়নবিদ রসায়ন শাস্ত্র সংক্রান্ত কিছু কাজ করার চেষ্টা করেন। যদি সুবিধামতো করার কিছু না পাওয়া যায়, তখন অন্য কিছু করার চেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের কোনো ছাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো ডিগ্রী নেয়ার পর তার অতীত বিষয় সংক্রান্ত কাজ করতে চেষ্টা করেন। তা চাকরি হোক, ব্যবসা হোক।

একটি বিষয় শিক্ষার জন্যে ছাত্রজীবনের গুরুত্বপূর্ণ শেষ ক'টি বছর কাটালাম, সে বিশেষ বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী নিলাম। তার সঙ্গে মিল রেখে প্রাসঙ্গিক কাজ করাই স্বাভাবিক। ভূগোল শাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনোরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলে যেকোন ব্যক্তিই প্রথমত ভূগোলের শিক্ষক বা প্রভাষক হতে চেষ্টা করবেন, ইংরেজী বা পদার্থ

www.pathagar.com

বিজ্ঞানে যতই না থাক তার জ্ঞান। মূল কথা হলো কোনো বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করি তার প্র্যাকটিস বা প্রয়োগের জন্যে। শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে নয়।

আমরা কেন ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চাই? এটা কি জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে নয়? আমরা কি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী অর্জন করি শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের চিকিৎসার জন্যে? চিকিৎসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র পরিবারের চিকিৎসার মধ্যেই সীমিত থাকে? চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পরিবারের বাহিরের লোকদের চিকিৎসা করা পর্যন্ত কি তা সম্প্রসারিত হয় না?

যিনি স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করলেন, তার কি উদ্দেশ্যই থাকে যে ঐ অর্জিত জ্ঞান অনুসারে তিনি শুধুমাত্র নিজের বাড়ি ডিজাইন করবেন? আরও বেশি কিছু করতে হলে কি শুধুমাত্র নিকট আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির ডিজাইন করে দেবেন? তিনি সরকারী, বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির গৃহসংক্রান্ত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা করেন।

পুলিশের চাকুরী

কেউ কি পুলিশের চাকুরী গ্রহণ করে শুধুমাত্র নিজের বাড়ি পাহারার জন্যে? যদি তার বাড়ির চারদিকে দাগী অপরাধীদের বাসস্থান থাকে এবং তার সঙ্গে তাদের শত্রুতামূলক মনোভাব থাকে; তবে কি তিনি পুলিশ হিসেবে সরকারী অস্ত্র নিয়ে তার পারিবারিক কাজেই নিয়োজিত থাকবেন? পেশাগত কাজ না করলে তিনি কি বেতন পাবেন? পুলিশ বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিরা সময় ও সুযোগমতো নিজের কাজ করেন, তবে পেশাগত কাজেই বেশি সময় ব্যয় করেন।

অধ্যাপনাহীন অধ্যাপক

লেখাপড়া শেষ করে কোনো ব্যক্তি উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পেলেন। চাকুরী পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে বসে তিনি দিন-রাত লেখাপড়া করেন। অন্যরা যতটুকু লেখাপড়া করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি লেখাপড়া করেন। কিন্তু তিনি তার জন্যে বরাদ্দকৃত ক্লাসে ছাত্রদেরকে পড়াতে যান না। ছাত্রদেরকে পড়ানো অপেক্ষা নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির উপরেই তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কেন বরাদ্দকৃত ক্লাস নেন না- এ প্রশ্ন বিভাগীয় প্রধান জিজ্ঞাসা করলে তিনি দার্শনিকের মতো জবাব দেন, কি-বা শিখেছি! এখনো জ্ঞান সাগরের তীরে নুড়ি কুড়াচ্ছি। সাগরের জলে হাতই দিতে পারলাম না। যতই পড়ি, ততই দেখি এ

www.pathagar.com

বিষয়ে আমি কত অজ্ঞ। তাই ক্লাস নিই না। লাইব্রেরীতে বসে লেখাপড়া করি। সময় নষ্ট করি না। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকি দিই না।" এ ধরনের দার্শনিক শিক্ষকের চাকরি কি বেশি দিন থাকবে?

আমরা ইসলাম শিখেছি শুধু ইসলাম অনুসারে জীবনযাপন করার জন্যে নয়। তার উপরেও বাড়তি কিছু উদ্দেশ্য আছে। দ্বীনের শাহাদত দিতে হবে। দ্বীন প্রচার করতে হবে। যা জানি তা অন্যকে জানাতে হবে। নিজেরা আমল করতে হবে এবং আমল করার জন্যে অন্যদেরকে আহ্বান করতে হবে।

জ্ঞান লাভের পর কিছু করা

ইসলাম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষার পর যদি তা আমরা আমল বা প্রচার না করি, তবে বুঝা যায় আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারকে আমরা আমাদের অন্যান্য দৈনন্দিন কাজের সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষার পর যদি আমরা চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিই, তবে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার চেষ্টা করি। একটি বাণিজ্যিক ফার্মের রেজিস্ট্রেশন নিই। অফিস খুলি। চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, স্থপতি প্রমুখ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর চাকরি না করলে চেম্বার খোলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর অথবা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার পর এই জ্ঞান বাস্তবায়নের জন্যে আমরা কোনো চেম্বার খুলি না। ধর্ম সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি চাকরি না করি, তবে মসজিদকেই সর্বজনের জন্যে খোলা চেম্বার মনে করে ধর্মীয় বিদ্যার অনুসরণ এবং চর্চা করতে হবে। মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রচার (তাবলীগ) এবং দাওয়াহ'র (আহ্বান)-এর কাজ করতে হবে।

সালাত সম্পূর্ণ আদায়ের পরে আমাদের কর্তব্য হলো অন্তত কয়েক মিনিট কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের কথা শ্রবণ করা। প্রতিদিনই দ্বীন সম্বন্ধে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং সেই চেতনা অনুসারে কাজ করার শপথ নিতে হবে। যেমন আমরা নিয়ে থাকি সালাতে। প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে বলি "ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাইন"। এর অর্থ হলো, "হে প্রভু! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।"

ইসলাম সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞানার্জন করি, তা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার জন্যে নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে নিজের ব্যবহারের জন্যে নয়।

প্রাথমিকভাবে অবশ্যই আমাদের দ্বীন সম্পর্কীয় অর্জিত জ্ঞানানুসারে আমল করতে হবে। নিভৃতস্থানে এবং প্রকাশ্যে। আমল করার পরেই এ জ্ঞান অন্যদের

www.pathagar.com

মধ্যে বিতরণ করতে হবে। দ্বীন সম্বন্ধে যা জানলাম, তা অন্যকে জানাতে হবে। দ্বীনি জ্ঞানের স্বাদ যদি আমরা একাই স্বার্থপরের ন্যায় উপভোগ করি, তবে এই নেয়ামত উপভোগের অধিকার আমাদের থাকবে না। আমরা যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছি, তা সংরক্ষণ করতে পারবো না।

তাবলীগের স্বল্পকালীন বা সাময়িক অনুশীলন নয়। এটা আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে এটি অন্যতম। সালাত যেমন প্রতিদিন আদায় করতে হয়, তাবলীগও প্রত্যেক দিনই করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলা

একজন গর্ভবতী মহিলা সারাদিন বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়। যত কাজই করুন না কেন, তিনি সচেতন থাকেন যে তার গর্ভে রয়েছে সন্তান। সকল বিপদ থেকে গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করতে হবে। তিনি সংসারের সকল কাজই করেন। কিন্তু কাজের চাপে যেন ভ্রূণের কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগের তুলনা হতে পারে গর্ভবতী নারীর সঙ্গে। তিনি জগত সংসারের সব কাজই করবেন কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, কোনো প্রকারেই যেন দাওয়াহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গর্ভবতী নারী যেভাবে সব কাজের ফাঁকে তার ভ্রূণের কথা চিন্তা করেন, সকল মুসলিমকে তেমনি দাওয়াহ'র কাজকেই সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্মরণ করতে হবে এবং সকল কাজের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

মধুচন্দ্রিমা

বিবাহ উপলক্ষে বর কনের জন্যে মধুচন্দ্রিমা কক্ষ সাজানো হয়। এই কক্ষে বর এবং কনে পরস্পরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হয়। মা বাবা এবং বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন লক্ষ্য রাখেন যে, নব বিবাহিতের কোনোরূপ অসুবিধা যেন না হয়। উৎসাহী শালা-শালি বা কিশোর যেন নবদম্পতির বিরক্তিভাজন কোনো কাজ না করে।

জীবনকালে আমাদেরকে বহু ধরনের কাজে লিপ্ত হতে হয়। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অবশ্যই তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে কাটাতে হবে। শুধু জীবনের অংশ নয়, প্রতি বছর, মাস এবং দিনের অংশ তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে ব্যয় করতে হবে। প্রতিদিন, সপ্তাহ এবং মাসের যে অংশটি তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে কাটে, সে সময়টুকু মধুচন্দ্রিমার সময়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

মনে করতে হবে। এ সময় যাতে অন্য খাতে ব্যয় না হয় এবং কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

একজন প্রকৌশলী তার পেশাগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার রোগী নিয়ে ব্যস্ত। কৃষক, দৈনিক শ্রমজীবী, কারখানার শ্রমিক প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আল্লাহ্‌র কাজ, দাওয়াহ'র কাজ কে করবে? তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে তারা বের হতে পারে না। কারণ, তাদের পেশাগত কাজের ক্ষতি হয়।

সর্বজনীন ব্যস্ততা

একজন যৌন বেশ্যাও তার কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। তার কাছে তার পেশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পেশাগত ব্যবসার সময় কি সে কোনো সিনেমা দেখতে সম্মত হবে?

দেহসর্বস্ব মানুষ

সমাজে শতকরা নব্বই ভাগ লোক দেহ সংক্রান্ত কাজে সর্বক্ষণিকভাবে লিপ্ত। কিছু লোকের অন্তত সর্বক্ষণিকভাবে এবং সকলেই প্রতিদিন কিছু সময় আত্মার কল্যাণ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা উচিত।

জীবনের মূল্যবান সময়ের কিছু অংশ দ্বীনের কাজে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। সকলেই কর্মব্যস্ত। করার মতো তাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের জন্যে মানুষের বড় অভাব।

সর্বক্ষণিক মন্দের আহ্বান

আধুনিক সমাজ মানুষকে অর্থহীন, বাতিল এবং বাহুল্যের দিকে আকর্ষণ করছে। পাপের দিকে আহ্বান অত্যন্ত লোভনীয়। একজন মানুষকে সৎপথে দৃঢ় রাখতে হলে নেক ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর হতে হবে সুস্পষ্ট এবং সর্বক্ষণিক।

শয়তান কখনও অলস থাকে না। নেক আমলকারীরা যদি অলস এবং অসতর্ক হয়ে যায় শয়তান তাদের উপর জয়ী হবে এবং তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেবে।

www.pathagar.com

২৩

নাজাতের ক্ষুদ্র উসিলা

মধ্য এশিয়ার এক অমুসলিম রাজা যুবরাজকে পাঠিয়েছিলেন বনের মধ্যে অবস্থানরত এক জাদুকরের নিকট জাদুবিদ্যা শিক্ষার লক্ষ্যে। যুবরাজ অতি অল্প সময়ে জাদুর বিভিন্ন কলাকৌশল শিখলেন।

জাদুকরের বাড়ির পথে ছিল এক সুফি দরবেশের পর্ণকুটির। জাদুকরের নিকট যাওয়া-আসা কালে রাজপুত্র দরবেশের কাছে বসতেন। তার কথা শুনতেন। সুফি দরবেশ তাকে খাঁটি সত্যের শিক্ষা দিতেন। দরবেশের সরলতায় যুবরাজ মুগ্ধ হন। একদিন যুবরাজ বনের মধ্যে দেখলেন যে, একটি বাঘ ত্রস্তপদে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যুবরাজ জাদুবলে একটি কৃত্রিম বাঘ সৃষ্টি করে বাঘটিকে ভয় দেখাতে চাইলেন। আসল বাঘ কৃত্রিম এবং ছায়া বাঘ দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না।

খাবার সম্মুখে দেখে বাঘটি লেজ নাড়তে এবং দাঁত দেখাতে লাগলো। রাজপুত্র ভয়ে অনড় এবং হতভম্ব। বাঘটি যখন একেবারেই কাছে এসে গেছে, যুবরাজ একটি ক্ষুদ্র পাথর টুকরা তুলে নিয়ে কম্পিত হস্তে দরবেশের প্রতিপালন আল্লাহ্‌র নামে বাঘের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

কৃত্রিম জাদু, কৃত্রিম বাঘের প্রক্রিয়া ফেল করার পরই যুবরাজ দরবেশ এবং দরবেশের ইলাহ-আল্লাহ্ তা'লায়ালার আশ্রয় এবং সাহায্য কামনা করলেন। আসন্ন মৃত্যু ভয়ে যুবরাজ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এছাড়া তার কোন উপায়ও ছিল না।

যেহেতু আল্লাহ্‌র শক্তি সম্বন্ধে দরবেশের কাছ থেকে কিছু ধারণা পূর্বেই যুবরাজ পেয়েছিলেন, তাই তার বিশ্বাস ছিল খালেছ। যুবরাজ নিক্ষিপ্ত উপল খন্ডের আঘাতে বাঘটি মরে গেলো। আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের ফল এত দ্রুত পাওয়ায় যুবরাজের মনে বিরাট পরিবর্তন এলো। রাজপুত্র জাদুকরের কাছে আর না গিয়ে দরবেশের তত্ত্বাবধানে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে লাগলেন। রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা দরবেশের জীর্ণ কুটিরই তার কাছে আরামপ্রদ মনে হলো।

বনের পশুর সাথে সংগ্রাম করে কাঠুরিয়াদের বাঁচতে হতো। জীবন-মরণ

www.pathagar.com

যুদ্ধে কেউ হারাতো হাত, কেউ হারাতো পা, কেউ হয়ে যেতো অন্ধ। তারা ফকিরের কুটিরে আসতো দু'য়ার জন্যে। ফকির দু'য়া করতেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। মানুষের দুঃখ এতো কাছে থেকে রাজপুত্র আর কখনও দেখেননি। আহতদের দুঃখে তার হৃদয় বিগলিত হতো। নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। যুবরাজের অশ্রুবিগলিত মুনাজাতে আহতরা সুস্থ হয়ে উঠতো। কোনো কোনো অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতো। তার প্রভাবে বহু লোক আল্লাহ্ বিশ্বাসী হতে থাকে।

রাজদরবারে একজন অন্ধ ও মহৎ পারিষদের জন্যে যুবরাজ দু'য়া করলেন। তার দু'য়ায় সভাসদ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। কৃতজ্ঞ রাজ পারিষদ যুবরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয় রাজাকে অবহিত করেন। রাজপুত্রের জাদু প্রদর্শনের আর প্রয়োজন নেই। তার দু'য়ায় বহু বাস্তবতাই পরিবর্তিত হয়ে যেত।

রাজপুত্রের আধ্যাত্মিক শক্তির খবরে রাজা মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না, বরং তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। কৃতজ্ঞ সভাষদ তাকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সান্ত্বনা-বাক্যে রাজা আরো বেশি ক্ষুব্ধ হলেন। তাকেই সর্বনাশের মূল হিসেবে ধরে নিলেন। তিনি রাজ পারিষদকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

যুবরাজের জাদুবিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসার হুকুম জারি হলো। রাজপুত্রের নিকট জাদুবিদ্যার অসারতা এবং ফকির-দরবেশের আধ্যাত্মিক শক্তির বিস্তারিত কাহিনী শুনলেন কিন্তু ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন না। পুত্রকে তার বিশ্বাস এবং চিন্তাধারায় অনড় দেখে রাজা যুবরাজেরও হত্যার শাস্তি আরোপ করেন।

একটি উঁচু পাহাড় শীর্ষ থেকে নিক্ষেপ করে রাজপুত্রকে হত্যার শাস্তি ঘোষিত হলো। রাজপুত্রকে কড়া পাহারায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে নেয়া হলো। গিরিচূড়ায় পৌঁছে রাজপুত্র মৃত্যুর পূর্বে প্রার্থনার অনুমতি চাইলেন। হত্যাকারীরা তাকে শেষ প্রার্থনার সুযোগ দিলো। রাজপুত্র দীর্ঘ সময় ধরে মন ভরে স্রষ্টার প্রার্থনা করলেন।

হত্যাকারীরা বিরক্ত এবং অধৈর্য হয়ে উঠলো। দেখা গেল প্রধান রাজ জল্লাদ অলৌকিকভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। অন্যদের কয়েকজন অজ্ঞান অবিকলাঙ্গ হয়ে গেলো। কেউ কেউ ভয়ে পালালো। যুবরাজ সুস্থ শরীরে প্রাসাদে ফিরে এলেন। তিনি রাজাকে তার বিশ্বাস পরিবর্তন করে ফকিরের ধর্ম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। রাজা আরো বেশি বিরক্ত হলেন।

www.pathagar.com

এবার নির্দেশ জারি করলেন যে, রাজপুত্রকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করতে হবে। রাজপুত্রকে গ্রেফতার করা হলো এবং ডুবিয়ে মারার উদ্দেশ্যে আরব সাগরে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু এবারও রাজপুত্রকে ডুবিয়ে মারার প্রক্রিয়া সফল হলো না। রাজপুত্র নিরাপদ হয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। রাজপুত্রকে দেখে রাজা খুবই অস্থির হলেন।

কিভাবে পুত্রকে হত্যা করা যায় সে চিন্তায় রাজা পাগল প্রায়। পিতার অবস্থা দেখে রাজপুত্র কিভাবে তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, রাজাকে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ্‌র নাম করে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করতে হবে। এভাবে হয়তো তিনি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন।

রাজার হৃদয় পুত্রের প্রতি এতো বিক্ষুব্ধ ছিল যে, তাকে হত্যার জন্য যেকোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে তিনি রাজি ছিলেন। চক্ষুশূল পুত্র হতে নিস্তারের লক্ষ্যে রাজা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করলেন। যুবরাজও আল্লাহ্‌র নামের মাহাত্ম্য গৌরব ঘোষণা করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন।

রাজপুত্রের আধ্যাত্মিক শক্তি দেখে প্রজারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। রাজার গৌরব গাথার পরিবর্তে রাজ্যে আল্লাহ্‌র জিকির চালু হলো। রাজা ঈর্ষান্বিত হলেন। অজানা অচেনা এক আল্লাহ্‌ তার থেকে শক্তিশালী হবে- এ কথা বিশ্বাস করতে রাজার মন চাইলো না। তিনি পুনরায় অবিশ্বাসী কাফিরে রূপান্তরিত হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বিরাট এক মহা অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে এবং তথায় সকল আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীকে জ্বালিয়ে মারতে হবে।

মহা অগ্নি প্রজ্বলিত হলো। মুসলিম এক মহিলাকে তার শিশুসহ অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্যে টেনে হিঁচড়ে আনা হলো। শিশুপুত্রের চেহারা মায়ের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিলো। তিনি শিশুসহ বাঁচতে চাইলেন। অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হতে অব্যাহতি চাইলেন। কিন্তু বাদ সাধল তার শিশুপুত্রটি। সে তার মাকে বললো যে, অগ্নির অপর পারে সে দেখতে পাচ্ছে সুন্দর সজ্জিত বাগান। তাই সে বাগানে যেতে চাইলো।

মায়ের কোল থেকে শিশু লাফ দিয়ে পড়ে গেলো। সে দ্রুত দৌড়ে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলো। স্নেহময়ী মা শিশুকে রক্ষার জন্য তার পিছু পিছু দৌড়ে আগুনে প্রবেশ করলেন। কিন্তু পুড়ে মরলেন না। তারা দু'জনেই আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে মহাঅগ্নির অপর প্রান্তে পৌছে গেলেন। এখানে আল্লাহ্‌ এক ক্ষুদ শিশুকে ব্যবহার করলেন তার নিদর্শন হিসেবে। তিনি মহাশক্তিমান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন কাকে তিনি তার মহৎ কাজের জন্যে কবুল করবেন।

www.pathagar.com

২৪

পেশা ও প্রশিক্ষণ

সকল মুসলিমের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো মানব সমাজে এবং বিশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্যক্রম হলো ইসলামী জীবনযাপন করা। এটা হলো আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার প্রথম শর্ত। কিন্তু এখানে কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। সৈনিকদের কর্তব্য হলো শত্রুর সম্মুখীন হলে জাতি ও সরকারের জন্যে সংগ্রাম করা। তাদেরকে যখনই যে নির্দেশ দেয়া হবে, সে নির্দেশ প্রতিপালন করা।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে সৈন্যদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ভালোভাবে প্রশিক্ষণের মধ্যেই তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য শেষ হবে না। মুসলিমদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করা, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং উত্তম কাজের আদেশ দেয়ার জন্যে। এ কাজ তারা করবেন শুধু নিজের বাড়িতে, মহল্লায় বা এলাকায় নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এবং সারা বিশ্বে। কিন্তু তা তারা করেন না। তারা বলবেন, নামাজ তারা কখনও ছাড়েননি, রোজা ক্বাজা করেননি। জিকির আজকারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। নিজেরা এমন কোনো কাজ করেননি যা ইসলাম বিরোধী। এ ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত এবং গ্রহণযোগ্য হবে না।

পুলিশ, থানা এবং দাওয়াহ

কোনো একটি এলাকায় অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের দমনের উদ্দেশ্যে থানা রাখা হয়। কোন একটি থানায় পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলগণ তাদের প্রধান কর্মকর্তার নেতৃত্বে সকলেই ধর্মপরায়ণ, নামাজী, জিকির-পাবন্দ। তাসবিহ-তাহলীল, নফল রোজায় তারা খুবই উৎসাহী। ধর্মপরায়ণতা, নেক আমলের দিক দিয়ে তারা সকলেই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কর্মব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মীয় গুণাবলীর বিকাশ দেখে যে কোনো ব্যক্তিরই বিমুগ্ধ হওয়ার কথা। নফল নামাজ, তাসবিহ-তাহলীল,

www.pathagar.com

নফল রোজা ইত্যাদি করা ছাড়া পুলিশের আরও দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এগুলো হলো আইন-শৃংখলা সংরক্ষণ এবং অপরাধ দমন, অপরাধ প্রতিহতকরণ, অপরাধী দমন। এমন একজন পুলিশ অফিসারের কথা ভাবুন যিনি এলাকায় চুরি, ডাকাতি সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ওয়াজ, বয়ান এবং জিকিরে খুবই উৎসাহী। তার সম্বন্ধে জনগণের এবং তার কর্তৃপক্ষেরই ধারণা কি হবে? কোনো এলাকার উচ্ছৃঙ্খল, অপরাধপ্রবণ লোকদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখা, দাগী অপরাধীদের গতিবিধি'র উপর দৃষ্টি রাখা পুলিশের কর্তব্য। কিন্তু অপরাধ নিধনের মূল দায়িত্ব পালন না করে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা যদি ওয়াজ মাহফিল, তাছাউফের আলোচনা, জিকির, তাসবিহ-তাহলীল নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন, তিনি কি তার দায়িত্ব পালন করেন?

দাগী অপরাধীর উপর কঠোর দৃষ্টি না রাখার দরুন সে এলাকায় চুরি, ডাকাতি অনেক বেড়ে গেল। মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদিতে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা দেখে এসপি (পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট) সে এলাকায় সফরে আসলেন। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির যে প্রতিবেদন পেয়েছেন তার খোঁজ খবর নিলেন। জানলেন যে অপরাধের ঘটনাগুলো সত্য। তদন্ত এবং ইন্সপেকশন শেষে তিনি থানার ওসি এবং এসআই, এএসআই, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কনস্টেবলকে এক জায়গায় আহ্বান করলেন। সে এলাকায় চুরি, ডাকাতি, খুনাখুনি, লুট, ধর্ষণ, রায়টিং, মারামারি ইত্যাদি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির জন্যে তাদের সকলকে একক এবং যৌথভাবে দায়ী করলেন।

থানার দারোগা, পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল সকলেই এসপি সাহেবের বক্তব্য শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। কারণ, তাদের মত নামাজী, পরহেজগার, তাহাজ্জুদ গুজার পুলিশ কর্মকর্তা, কনস্টেবল সে জেলায় কেন, দেশের আর কোথায়ও নেই। পুলিশ কর্মকর্তারা আল্লাহ্‌র নামে সত্য ভাষণের কসম করে তাদের বক্তব্য এবং কৈফিয়ত প্রদান করলেন।

এ থানায় যতগুলো ডাকাতি হয়েছে একটিও তারা করেননি। কোনো মারামারি, খুন-খারাবি, হত্যা, চুরি, রায়টিং ও ধর্ষণে তাদের কোনো অবদান ছিল না। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা আল্লাহ্‌র গজব এবং ক্রোধ এড়াতে পারবে না- এই বলে যে, তারা নামাজ রোজা কাজা করেননি এবং ব্যক্তিগত জীবনে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলেছেন।

মুসলিমদের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজেরা সৎ থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার

www.pathagar.com

মধ্যে সীমিত নয়, যেমন সীমিত নয় পুলিশের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজেদের সৎ, মহৎ, দ্বীনদার ও ধর্মীয় জীবন যাপনের মধ্যে। তদুপরি চুরি, ডাকাতি, প্রভৃতি অপরাধকে মনে প্রাণে ঘৃণার মধ্যে। অন্য থানায় অপরাধের পিছনে পুলিশের কিছু ইন্ধন থাকতে পারে। কিন্তু এ থানায় পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ কেউ করবে না। পুলিশদের এবং অন্যান্য কর্মকর্তার উপরোক্ত ব্যাখ্যা কি এসপি সাহেবের নিকট বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে?

এসপি সাহেব থানার দারোগা, সহকারী দারোগা এবং অন্য ধর্মীয় অনুভূতি এবাদত বন্দেগীর প্রশংসা করবেন। কিন্তু তাদের দায়িত্ব, কর্তব্যে অবহেলার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন।

পুলিশের জন্যে নামাজ রোজা জিকির আজকার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য করণীয়। এগুলো তাদেরকে করতে হবেই। তদুপরি অপরাধ ও অপরাধী দমনের কাজও করতে হবে। সকল মুসলিমকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে নামাজ রোজা করতেই হবে। তদুপরি মুসলিম হিসেবে তাবলীগ এবং তাওয়াহ'র কাজও করতে হবে। এটা অন্য নবীর উম্মতদের জন্যে ফরজ ছিল না। নবুওত বন্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মহানবী মুহাম্মাদ (দঃ) এর উম্মতের জন্যে ফরজ হয়েছে।

মুসলিমদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু নিজেরা নামাজ পড়া নয়, পরিবারে এবং সমাজে নামাজ কায়েম করা।

কর্তব্য পালনের নির্দেশ শোনার জন্যে যখনই পুলিশকে সাইরেনে আহ্বান করা হয়, তাদেরকে নির্ধারিত স্থানে সমবেত হতে হবে। প্যারেডের সময় প্যারেড করতে হবে। কিন্তু প্যারেডের মধ্যেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। কোনো সরকারই এমন সৈন্য চাকুরিতে রাখবে না যারা তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তাদের যা দায়িত্ব সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেনি। যুদ্ধের প্রয়োজন যখন হয়েছে তখন তাতে অংশগ্রহণ করেননি।

পুলিশ বাহিনীর লোকেরা পুলিশের জন্যে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ভালোভাবে গ্রহণ করে থাকেন। সকাল বেলা প্যারেডের জন্যে নিয়মিত হাজির থাকেন। পুলিশের জন্যে যে ইউনিফরম, পোশাক নির্ধারণ করা আছে, তা পরিধান করে চলাফেরা করেন। কিন্তু তাদের উপর অর্পিত বৃহত্তম দায়িত্ব পালন না করলে সরকারী চাকরিতে তাদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থান হবে না।

চাকরিতে যোগ্যতা পুলিশদেরকে প্রমাণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। নির্ধারিত ইউনিফরম পরতে হবে। সব কিছুর উপরে যখন যুদ্ধের প্রয়োজন হয় বা আইন-শৃংখলা ভঙ্গকারীদের প্রতিরোধ বা শায়েস্তা করতে হয়, তা অবশ্যই করতে হবে।

সম্পত্তি ও দ্বীন

শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখার মধ্যেই প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। ঈমান, আখলাখ, চরিত্র ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আমাদের পারস্পরিক দায়িত্ব।

কোনো ব্যক্তির চরিত্র কি তার রেডিও, টেলিভিশন বা বৈদ্যুতিক পাখা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নয়? কারো মাঠের ধান, গম, বাগানের তরকারী কি তার আচরণ বা আখলাখ অপেক্ষা বেশি দামী? এগুলোর ক্ষতি কারো ঈমানের ক্ষতির মতো গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই হতে পারে না। নামাজ-রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়ার তুলনায় রেডিও, টেলিভিশন নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছুই নয়।

তাবলীগের জন্যেই নবুয়ত

রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ) ওহি পেয়ে তার নিজের কাছে রেখে দেননি। আল্লাহ্‌র জিকির, এবাদত করে শুধুমাত্র বহু উঁচুস্তরের পীর, দরবেশ, সাধক হওয়ার সাধনা করেননি। তিনি যে সত্য পেয়েছেন তা প্রচার করেছেন এবং অন্যদেরকে তা গ্রহণ করার জন্যে সমগ্র নবুয়ত পরবর্তী জীবন ব্যয় করেছেন।

তুলনামূলক গুরুত্ব

ইঁদুরের নিকট বিড়াল একটি বড় প্রাণী। কিন্তু কুকুরের সম্মুখে বিড়াল তুচ্ছ। একটি বাঘের নিকট বিড়াল কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীই নয়, যদিও তাদের চেহারায় বেশ মিল আছে। মানুষের সকল কাজই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজের চেয়ে কোন কিছুই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আর এটাই ছিল নবী এবং রাসূলদের মূল পেশা।

পেশার জন্যে প্রশিক্ষণ জরুরী। এই মূল এবং মৌলিক পেশায় সফলতার জন্যেই প্রয়োজন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, সাদাকাহ এবং অন্যান্য এবাদতের প্রশিক্ষণ। এবাদাত ছাড়া তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর যোগ্যতা কোনো মুমিনের হাসিল হয় না। প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলাম, মূল কাজ না করে প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট দেখিয়ে হাশরের মহাপরীক্ষায় পাস করা যাবে না।

www.pathagar.com

২৫

সৌভাগ্যবান সংখ্যালঘু

আল্লাহ্‌তায়ালার ভাগ্যবান মেহমান

যারা তাবলীগে থাকাকালে মসজিদে অবস্থান করেন, তাদের বিশেষ আনন্দ এবং তৃপ্তির কারণ রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহীত অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র এই রহমত ও করুণার জন্যে তাদের অবশ্যই প্রতিদিন শুকুর গুজার করতে হয়।

যে মহল্লার মসজিদে তাবলীগের কোনো একটি জামায়াত অবস্থান করে, সে মহল্লার জনসংখ্যা হতে পারে শত শত এমনকি কয়েক হাজার। আশেপাশের বহু মহল্লায় সে সময় তাবলীগের জামায়াত কাজ নাও করতে পারে। ঐ সমস্ত মহল্লার লোকজন হিসাব করলে হয়তো দেখা যাবে দশ-বিশ হাজার বা তারও বেশি। এতো লোকের মাঝে বিশ পঁচিশ জনের একটি জামায়াত সে সময় তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছে। এ হাজার হাজার বা লক্ষ লোকের মাঝখানে মহান রাব্বুল আলামীন মাত্র বিশ-পঁচিশ জন লোককে তার পবিত্র ঘরে থাকার জন্যে কবুল করে নিয়েছেন।

যে সময় তারা তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র নিয়্যাতে আল্লাহ্‌র ঘরে থাকেন, তারা হলেন আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমান। এই মেহমানগণ নিজেদের জাগতিক ও সাংসারিক কাজ-কর্ম পরিহার করে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীন তাদের জীবনে এবং সমাজে কায়েমের লক্ষ্যে নিবেদিত দিলে আলোচনা এবং কর্মে রত। এরূপ মহাভাগ্যবানের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

সম্মানিত সংখ্যালঘু

একটি উড়োজাহাজের যাত্রীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী থাকে ক'জন? অধিকাংশই ইকোনমি ক্লাস বা টুরিস্ট ক্লাসে বিমান ভ্রমণ করেন। বিমান ভাড়া হতে রেলগাড়ি এবং স্টীমারের ভাড়া অনেক কম। রেলগাড়ি এবং স্টীমারেও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী থাকে খুবই কম।

www.pathagar.com

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা হতে পারে বহু। বাংলাদেশে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কতজন স্টার মার্ক পায়? স্নাতক এবং মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী বা ডিস্টিংশন কয়জন ছাত্র পেয়ে থাকেন? তারা কি অতি স্বল্পসংখ্যক নন?

সরকারী অফিসে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবের সংখ্যা ক'জন? স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উর্ধ্বসোপানের কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু। সাধারণ শ্রমিক ও নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীর সংখ্যা হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ। স্বল্পসংখ্যক সম্মানিত সংখ্যালঘুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

ভুলপথে পরিচালিত সংখ্যাগুরু

খুব কমসংখ্যক লোকই আজকাল তাদের আচরণে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে চায়। পাশ্চাত্য পশু সভ্যতার কুপ্রভাবে অধিকাংশ তরুণ-কিশোর ধর্মহীন জীবন যাপনে মোহগ্রস্ত। আপনি যদি আপনার প্রিয় পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সুন্নাহ হিসেবে দাড়ি রাখতে এবং মাথায় টুপি পরিধান করতে বলেন, তিনি আপনার নির্দেশ পালন করবেন না। তাদের মন চাইবে টেলিভিশনে যাদেরকে দেখে, তাদেরকেই মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে। হোক না তারা মূল্যবোধের দিক দিয়ে মানবেতর জীবনযাপনকারী এবং অসভ্য।

যদি কেউ পাশ্চাত্যের মোহগ্রস্ত এবং অন্ধ অনুসারী হন, তবে পথভ্রষ্ট ও পরকালে লাঞ্ছিত হবেন। পথভ্রষ্টদের পথে চললে শেষ পরিণতি হবে করুণ এবং ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুসারীরাও বর্তমানে বহুধাবিভক্ত। সত্তরটি মাজহাবের মধ্যে একটি হবে সঠিক এবং সুপথপ্রাপ্ত। অধিকাংশ মানুষ যা অনুসরণ করে, আদর্শের ক্ষেত্রে তা অনুসরণের মধ্যে রয়েছে বিপদ এবং ভীতি।

পবিত্র আবেদনে হতাশাব্যঞ্জক সাড়া

মসজিদে অবস্থানকারী তাবলীগকারিগণ প্রত্যেক নামাজ শেষেই কিছু সময় দ্বীন সম্পর্কে আলোচনায় বসেন। মসজিদে জামায়াতে অংশগ্রহণকারীদেরকেও তারা আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ করেন। কর্মব্যস্ত মুসল্লীদের মধ্যে খুব

www.pathagar.com

কম লোকই নামাজান্তে দ্বীনের বয়ান শোনার জন্যে বসতে পারেন। মুসল্লীদের শতকরা পাঁচজনও বসেন কি-না সন্দেহ। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহু দূর থেকে সময় কুরবানী করে যারা জামায়াতে এসেছেন, তারাই বয়ানে বসেন। স্থানীয় মুসল্লীদের সংখ্যা থাকে নগণ্য। এ অবস্থা দেখে তাবলীগের জামায়াতের সদস্যদের কখনো দুঃখিত বা হতাশ হওয়া উচিত নয়।

খুব কম লোকই আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন অনুগ্রহ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নিকট মাকবুল এবং গ্রহণযোগ্য হতে চান। একটি মহল্লায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে ক'জনই বা মসজিদে এসে জামায়াতে ফরজ নামাজ পড়ার সময় পান। আমরা অধিকাংশই ভাগ্যহীন। আল্লাহ্‌ এমন পেরেশানীতে আমাদেরকে ফেলে রেখেছেন যে, মসজিদে এসে নামাজ পড়ার সৌভাগ্যটুকু আমাদের হয় না।

সংখ্যা পূজা

এবাদত বন্দেগী এবং পূজা আদম সন্তানের মৌলিক মানবীয় প্রকৃতি। আল্লাহ্‌র নবীরা মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ্‌র দিকে আসতে এবং আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগী করতে। আল্লাহ্‌র ধারণা এবং চিন্তা মানুষের মনে না থাকলেও মানব মন অন্য কিছুর পূজায় লিপ্ত হবে। তারা হয়তো পূজা করবে প্রকৃতি, বৃক্ষলতা, জন্তু, জানোয়ার, রাজা বা নেতার। সূর্য-পূজা, বৃহস্পতি-পূজা ছাড়াও মানুষ সর্প-পূজা ও প্রাণী-পূজা করে থাকে। মানুষের পূজা না করলেও তারা পূজা করবে আদর্শের।

বর্তমান সময়ে আর এক ধরনের পূজা প্রবর্তিত হয়েছে। এ পূজা হলো সংখ্যা পূজা। কোনো কাজ করার আগে অনেকেই চিন্তা করে দেখেন না কাজটি সঙ্গত কি অসঙ্গত। তারা খোঁজ করে বেশি সংখ্যক মানুষ কি অনুসরণ করে। ন্যায়, অন্যায় বিচার না করে তারা বৃহৎ সংগঠিত গ্রুপ অথবা সংখ্যাগুরুকে অনুসরণ করে থাকেন।

নির্বাচনে বহু অসৎ এবং খারাপ লোক নির্বাচিত হয়ে যায়। সাধারণ জনগণ যখন দেখে এক জন খারাপ লোকের পিছনে রয়েছে বিরাট একটা গ্রুপ এবং তাকে বাধা দিয়েও ফল হবে না, তখন তার দলই ভারী করেন। খারাপ লোককে সমর্থন করে তারা বদলোকের অহংকার বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে আরও বদ কাজ এবং জুলুমে উৎসাহিত করেন।

জালিম তার অনুসারী, সহকর্মী বা সহকারী হিসেবে ভালো লোকদেরকে

www.pathagar.com

নেয় না। নির্বাচনপূর্ব কালে যতটুকু জালিম এবং বদ ছিল তার কাজের সফলতা দেখে তারা আরও খারাপ হয়। তার অন্যায় এবং অপকর্মের জন্যে যারা তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, তারাই মূলত দায়ী।

সত্য এবং ন্যায়ের পরাজয় জেনে যেখানে মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ভোট দেয় না, জালিমকেই সমর্থন করে সে সমাজে জুলুম প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

আধুনিককালে অধিকাংশ লোকই ধর্মহীন জীবনযাপন করে। ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের সমর্থক খুবই কম। ধর্ম বিরোধিতা করে তারা সমাজে অন্যায়, অসত্য জুলুমের রাজত্ব কায়েম করে। ধর্মহীনদেরকে ধর্মের পথে আহ্বান করে দ্বীনের কোলে টেনে আনা কঠিন কাজ।

কোন এলাকায় তাবলীগ জামায়াতে গেলে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া না পেলেও তাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাদের আহ্বানে কেউ সাড়া না দিলে এবং কেউ তাদের জামায়াতের সঙ্গে কোন মহল্লা হতে বেরিয়ে না আসলে অধিকতর আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃখিত এবং নিরাশ হওয়া যাবে না।

আল্লাহ্‌র গৃহে সৌভাগ্যবান অবস্থানকারী

এক ভদ্রলোক মসজিদে ইতিকাফে বসেছেন। তার এলাকার একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছেন। তার পদ-যুগলে সুন্দর দামী টাইট জুতা। পোশাক পরিচ্ছন্ন। দেহ পবিত্র কি-না তিনি নিশ্চিত নন। ওজু তিনি করেননি। তাই মসজিদে ঢুকতে পারছেন না। ইতিকাফকারী বন্ধুকে দু'মিনিটের জন্যে মসজিদের বাইরে আসতে তিনি অনুরোধ জানালেন।

ইতিকাফকারী মসজিদে থেকে বন্ধুকে ইঙ্গিত করলেন মসজিদে প্রবেশ করতে। আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করতে সম্মত হলেন না। ইতিকাফকারীকে বার বার বেরিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ করলেন। ইতিকাফকারী তার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সাড়া না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

মসজিদের সম্মুখে দন্ডায়মান আগন্তুক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'মিনিটের জন্যে বাইরে আসতে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?" ইতিকাফকারী তখন হাস্যবদনে জবাব দিলেন, "যে তোমাকে তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি এবং দু'মিনিটের জন্য অবস্থানের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রেখেছেন, তিনিই আমাকে

www.pathagar.com

তার ঘরে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে তোমার সাথে কথা বলতে নিষেধ করছেন।"

সমালোচনার প্রতি সহনশীলতা এবং অবজ্ঞা

বৃহৎ সুস্বাস্থ্যবান হস্তি বড় রাস্তায় পথ চলে। এত বড় হাতি দেখে কুকুরের হিংসে হয়। রাগ হয়। কুকুর বকাবকির স্বরে ঘেউ ঘেউ করে তার ক্রোধ প্রকাশ করে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে হাতীর মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়? হাতী চুপ করে থাকে, শুনেও শুনে না। নিজ গন্তব্য পথের দিকে এগিয়ে চলে।

কুকুর থেকে একটি হাতি দৈহিকভাবে বহুগুণ শারীরিক শক্তিশালী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুকুরের বিরক্তিকর ঘেউ ঘেউ ধ্বনিতে হাতি উদাসীন। কুকুরগুলো যেকোন দিকে দৌড়ে যেতে পারে। একটু সামান্য জায়গা পেলেও লুকিয়ে থাকতে পারে। কুকুর যদি সুপারি বাগানে দৃষ্টিসীমার মধ্যে থেকেও ঘেউ ঘেউ করতে থাকে, হাতী কি বাগানে প্রবেশ করবে? বৃহৎ হাতী যদি প্রত্যেকটি ঘেউ ঘেউ করা কুকুরকে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, মনোযোগও দেয়, ওটি পাগল হয়ে যাবে। নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

তাবলীগ একটি বিরাট আন্দোলন। একটি মহৎ মিশন। নবীওয়ালা কাজ। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষরা এ কাজে সারাটি জীবন বিনিয়োগ করেছেন। কোনো ব্যক্তি তিন চিল্লার জন্যে বের হয়ে গেলে সমালোচকের অভাব হয় না। পুত্র কন্যা হতে পারে অসন্তুষ্ট। স্ত্রী হয় বিক্ষুব্ধ। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সমালোচকের কোন অভাব হয় না। কিন্তু তাবলীগকারীকে সকল সমালোচনা নীরবে সহ্য করে যেতে হবে।

মুবাল্লিগ যদি তাবলীগের অসঙ্গত সমালোচনায় বিরূপ হয় এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তবে তা হবে তাবলীগী উসূল বা নীতির খেলাপ। তাকে সহনশীল হতে হবে। সমালোচককে বন্ধুতে পরিণত করার সচেতন প্রয়াস নিতে হবে এবং গঠনমূলক কাজ করতে হবে।

আগন্তুক বা মেহমানের স্তর ও মর্যাদা

শহরে, নগরে অধিকাংশ লোকই থাকে কর্মব্যস্ত। তারা নিজস্ব জরুরী কাজে একজন আরেক জনের সঙ্গে যোগাযোগ সংরক্ষণ করে। কাজ, নৈকট্য এবং বন্ধুত্বের গভীরতার উপর সম্পর্ক নিরূপিত হয়।

www.pathagar.com

শহরের বাড়িগুলোর গেইট থাকে বন্ধ। এক বা একাধিক বাড়ির একটি গেইট হলে দরজাও থাকে অর্গল বন্ধ। প্রতিদিনই মাছ বিক্রেতা, তরকারী বিক্রেতা, দুধ বিক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্যের হকাররা দরজায় কড়া নাড়ে। এ ছাড়া আসে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। সকল আগন্তুকের প্রতি বাড়িওয়ালার প্রতিক্রিয়া এক রকম নয়। মুরগির ডিম, দুধ, তরকারী বিক্রেতা, শিশি বোতল, কাগজ ক্রেতাদেরকে দরজার বাহিরেই কথা বলে বিদায় নিতে হয়। তারা সাধারণত বাড়ির ভিতরে ঢোকে না।

দ্রব্যাদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা ছাড়াও বাসা বাড়িতে আরো এক ধরনের আগন্তুক আসে। তারা হকার, শ্রমিক, ক্রেতা, বিক্রেতা অপেক্ষা উন্নত স্তরের। তাদেরকে ঘরের বারান্দা পর্যন্ত আসতে দেয়া হয়। কথা বলে সেখান থেকে বিদায় করা হয়। আরো আগন্তুক আসে। তারা অধিকতর সম্মানিত এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাদেরকে ড্রইং রুমে বসতে বলা হয়। ফ্যান ছেড়ে দেয়া হয়। চা পান করবেন কি-না জিজ্ঞাসা করা হয়। দরকারী কথা সেরে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেয়া হয়।

টেলিফোন করে যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আসেন, তাদেরকে অধিকতর আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অফিসের সহকর্মী, ব্যবসার অংশীদার, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব আসলে তাদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্প হয়। কাজ ও ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা চলে।

অন্য শহর থেকে আত্মীয়-স্বজন এবং নিবিড় বন্ধু-বান্ধব কেউ আসলে ড্রইং রুমে অভ্যর্থনার পর গেস্ট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। বিছানার চাদর, বালিশের কভার পাল্টিয়ে দেয়া হয়। বাথরুম পরিষ্কার আছে কি-না দেখা হয়। কাপড় পাল্টিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বাথরুমের কাজ সেরে ড্রইংরুমে আসতে বলা হয়। সম্পর্কের নিবিড়তা, আন্তরিকতা ও গুরুত্ব অনুসারে আগন্তুক-অভ্যাগতদের সঙ্গে আচরণ করা হয়।

আল্লাহ্‌র ঘরে মেহমানদের মর্যাদা

আল্লাহ্‌র ঘরে মেহমানদেরও পদমর্যাদার স্তরে আছে। আল্লাহ্‌র ঘর সকলের জন্য অবারিত দ্বার। কারও এতে প্রবেশে বাধা নেই। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌র ঘরে মেহমান হিসেবে থাকার মহাভাগ্য সকলের হয় না। কেউ কেউ মসজিদের দরজা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে না। কেউ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা

www.pathagar.com

পর্যন্ত ওঠেন। তারা এত পেরেশান যে, নামাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যান। তারা মসজিদের বৃহৎ হল ঘরে প্রবেশ করেন না।

আরো কিছু লোক আছে যারা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে জুতা নির্ধারিত স্থানে রাখেন। স্বস্তি ও এতমিনারের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। কিছু তাসবিহ পাঠ করেন। ঘড়ির দিকে তাকান। জুতা নিয়ে বের হয়ে যান।

আরো কিছু লোক আছে যারা নামাজ পড়ার পরও মসজিদে কিছুক্ষণ থাকেন। মসজিদে কোন দ্বীনি আলোচনা, বয়ান, তা'লিম থাকলে তা শোনেন। মিলাদ থাকলে অংশগ্রহণ করেন। মিষ্টি বিতরণের পর চলে আসেন।

এরা ছাড়া আল্লাহ্‌র মেহমান হিসেবে আরও একটি গ্রুপের মসজিদে আগমন ঘটে। তারা ওয়াজ, বয়ান, মিলাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ইতিকাফের হালতে মসজিদে থাকেন। এরা হলেন তাবলীগ জামায়াতে অংশগ্রহণকারী। মহল্লার অধিবাসিগণও নামাজ শেষ করে বাড়ি চলে যান। তাবলীগে অংশগ্রহণকারীগণ মসজিদে থেকে যান। মসজিদে ইতিকাফ করা, আল্লাহ্‌র মেহমান হিসেবে থাকা কত বড় সৌভাগ্যের কাজ! শুধু এককভাবে থাকা নয়, একটি জামায়াতের সঙ্গে থাকা, আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, নবীর তরিকা সম্বন্ধে মসজিদে বসে আলোচনাকারিগণ দুনিয়ার অন্য কোনো স্থানে অবস্থানকারীদের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যশালী।

ফিরিস্তাদের ছায়া

মুরগী ডিমে তাঁ দেয়। মুরগির পাখার নিচে যে ডিমগুলো থাকে, সেগুলো হতেই সাধারণত বাচ্চা ফোটে। ডিমের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে যদি কিছু ডিম মুরগীর বুক ও পাখার বাইরে পড়ে যায়, এগুলো হতে বাচ্চা হয় না।

আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে যারা দ্বীনি আলোচনা করেন, ফিরিস্তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে রহমতের ছায়া দিয়ে রাখেন। যতক্ষণ ফিরিস্তার ছায়ার নিচে থেকে ইতিকাফকারীরা দ্বীনের আলোচনা ও আমলে লিপ্ত থাকেন, তারা কোনো অন্যায় বা পাপ করেন না। যারা আল্লাহ্‌র ঘরে সালাত (নামাজ) আদায় করতে, দ্বীনের কথা শুনতে, আলোচনা করতে এবং আমল ও দাওয়াতের নিয়তে অবস্থান করেন, তারা অবশ্যই ভাগ্যবান, মহাভাগ্যবান।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

'তাবলীগ ও ফজিলত' পুস্তকটির রচয়িতা এ. জেড. এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব হলেও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে বহুল পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতি এবং উন্নয়ন অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

১৯৬৩ সনে সরকারী চাকুরীতে (সিএসপি) যোগ দিয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সচিব পর্যায়ের সংস্থা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব শামসুল আলমের পেশা সরকারী চাকুরী হলেও ইসলাম সম্পর্কে পড়া এবং লেখা ছিল তাঁর নেশা। একজন লেখকের অন্যতম বড় পরিচয় হলো তাঁর রচনা। তিনি ছোট বড় ৪০টিরও বেশী প্রকাশিত পুস্তকের রচয়িতা। ইংরেজী ভাষায় তাঁর রচিত পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তাবলীগ এন্ড দাওয়াহ' (১৩৫৮ পৃঃ), 'ইসলামিক থট্‌স' (১০৪৫ পৃঃ), 'মাল্টিপ্লেক্স থট্‌স' (৯৫১ পৃঃ), 'ফেমিলি ভেল্যুজ' (৩০১ পৃঃ), 'ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন' (১৮০ পৃঃ), 'ব্যুরোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' (২৩৯ পৃঃ), 'এ্যাডমিনিশট্রেশন এন্ড এথিক্স' (১৯৫ পৃঃ), 'ইসলাম এন্ড ফেমিলি প্লানিং' (১০০ পৃঃ), 'ইসলামী পাবলিক স্কুল' (৯০ পৃঃ), 'এনট্রেপ্রেনিউরিয়াল সেভিংস' (৬০ পৃঃ), 'মস্ক এন্ড দি ইয়থ' (৭০ পৃঃ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত বাংলা পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ইসলামী চিন্তাধারা' (৮৯২ পৃঃ), 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা' (৩২৩ পৃঃ), 'ইসলামী রাষ্ট্র' (২৬০ পৃঃ), 'ব্যবহারিক ইসলাম' (৩৬৬ পৃঃ), 'হযরত শাহজালাল (রহঃ)' (২৪৯ পৃঃ), 'ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা' (অনুবাদ-৩৫১ পৃঃ), 'পরিকল্পিত পরিবার গঠন', 'মেজর আবদুল গনি', 'নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা', 'ইসলাম ও সঙ্গীত চর্চা', 'আফগান তালিবান', 'আফগানিস্তান ও তালিবান', 'মসজিদ পাঠাগার', 'মহিলা মাদ্রাসা', 'ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন', 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং'; প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদ আখন্দ অনূদিত 'আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর সত্তা', 'ঈমান ও তার মৌলিক উপাদান' ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত শিশু-কিশোর উপযোগী রচনার মধ্যে আছে 'ছোটদের ইসলাম', 'ছোটদের মহানবী', 'ইংলিশ হরফ', 'বর্ণ পরিচয়' (১ম ভাগ), 'বর্ণ পরিচয়' (২য় ভাগ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলমের লেখা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তত্ত্বকথা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল করে বলার দক্ষতা।

জনাব শামসুল আলম ছত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। দেশ বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং কার্যক্রম কাছে থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ, উপমা-উদাহরণ সমকালীন পরিবেশ হতে গৃহীত এবং আধুনিক মনের নিকট গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com